উচ্চতর বাঙলা ব্যাকরণ

তৃতীয় খণ্ড

বামণদেব চক্রবর্তী

BANGODARSHAN.COM

দশম পরিচ্ছেদ

অব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ

অব্যয়পদ কাহাকে বলে তাহা ৮৭ পৃষ্ঠায় ৬৫নং সূত্রে পড়িয়াছ। যখন বিশেষ্য বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া বাক্যের বাহিরে থাকে তখন ইহারা **শব্দ** বা **ধাতু**। বাক্যে প্রযুক্ত হইলে ইহারা পদ-রূপে গণ্য হয়। শব্দ বা ধাতু-অবস্থায় ইহাদের যে রূপ দেখা যায়, পদ-অবস্থায় সে রূপের পরিবর্তন হয়। **লিঙ্গ বচন পুরুষ বিভক্তি ইত্যাদি এক বা একাধিক ভেদে রূপান্তর ঘটে বলিয়া ইহারা সব্যয়পদ।**

কিন্তু অব্যয়পদ বাক্যের বাহিরে শব্দ-হিসাবে যে রূপে থাকে, বাক্যের মধ্যে পদ হিসাবেও ঠিক সেই রূপেই থাকে। লিঙ্গ-বচন-পুরুষ-বিভক্তি-ভেদে অব্যয়ের সাধারণতঃ কোনো রূপান্তর ঘটে না। ব্যয় বা রূপান্তর নাই বলিয়াই ইহারা অব্যয়।

বহু সংস্কৃত **অব্যয়** বাংলা ভাষায় চলিতেছে—অদ্য, অকস্মাৎ, অথবা, অর্থাৎ, অন্যথা, অবশ্য, অতএব, অতঃপর, অচিরাৎ, অতীব, অত্র, অধুনা, অন্যত্র, অপি, অপিচ, অয়ি (কবিতায়—মাধুর্যপূর্ণ সম্বোধনে), অরে, অহো, আঃ, আদৌ, আশু, ইতস্ততঃ, ইতি, ইদানীং, ঈষৎ, উচ্চৈঃ, উপরি, একত্র, একদা, কথঞ্চিৎ, কদাচ, কদাচিৎ, কদাপি, কল্য, কিংবা, কিঞ্চিৎ, কিন্তু, কুত্র, কেবল, ক্বচিৎ, ঝটিতি, তত্র, তথা, তথাপি, তথৈব, তদানীং, ধিক্, নতুবা, নমঃ, নিতান্ত, পশ্চাৎ, পরশ্ব, পরন্তু, পুনশ্চ, পুনঃ, পৃথক্, প্রতি, প্রত্যহ, প্রত্যুত, প্রভৃতি, প্রাক্, প্রাতঃ, প্রায়, বা, যত্র, যথা, যদি, যদ্যপি, যাবৎ, যুগপৎ, রে, বরং, বিনা, বৃথা, সঙ্গে (গদ্য-পদ্য-সর্বত্র), সাথে (কেবল কবিতায়), সদা, সদ্যঃ, সম্প্রতি, সম্যক্, সর্বত্র, সর্বদা, সহসা, সাক্ষাৎ, সুতরাং, সুষ্ঠু, স্বয়ং, হা, হন্ত, হে। ইহা ছাড়া 'এবং' শব্দটি সংস্কৃতে 'এইরূপ' অর্থ প্রকাশ করিলেও বাংলায় কতকটা 'ও' অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া অব্যয়রূপে গণ্য হইতেছে।

খাঁটী বাংলা অব্যয়ের সংখ্যা প্রচুর—না, অথচ, কাজেই, যেমন, তেমন, ওরে, ওলো, আবার, তবু, তাই, পাছে, ছি ছি, ছ্যা ছ্যা, হায় হায়, মরি মরি, বাপ রে, ইশ্, তবেই, কি, কেন, নাকি, তো, সেইরূপ, মতো, মতন, নাই, বুঝি, ভালো, মোটকথা, মানে, চমৎকার, আ মরে যাই, ও হরি, শাবাশ, আহা রে ইত্যাদি।

বাংলা অব্যয়ের প্রধান কাজ পদের সহিত পদের বা বাক্যের সহিত বাক্যের সংযোগ-স্থাপন করা।

বাংলায় ব্যবহৃত অব্যয়গুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) পদান্বয়ী, (২) সমুচ্চয়ী, (৩) অনন্বয়ী ও (৪) ধ্বন্যাত্মক।

পদান্বয়ী অব্যয়

১২৫। **পদান্বয়ী অব্যয়ঃ যে অব্যয় বাক্যমধ্যস্থ এক পদের সহিত অন্য পদের অন্বয় বা সম্বন্ধ দেখাইয়া দেয়, তাহাকে পদান্বয়ী অব্যয় বলে।**

এই শ্রেণীর অব্যয়ের পূর্বস্থিত পদে প্রায়ই বিভক্তিচিহ্নের প্রয়োগ হয়। এই অব্যয়ের কতকগুলি—(ক) **অবস্থানবাচক**—সঙ্গে, সহিত, পশ্চাতে, পিছে, পিছনে, সম্মুখে, সমুখে, সামনে, আগে, ভিতর, ভিতরে, পাশে, নীচে, উপরে, মাঝে, বাহিরে,

বাইরে, বামে, দক্ষিণে ; কতকগুলি (খ) **উপমাবাচক**—মতো, মতন, ন্যায়, সম, পারা, হেন, তুল্য, যেন, প্রায় ; কতকগুলি (গ) **সীমাবাচক**—পর্যন্ত, অবধি, তক, থেকে, পেরিয়ে, ছাড়িয়ে। কতকগুলি (ঘ) **ব্যতিরেকাত্মক**—বিনা, বিনে, বিহনে, বিনি, ব্যতীত, বই, ছাড়া, ভিন্ন, ব্যতিরেকে, বাদে। ইহা ছাড়া (ঙ) **অনুসর্গরূপে** ব্যবহৃত হয়—দরুন, নিমিত্ত, তরে, জন্যে, বাবদ, উদ্দেশে, উদ্দেশ্যে, প্রতি, অভিমুখে, ছলে, মারফত, কারণে। কয়েকটি উদাহরণ দেখ—"হেথায় হোথায় পাগলের **প্রায়** ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়।" "মুখপানে নির্নিমেষে রহিল চাহিয়া।" "কানু **হেন** গুণনিধি কারে দিয়ে যাব ?" প্রাণপণ যত্ন **ব্যতিরেকে** বিদ্যালাভ সম্ভব নয়। সেই **থেকে** দু-ভায়ের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। নাম বিলায়ে প্রেমের গোরা নিতাই **সাথে** নেচে যায়। "সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের **মতো** দোলে।" "আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল-**পারা**।" আহা মুখ নয়, **যেন** চাঁদ। স্বাধীনতা সহনশীলতার **সঙ্গেই** উপভোগ করতে হয়। "বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি সন্ধ্যাতারা**সম** রহে ফুটি।" "চুল**পারা** ছিদ্র দিয়ে করিল প্রবেশ।" "আছে তোর যাহা ভালো ফুলের **মতো** দে সবারে।" জ্ঞানের জিনিস দান করলে বাড়ে **বই** কমে না।

সমুচ্চয়ী অব্যয়

১২৬। সমুচ্চয়ী অব্যয় : যে অব্যয় একাধিক পদের বা বাক্যের সংযোগ বিয়োগ সংকোচন প্রভৃতি সাধন করে, তাহাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। সমুচ্চয়ী অব্যয়কে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।—

(ক) **সংযোজক** (দুই বা তাহার বেশী বাক্য বা পদকে সংযুক্ত করে) : লিলি শ্যামলী **আর** শেফালীকে ডাক তো নেত্যকালী। "রচনার প্রধান গুণ **এবং** প্রথম প্রয়োজন—সরলতা ও স্পষ্টতা।" পলাশীর যুদ্ধ বাংলা **তথা** ভারত-ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কামনা ত্যাগ করলে ধনী হয়, **আর** লোভ ত্যাগ করলেই সুখী হয়। "মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে যাঁর সমজ্ঞান তিনিই কৃতকার্য।" সেইরূপ নাম, বনাম, ওরফে ইত্যাদি সংযোজক সমুচ্চয়ী অব্যয়।

(খ) **বিয়োজক বা বৈকল্পিক** (দুই বা তাহার বেশী পদ বা বাক্যকে পৃথক্ করে অর্থাৎ দুই বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে একটির নির্বাচন) : তুমি আগে আমার এখানে আসবে, **না** আমি তোমার ওখানে যাব ? "এই জীবনটা ভালো **কিংবা** মন্দ **কিংবা** যা-হোক একটা-কিছু।" "সধবা **অথবা** বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির।" তুমি নিজে যাও, **না হয়** ভাইকে পাঠাও। কী ধনী কী নির্ধন সকলেই দেশবন্ধুর মৃত্যুতে শোকবিহ্বল। গাজেন **বা** নিতাই একজনকে ডাকবি।

(গ) **ব্যতিরেকাত্মক :** (অভাব বা ভেদ অর্থটি প্রকাশ করে) "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, **নহিলে** (তাহার অভাবে) খরচ বাড়ে।" সত্য বল, **নতুবা** (না বলিলে) শাস্তি পাইবে। মন দিয়া লেখাপড়া কর, **নচেৎ** (তাহার অভাবে) জীবনে উন্নতি করিতে পারিবে না। আমার ভাগ্যেই **যদি** না মন্দ হবে, পরীক্ষার আগে বাবাই বা মারা যাবেন কেন ?

(ঘ) **সঙ্কোচক** (স্বাভাবিক বা আশঙ্কিত ফল না বুঝাইয়া তাহার বিপরীত ফলটি বুঝায়) : জগৎ সব বুঝল, **কিন্তু** মুখ ফুটে বলতে পারল না। তোমাকে তো

BANGODARSHAN.COM

অনেকবারই সাবধান করে দিয়েছি, **অথচ** সেই একই ভুল বারবার করছ ! যত শাস্তি দেবার দিন, **তবু** বন্দেমাতরম্ ভুলব না। তুমি **বরঞ্চ** একবার বিজয়বাবুকে ধর। "কেহ কহিয়া দিতেছেন না, **তথাপি** তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।" এ অন্যায়ের প্রতিকার হবে না জানি, **তবু** অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ছাড়ব কেন ? আমার কাছে এলে তোমার লাভ তো হবেই না, **উপরন্তু** ক্ষতিরই সম্ভাবনা প্রচুর। সেইরূপ বরং, পরন্তু, প্রত্যুত, তত্রাচ, পক্ষান্তরে, আবার ইত্যাদি এই শ্রেণীর অব্যয়।

(ঙ) **হেতুবোধক** (হেতু বুঝাইয়া দুইটি বাক্যকে সংযুক্ত করে) : তাঁর কন্যাটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন **বলে** তিনি সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি। "বাড়ী আমাকে যেতেই হবে, **কেননা** এ আমার মায়ের আদেশ।" "শাস্তি তোমাকে নিতেই হবে, **যেহেতু** শত্রুর গুপ্তচরের সঙ্গে তোমারও যোগাযোগ ছিল।" সেইরূপ এই হেতু, এইজন্য, কারণ, এই কারণে ইত্যাদি হেতুবোধক অব্যয়।

(চ) **সিদ্ধান্তবাচক** (কোনো সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা করিয়া দুইটি বাক্যকে সংযুক্ত করে) : এ আমার মায়ের আদেশ, **কাজেই** আমাকে মানতেই হবে। ভিক্ষায় না বেরুলে অভিমান যায় না, **তাই** গুরুজী শিবাজীকে নিয়ে ভিক্ষায় বেরুলেন। দলের সকলেই একে একে সভা ত্যাগ করলেন, **সুতরাং** তাঁকেও ত্যাগ করতে হল। সেইরূপ অতএব, কাজেকাজেই ইত্যাদি সিদ্ধান্তবাচক অব্যয়।

(ছ) **সংশয়-সূচক** (কোনো সন্দেহ প্রকাশ করে) : কাজটা শেষ না করলে **যদি** তিনি অসন্তুষ্ট হন ? "সম্মুখে চরণ নাহি চলে, **পাছে** লোকে কিছু বলে।" ওই **বুঝি** বাঁশী বাজে ! লোকটা **বুঝি** পাগল ! ছোটোবাবুকে ডাকতে গেলে **তবে নাকি** তিনি আসবেন ?

(জ) **নিত্যসম্বন্ধী** (দুইটি অব্যয় নিত্যসম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া দুইটি বাক্যকে সংযুক্ত করে) : তিনি ধনী **বটে**, **কিন্তু** অবিনয়ী নন। আপনি **যদি** বলেন, **তবে** সেখানে যাব। **হয়** জয়, **নয়** মৃত্যু। **বরং** ভিক্ষা করিব, **তথাপি** আত্মীয়ের দ্বারস্থ হইব না। "যেমন প্রভু, **তেমনি** তার ভৃত্য।" **পাছে** আপনি অসন্তুষ্ট হন, তাই আপনাকে বলিনি। **একে** ঘোরা নিশীথিনী **তায়** প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা। **যেই না** পা বাড়িয়েছি, **অমনি** একেবারে কেউটের ঘাড়ে ! **হয়** মন দিয়ে কাজ কর, **নতুবা** খসে পড় ; "**যদিও** সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে……**তবু** বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।" সেইরূপ হয়—না হয়, মোটে—তাতে আবার, যদি—তো, যাঁহা—তাঁহা, ভাগ্যে—তাই, যেই—সেই, যত—তত, যখন—তখন ইত্যাদি এই শ্রেণীর অব্যয়। এই অব্যয়কে **সাপেক্ষ অব্যয়ও** বলে।

অনন্বয়ী অব্যয়

১২৭। অনন্বয়ী অব্যয় : যে অব্যয়ের সহিত বাক্যের অন্য কোনো পদের ব্যাকরণগত কোনো অন্বয় বা সম্বন্ধ নাই, তাহাকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে।

অনন্বয়ী অব্যয় চারিটি ভাগে বিভক্ত—(১) **ভাবপ্রকাশক**, (২) **সম্বোধনসূচক** (৩) **প্রশ্নবোধক** ও (৪) **বাক্যালংকার**।

(১) **ভাবপ্রকাশক :** যে অব্যয়ের দ্বারা হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ, ঘৃণা, বিস্ময়, লজ্জা, সম্মতি প্রভৃতি মনের বিবিধ ভাব প্রকাশ পায়, তাহাই ভাবপ্রকাশক অব্যয়।

(ক) **অনুমোদন-প্রশংসা-হর্ষ-জ্ঞাপক—মরি মরি!** এ কী অপূর্ব রূপের মাধুরী! "**আ মরি** বাংলা ভাষা!" "**শাবাশ! শাবাশ!** তোরা বাঙালীর মেয়ে।" "তখন সকলে বলিল, '**বাহবা, বাহবা, বাহবা, বেশ!**'" "বাছুরটির ঐ, **আ মরে যাই,** চিকন নধর দেহ।" খাসা, বহুত আচ্ছা, চমৎকার, বলিহারি যাই, সুন্দর, সাধু সাধু, বাঃ, বাঃ বাঃ, বা রে বাঃ, ধন্য ধন্য, আচ্ছা, বেশ বেশ, বেশ, বেশ ভাই ইত্যাদি এই শ্রেণীর অব্যয়।

(খ) **বিস্ময়ব্যঞ্জক—বটে!** এত বড়ো আস্পর্ধা! [বট্ ধাতুর প্রথমপুরুষের রূপ **বটে** আর এই বিস্ময়ব্যঞ্জক অব্যয় **বটে**—উভয়ের পার্থক্যটি লক্ষ্য করিবে।] "**অবাক্ কাণ্ড একি!** এমন কথা মানুষ শুনেছে কি!" **অ্যাঁ!** তাই না কি! **বল কি ভায়া!** **ও বাবা!** বোবা মুখে যে খই ফুটছে গো! "**তাই তো!** এ বড় দুঃসংবাদ দারা।" "**ও মা!** (সম্বোধনপদ অব্যয়রূপে) এ যে দাদা!" "ভাবিলা, **একি** এ কাণ্ড! গুরুজীর ভিক্ষাভাণ্ড!" **বস্ (বাস্)!** এতেই তিনি চটে আগুন! "**উঃ!** কী প্রচণ্ড রব!" "পুটে, তুই যে এখানে?"

(গ) **ভয়-দুঃখ-যন্ত্রণা-প্রকাশক—**"এ জগতে **হায়,** সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি!" "**ওরে বাবা!** এ যে সত্যি বাঘ!" "**আহা আহা**—চিৎকার করি রঘুনাথ ঝাঁপায়ে পড়িল জলে।" "**উহু,** শীতে মরি।" **হায় হায়!** সর্বনাশ হয়ে গেল। সেইরূপ—মা গো! মা রে! বাবা গো! বাবা রে! উঃ! আঃ!

(ঘ) **ঘৃণা ও বিরক্তিসূচক—**"**ধিক্! ধিক্!** শত ধিক্ শ্রীরামের নামে।" **ছি ছি!** এ কথা কি মুখে আনতে আছে, বাবা? **এঃ!** এ কী করেছ! বেটা ডাকুকে ছাড়লে কেন **ছাই!** **দূর! দূর!** একেবারে অপদার্থ সব! **আ মলো!** এটা বড়ো জ্বালাচ্ছে তো! **কী জ্বালা!** তোমাকে তো কাল আসতে বললাম! **দূর ছাই!** তোর অঙ্কের নিকুচি করেছে। মেয়েদের সামনে তম্বি দেখাচ্ছ, তুমি বীর **বটে** (ব্যঙ্গার্থে)! **বটে রে!** দেখাচ্ছি মজাটা (শাসনে বা ভয়প্রদর্শনে)। সেইরূপ—**কি বিপদ্! কি মুশকিল!**

(ঙ) **শোক-খেদ-বিস্মরণ-সূচক—আহা রে!** কাদের বাছা রে? **আহা হা!** দুধের ছেলেকে এমন করে মারে! "বড় মার খেয়েছিলি—**না রে** শ্রীকান্ত?" "**আহা মরি-মরি** সঙ্কেত করিয়া কত না যাতনা দিনু।" "কোথা **হা-হন্ত,** চিরবসন্ত!" **ওই যা!** তোমার বইখানা আজও আনতে ভুলে গেছি। সেইরূপ—বালাই, ষাট ষাট, এই রে ইত্যাদি।

(চ) **সম্মতি বা অসম্মতি-জ্ঞাপক—আচ্ছা!** তাই হবে'খন। **না,** ওটা পারব না! **হুঁ,** দেখা যাবে। **কই, না তো!** "এ নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত।" **উঁহু,** শর্মা আর ওমুখো হবে না। **যা বলেছ ভায়া,** গুণ্ডামিকে কখনও প্রশ্রয় দেয়? **খবরদার,** এক পা এগিয়েছ কি মরেছ।

(২) **সম্বোধনসূচক: যে অব্যয়ের দ্বারা কাহাকেও সম্বোধন করা হয়, সেই অব্যয়কে সম্বোধনসূচক অব্যয় বলে।** "**হে** বন্ধু, **হে** দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি তুমি।" "**রে** প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?" "**ওহে** দেব! ভেঙ্গে দাও ভীতির শৃঙ্খল।" "**ওগো,** আজ তোরা যাসনে গো তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে!" "**ওরে** আমার বৃন্তচ্যুত ভূলুণ্ঠিত মন্দারকুসুম!" "**ওরে ও** মদনা, একটা

BANGODARSHAN.COM

কলকে তামাক পারিস দিতে?" "**অয়ি** স্বাতন্ত্র্যের ধারা! **অয়ি** পদ্মা! **অয়ি** বিপ্লাবিনী!" **রে** দুর্বল! অমরার অমৃত-সাধনা এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে। "জেবলে দে আগুন **ওলো** সহচরী।" **ও** মশায়, শুনছেন! **এই** হাবলা, তোকে না কাল আসতে বলেছিলাম? "সজনী সন্ধ্যা আসবি না **লো**?" **ওগো** বাছা, শোনই না। তোকে এখানে বাহাদুরি করতে কে ডেকেছে **লা**? (মেয়েদের তাচ্ছিল্য-বোধক সম্বোধন)। "**এ** সখি, হামারি দুখের নাহি ওর।"

(৩) **প্রশ্নবোধক: প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য যে অব্যয়ের ব্যবহার হয়, তাহাকে প্রশ্নবোধক অব্যয় বলে।** "তোরা **নাকি** নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যাচ্ছিস?" **কেমন** হল **তো**? আজ ইস্কুলে যাচ্ছ না **কেন**? কাল থেকে তোমাদের পরীক্ষা, **না**? রঞ্জিতা পাস করেছে?—**বটে**? বেশ অল্প বয়সেই পাস করল, **না**? বিশ্রামটা না হয় একটু বাড়ালে, পথের দূরত্ব তাতে কমবে কি?

(৪) **বাক্যালংকার অব্যয়: বাক্যের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য যে-সমস্ত অব্যয় বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাহাদের বাক্যালংকার অব্যয় বলে।** এই অব্যয়গুলি বাক্যে প্রয়োগ করিলে নিজস্ব কোনো অর্থই প্রকাশ করে না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাক্যটির অর্থের চমৎকার একটি বৈচিত্র্য সম্পাদন করে। আপনি যে কাল **বড়ো** এলেন না? "এ তো মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।" "কত না দিনের দেখা, কত **না** রূপের মাঝে!" এটা যে নেহাত তোমাদের ঘরগড়া ব্যাপার, আমি কি **আর** বুঝি না গো? বোঝাবার ত্রুটি তো করিনি, কিন্তু বোঝে না যে!

ধ্বন্যাত্মক অব্যয়

১২৮। **ধ্বন্যাত্মক অব্যয়: যে-সকল অব্যয় বাস্তব ধ্বনির ব্যঞ্জনা দেয় অথবা অনুভূতিগ্রাহ্য অনির্বচনীয় কোনো সূক্ষ্ম ভাব বা অবস্থার দ্যোতনা দেয়, তাহাদিগকে ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার অব্যয় বলে।** এইপ্রকার অব্যয়ের কোনো প্রতিশব্দ নাই।

কলকল, ধুপধাপ, ছলছল, গুপগাপ, ছটফট, টনটন, দাউদাউ, কনকন, ঝমঝম, টপাটপ, ঝুমঝুম, গপাগপ, টসটস, দরদর, টুপটাপ, ঝরঝর, ফিসফিস, সনসন, ফোঁসফোঁস, রনরন, টুংটাং, প্যানপ্যান, বকবক, ঘ্যানঘ্যান, খাখাঁ, হুহু, হাহা, ধুধু ইত্যাদি। "হেসে **খলখল** গেয়ে **কলকল** তালে তালে দিব তালি।" "বিষ্টি পড়ে **টাপুর-টুপুর**।" "ডাকে কুবো **কুবকুব** লুকায়ে কোথায়!" মায়ের জন্য মনটা **টনটন** করছে। "আজকে আমার মনের মাঝে **দইধপাধপ** তবলা বাজে।"

ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাংলা ভাষার এক বিশিষ্ট সম্পদ্। অল্প পরিসরের মধ্যে ভাবের এমন অব্যর্থ ও সার্থক চিত্রধর্মিতা পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে কোনো আভিধানিক কৌলীন্যধর্মী শব্দই পারে না। এই শ্রেণীর শব্দ-সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সারগর্ভ মন্তব্যটি বিশেষভাবে স্মরণীয় "ধ্বনির অনুকরণে ধ্বনির বর্ণনা ইংরেজী ভাষাতেও আছে। কিন্তু বাংলা ভাষার একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে।.....যে-সকল **অনুভূতি শ্রুতিগ্রাহ্য নহে, আমরা তাহাকেও ধ্বনি-রূপে বর্ণনা করিয়া থাকি।**..... সৈন্যদলের পশ্চাতে যেমন একদল আনুষাঙ্গিক থাকে, তাহারা রীতিমতো সৈন্য নহে, অথচ সৈন্যদের নানাবিধ প্রয়োজন সরবরাহ করে, ইহারাও (ধ্বন্যাত্মক শব্দাবলী) বাংলা ভাষার পশ্চাতে সেইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া সহস্র কর্ম করিয়া থাকে, অথচ

রীতিমতো শব্দশ্রেণীতে ভরতি হইয়া অভিধানকারের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা অত্যন্ত কাজের, অথচ অজ্ঞাত অবজ্ঞাত। **ইহারা না থাকিলে বাংলাভাষার বর্ণনার পাঠ একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।"**

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়—(১) **অনুকার ধ্বন্যাত্মক**, (২) **ভাবপ্রকাশক ধ্বন্যাত্মক**।

(১) **অনুকার ধ্বন্যাত্মক** শব্দ শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনিকে প্রকাশ করে। কখনও ইহারা একক বসে, কখনও-বা ইহাদের দ্বিত্ব প্রয়োগ হয়। কয়েকটি উদাহরণ দেখ।—

(ক) **হাসির প্রকারভেদ**—হিহি, হাহা, হোহো, খিলখিল, খলখল, ফিকফিক, ফিক। (খ) **নাচের প্রকারভেদ**—ধেইধেই, ধিনধিন, তাধিন-তাধিন, তাতাথই-থই, তাথই-তাথই, তাথেইয়া-তাথেইয়া। (গ) **কাসির প্রকারভেদ**—খংখং, ঘংঘং, খুকখুক, খকখক। (ঘ) **বাতাসের প্রকারভেদ**—সাঁ, সোঁ, সাঁই সাঁই, সোঁ সোঁ, সনসন, ঝিরঝির, ঝুরঝুর, ঝুরঝুরু। (ঙ) **বৃষ্টির প্রকারভেদ**—ঝিরঝির, ঝমঝম, টিপটিপ, টুপটাপ টাপুর-টুপুর। (চ) **পানের প্রকারভেদ**—ঢকঢক, ঢুকঢুক, ঢুকুঢুকু, চুকচুক, চকচক। (ছ) **জলের গতির প্রকারভেদ**—দরদর, তরতর, ঝরঝর, কলকল, কুলকুল, ছলছল, ঝরোঝরো। (জ) **বীণা সেতার প্রভৃতি তারযন্ত্রের শব্দ**—টুংটাং, টুংটুং, টুংটং, চিনচিন, চনচন, ক্রিংক্রিং, ক্রাংক্রাং, ঝিনঝিন, ঝনঝন। (ঝ) **আরও কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ**—কচকচ, কচাকচ, কুচকুচ, কচমচ, কচর-কচর, কচর-মচর, কটাকট, কটকট, কুটকুট, কটাস, কটমট, কটর-মটর, কড়াৎ-কড়, কিচকিচ, কিচমিচ, কিড়মিড়, কিচির-মিচির, কুপকাপ, কুঁইকুঁই, কুরকুর, কেঁউমেউ, খচখচ, খচাখচ, খচমচ, খটাখট, খটর-মটর, খড়খড়, খটাস, খট, খড়মড়, খনখন, খিটখিট, খিটিমিটি, খুটখাট, খেঁইখেঁই, খ্যাঁকখ্যাঁক, খ্যানখ্যান, খ্যাঁচম্যাচ, গটমট, গড়গড়, গনগন, গপগপ, গরগর, গলগল, গাঁইগুঁই, গাঁকগাঁক, গুনগুন, গুবগাব, ঘুটঘুট, ঘুটমুট, ঘুরঘুর, ঘেউঘেউ, চটপট, চটাপট, চপচপ, চপাচপ, চটচট, চটাচট, চিকমিক, চিটচিট, চোঁচোঁ, চোঁভোঁ, ছিরিকছিরিক, ছ্যাঁকছোঁক, ছোঁকছোঁক, জ্যাবজ্যাব, জ্যালজ্যাল, ঝিকঝিক, ঝিকমিক, ঝিকিমিকি, ঝুনঝুন, টকটক, টকাটক, টিকটিক, টপাটপ, টুকটুক, টুনটুন, টুপটাপ, টুসটুস, ট্যাঁট্যাঁ, ট্যাঁসট্যাঁস, ঠকঠক, ঠনঠন, ঠুকঠুক, ঠুনঠুন, ঠকাঠক, ঠ্যাংঠ্যাং, ঢকঢক, ঢকাঢক, ঢিপঢিপ, ঢ্যাংঢ্যাং, তাড়ুক-তুড়ুক, তিড়িং-তিড়িং, তিড়িংবিড়িং, তিড়িংমিড়িং, থপথপ, থপাস, থপ, দপদপ, দমাদ্দম, দাউদাউ, দুড়দাড়, ধড়ফড়, ধপাস, ধপ, ধকধক, ধুপধাপ, ধাঁধাঁ, ধিকিধিকি, ধুকধুক, নড়বড়, নিশপিশ, পটপট, পটাস, পট, প্যাঁকপ্যাঁক, প্যানপ্যান, ফসফস, ফিটফাট, ফিনফিন, ফুটফাট ফোঁফাঁ, ফুসফাস, ফ্যালফ্যাল, ফোঁসফাঁস, বকবক, বকরবকর, বনবন, বড়বড়র, বিজবিজ, বোঁবোঁ, ভক, ভকভক, ভসভস, ভুটভাট, ভোঁভোঁ, ভ্যানভ্যান, মড়মড়, মিনমিন, ম্যাড়ম্যাড়, ম্যাজম্যাজ, লকলক, লটপট, লিকপিক, লটাপট, সাঁইসাঁই, সপসপ, সুড়সুড়, সপাসপ, হড়হড়, হনহন, হাউমাউ, হিড়হিড়, হুড়মুড়, হুড়হুড়, হুসহাস।

[এইসমস্ত অব্যয়ে **হস্** চিহ্ন দিবার প্রয়োজনই নাই।]

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি আসলে অব্যয়। নাম-বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ বা ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপে ইহাদের প্রয়োগ হয়। প্রয়োগের বেলায় ইহারা কখনও বিভক্তিযুক্ত হয়, কখনও-বা বিভক্তিশূন্য থাকে। কাজকর্ম **চটপট** সেরে নাও। "একটা পতঙ্গ আসিয়া ফানুসের চারিপাশে শব্দ করিয়া বেড়াইতেছে—**চোঁ-ও-ও-ও বোঁ-ও-ও।**"

BANGODARSHAN.COM

তোর ওই **প্যানপেনে** কান্না থামা বাপু! **মুচমুচে** লুচি খানকয়েক আনতে বলুন। "**রুনুরুনু** বাজে তায় বালা।" ও রকম **ফিসফিস** করে বললে শুনতে পাওয়া যায়? "**দরদর** বেগে জল পড়ি জল **ছলছল** উঠে বাজি' রে।" "**হুসহুস সাঁইসাঁই** বায়ুর বিরাম নাই।" "**ঘচাঘচ ঘ্যাচ্চ** হাঁচি পড়ে **হ্যাচ্চ**।" "**গুড়ুগম গুড়ুগম গুড়ুগুড়ু গমগম** নিশীথিনী **চমচম**……বারি ঝরে **ঝমঝম**।" "**ধিকিধিক ধিকিধিক** এইপথ ঠিক ঠিক। **ধুকুধুক ধুকুধুক** কত ভুল কত চুক। **ধুকধুকু ধুকধুকু** পারিনে এ পথটুকু। **ধুকুধুকু ধক্কাৎ** আসিলাম নির্ঘাত।" [শেষের উদাহরণগুলি কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "রেলঘুম" কবিতা হইতে উদ্ধৃত।]

বাংলায় ধ্বনিবাচক কয়েকটি শব্দঃ পাখির ডাক=কাকলি; কোকিলের ডাক=কুহুকুহু; ময়ূরের ডাক=কেকা; হংসের ডাক=ক্রেংকার; বিহঙ্গের **কলতান**=কূজন; কঙ্কণের শব্দ=নিক্কণ; মেঘের ডাক=মন্দ্র; শুষ্ক পত্রের শব্দ=মর্মরধ্বনি; অশ্বের ডাক=হ্রেষা; বজ্রের শব্দ=নিনাদ; হস্তীর ডাক=**বৃংহিত, বৃংহণ**; মৌমাছির শব্দ=গুনগুন, গুঞ্জন, গুঞ্জরন; মাছির শব্দ=ভনভন; কুকুরের ডাক=বুক্কন, ঘেউঘেউ; কুকুরছানার আর্তডাক=কেঁউকেঁউ; বেঙের ডাক=মকমক; ঐ আর্ত ডাক=কাঁকি; ইঁদুর বা বাঁদরের শব্দ=কিচিরমিচির; নূপুর ইত্যাদি অলংকারের শব্দ=**নিক্কণ, শিঞ্জন**।

(২) **ভাবপ্রকাশক—ধ্বন্যাত্মক অব্যয় কোনো বাস্তব ধ্বনির প্রকাশ না করিয়া সূক্ষ্ম অনুভূতিগ্রাহ্য অবস্থা বা ভাবের দ্যোতনা দেয়।** শব্দগুলির বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য কর।—

(ক) **শূন্যতা বা পূর্ণতা-জ্ঞাপক**—জল থইথই করা বা টুবটুবু করা, শূন্য ঘর খাঁখাঁ করা, ফাঁকা মাঠ ধুধু করা, পোড়োবাড়ি হাহা করা।

(খ) **নাম-বিশেষণ বা বিশেষণের বিশেষণ-রূপে**—গনগনে আগুন, থমথমে রাত, কনকনে শীত, ঘুষঘুষে জ্বর, চনচনে রোদ, গসগসে **গা** (জ্বরে), টিমটিমে বাতি, **মিটমিটে** চাহনি, ফুটফুটে চেহারা, **লিকলিকে** বেত, **খটখটে** শুকনো, **সপসপে** ভিজে, **দগদগে** ঘা, ঢুলুঢুলু আঁখি, ফিনফিনে ধুতি, কিটকিটে তেল, ঘুটঘুটে অন্ধকার, **ছিপছিপে** গড়ন, চলচলে জামা।

(গ) **অনুভূতি-প্রকাশক**—চোখ **ছলছল** করা (অভিমানে); টং হওয়া (রাগে); **ফ্যালফ্যাল** করে চাওয়া (হতাশায়); গা গসগস করা (চাপারাগে); চোখ **কটমট** করা (রাগে); মন **টনটন** করা (বেদনায়); পেট **কনকন** করা; মাথা **ঝিমঝিম** করা (দুর্ভাবনায় বা দুর্বলতায়); গা **টলমল** করা (দুর্বলতায়); কান **ভোঁভোঁ** করা; বুক **ধড়ফড়** করা (ভয়ে); বুক **চড়চড়** করা (হিংসায়); গা **রিরি** করা (রাগে বা ঘৃণায়); গা **ছমছম** করা (ভয়ে); বুক **দুরুদুরু** করা (আশঙ্কায়); হাত **নিশপিশ** করা (উত্তেজনায়)।

(ঘ) **বর্ণবৈচিত্র্য-জ্ঞাপক**—টকটকে বা টুকটুকে লাল; **মিশমিশে** বা **কুচকুচে** কালো; ফুটফুটে বা **ধবধবে** সাদা।

(ঙ) বিশেষ্যরূপে (ই-প্রত্যয়যোগে)—"হিয়া **দগদগি** পরাণ পোড়নি।"

—চণ্ডীদাস।

প্রয়োগঃ "**চলচল** কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়।" "**একি পুষ্পময়**

চেলী **ঝিলীমিলি** সবুজে সবুজে।" "রক্তে যে তার বাজে **রিনিরিনি**।" চারিদিকেই কেমন **একটা থমথমে** ভাব, ঝড় ওঠার পূর্ব **লক্ষণ** আর কি। "**ফুটফুটে** জোছনায় **ধবধবে** আঙিনায়।" "আলসেতে আঁখি **ঢুলুঢুলু**।" "কোলে লুটিতেছে জল **টলমল থলথল**।" (একই সঙ্গে পূর্ণতা স্থূলতা ও কোমলতার বিচিত্র প্রকাশ)। "বুকে বায়ু **থরথর** নাচে।" ব্যাকরণের **কচকচি** কাব্যলক্ষ্মীকে যেন খুঁচিয়ে না মারে! "গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি সদা **ছলছল** আঁখি।" এক নিমেষে মিলিয়ে গেল **মিসমিসে** ওই মেঘপুঞ্জের মাঝে।

এবার **অন্যান্য অব্যয়**—কতকগুলি অব্যয় বক্তার অভ্যাসদোষে অকারণে বাক্য-মধ্যে ব্যবহৃত হয়। ইহাদিগকে **মুদ্রাদোষজাত অব্যয়** বলা চলে। ইয়ে, মানে, ভালো কথা, **কথা** হচ্ছে, মনে করুন, ওই যে, ধরুন গিয়ে, মোদ্দা কথা, বুঝছেন কিনা।

ইহা ছাড়া **উপসর্গ অব্যয়-সম্বন্ধে** পরে চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে (৩২৪ পৃষ্ঠায়) আলোচনা করা হইবে।

বিভিন্ন পদরূপে অব্যয়ের প্রয়োগ

বিশেষ্য-রূপে : মা যদি বলেন, আমি তো তাঁকে **না** বলতে পারব না। তোমার কোনো **কিন্তুটিন্তু** আমরা শুনতে আসিনি। অবজ্ঞায় **দূর ছাই** বলবার আগে **ছাই**টা দূর করে দেখতে হবে কোনো রত্ন মেলে কিনা।

নামবিশেষণ-রূপে : যেমন হোক, দেখতে তো একেবারে **দূর ছাই** গোছের নয়। এমন **ধবধবে** (ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ে **এ** বিভক্তিচিহ্নযোগে বিশেষণ) বিছানাটা মাটি করলি তো খোকন! কী **মিসমিসে** মেঘ! বেশ **ঝরঝরে** লেখা। এমন **থলথলে** দই দুলুদাদুর জন্য একটু রাখ বৌমা! **আচ্ছা** ঝামেলা বাঁধিয়েছে, দেখছি। (অব্যয় এখানে শূন্য-বিভক্তিযুক্ত রহিয়াছে।)

ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপে : **ঝরঝর** ঝরিছে শাঁওনধারা। "ভগবদ্‌গীতা গাহিল **স্বয়ং** ভগবান্ যেই জাতির সঙ্গে।" ঝড়ও নেই, বৃষ্টিও নেই, বারান্দাটা **আপনা-আপনি** ধসে পড়ল!

[স্বয়ং, আপনা-আপনি ইংরেজীতে Reflexive Pronoun, কিন্তু কোনো বিভক্তি-চিহ্ন গ্রহণ করে না বলিয়া বাংলায় এগুলি **অব্যয়**, তবে ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপেই ইহাদের প্রয়োগ হয়।]

বিশেষণের বিশেষণ-রূপে : এমন **থসথসে** পচা আম এনেছ কেন? এইরকমই **কুচকুচে** কালো একটি কুকুরছানা আমার চাই কিন্তু। সেইরূপ—**তুলতুলে** নরম, **টুকটুকে** লাল। লক্ষ্য কর—সর্বত্রই ধ্বন্যাত্মক শব্দে **এ** বিভক্তির যোগ হইয়াছে।

আজ অব্যয়পদটির বিচিত্র প্রয়োগ লক্ষ্য কর—**আজ** (অদ্য—অব্যয় বা ক্রি-বিণ) অফিস যাচ্ছি না। **আজ** (বর্তমানে—ক্রি-বিণ) আপনি সৌভাগ্যের সমুচ্চ শিখরে, তাই একথা বলতে পারলেন। আজ (**আজকে**) বেশ শুভদিন (বি)। **আজকের** কাগজখানায় কী বলছে? (বিণ)। তাঁরা কি **আজই** (ক্রি-বিণ) আসছেন?

অব্যয়পদেও মাঝে মাঝে বিভক্তিচিহ্ন যোগ হয়। মহাত্মাজী, দেশবন্ধু **প্রভৃতির** নেতৃত্বে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হল। ফণীবাবুর সঙ্গে ব্যাকরণের **কারক-বিভক্তি**, সমাস, প্রত্যয় **ইত্যাদির** আলোচনায় কয়েকটা দিন বেশ কেটে গেল।

BANGODARSHAN.COM

অব্যয়পদ নাম-বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ বা বিশেষণের বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইলে তাহাকে অব্যয়জাত বিশেষণ বলে।

অন্যান্য পদেরও অব্যয়রূপে প্রয়োগ

(**ক**) **বিশেষণপদ**—"**উত্তম**, আপনাদের অভিমত জানলাম।" **ভালো**, কী যেন বলছিলেন?

(**খ**) **সর্বনামপদ**—"তার ওপর তোমার বাদলার দিন।" (**কথার মাত্রাবোধক** অব্যয়রূপে)।

(**গ**) **ক্রিয়াপদ**—"একবার ডাকার মতো ডাক **দেখি** মন।" "পাটের শাড়ি পরে এলেই **বুঝি** তোমার হাতে জল খাব আমরা?"

(**ঘ**) **সম্বোধনপদও** মাঝে মাঝে **ভাবপ্রকাশক অনন্বয়ী অব্যয়-রূপে ব্যবহৃত হয়। হরি হরি!** দাদাকে দিয়ে চণ্ডীপাঠ করাবে, তাহলেই হয়েছে। "দেখতে শুনতে ভালো হলেই পাত্র হল—**রাধে**!"—রবীন্দ্রনাথ। "আমি কহিলাম, 'আরে **রাম রাম**! নিবারণ সাথে যাবে।' "—ঐ।

ভাষাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবার এক বিস্ময়কর ক্ষমতা রহিয়াছে এই অব্যয়পদের। আমরা কয়েকটি নিদর্শন দিলাম।—

বিভিন্ন অর্থে কয়েকটি অব্যয়ের বিশিষ্ট প্রয়োগ

ই : (১) আমি যাইবই (নিশ্চয়তা)। (২) পড়লেই জানতে পারবে (হেতু)। (৩) আহা! কী শোভাই না হয়েছে (শ্লেষ)! (৪) কী ঠকানোটাই না ঠকাল (তীব্র শ্লেষ)! (৫) তুমিই তো গেলাসটা ভেঙেছ (নির্দেশ)। (৬) ছেলে তোমার নিজের মনে বকছে তো বকছেই (বিরামহীনতা)। (৭) ছেলেমানুষ যদিই-বা অন্যায়টা করে থাকে (নিশ্চিত)! (৮) স্যার আসতেই ছেলেরা চুপ করে গেল (সময়ের সূক্ষ্মতা)। (৯) আমি অত শত বুঝি না, আমার কাজ হলেই হল (উদ্দেশ্যসিদ্ধি)। (১০) তাঁর সময় নেই, তিনি তো বলেইছিলেন (ক্রিয়ার অঙ্গ-রূপে)।

ও : (১) "আমি যাচ্ছি, তুমিও যাবে তো?" (সংস্কৃতের অপি বা ইংরেজীর too অর্থে)। রামও কাঁদেন, ভরতও কাঁদেন (ঐ)। (২) গীতুকে আমি জানতেও দিইনি (আদৌ)। (৩) মনোরমা পড়াশোনার নামও করে না (এমন-কি)। (৪) বাবলু আজ এলেও আসতে পারে (সম্ভাবনা)। (৫) **ও মশায়**, শুনছেন! (সম্বোধনে) (৬) **ও**, মনে পড়েছে বটে (স্মরণে)। (৭) **ও**, মাধবী রাগ করেছে বুঝি? (বুঝিতে পারার ভাব) (৮) ভাতও খাব, লুচিও খাব? (অধিকন্তু) (৯) তুমিও যেমন, পয়লা নম্বরের চারশো বিশকে বিশ্বাস করে বসে আছ! (বাক্যালংকার) (১০) একটা নম্বরও বাদ যায়নি (নির্দেশে)। (১১) ছেলেমানুষ যদিও-বা অন্যায়টা করে থাকে, তা হয়েছে কী? (তৎসত্ত্বেও) (১২) প্রাণটা বেরুব-বেরুব করেও বেরুচ্ছে না (আসন্ন সম্ভাবনা)। (১৩) আমি তো এসেওছিলাম, কিন্তু আপনারই পাত্তা পেলাম না (ক্রিয়াঙ্গ-হিসাবে)।

কি : (১) আপনি **কি** এখন অপেক্ষা করবেন? (প্রশ্ন)। (২) **কী** খেলে

তোমরা? (সর্বনাম অর্থে—কর্ম)। (৩) আপনি মানুষ কি দেবতা বোঝাই শক্ত (অথবা)। (৪) মানুষের সাধ্য কি নিয়তির গতি রোধ করে? (নয়)। (৫) আহা, কী সাজেই সেজেছ মা! (শ্লেষে—বিশেষণপদ)। (৬) কী চমৎকার দৃশ্য! (বিস্ময়ে—বিশেষণের বিশেষণ)। (৭) কি কল্যাণী, এমন হনহনিয়ে চলেছ কোথায়? (সম্বোধনে)। (৮) কি! এত স্পর্ধা! (ক্রোধে)। (৯) আমার অনুরোধ রাখবে কি না বল? (বিতর্কে)। (১০) চেষ্টা করে দেখাই যাক পারি কি না (অনিশ্চয়তা)।

[সর্বনাম বা বিশেষণ বা বিশেষণের বিশেষণ হইলে কী বানানটি লেখাই শোভন রীতি।]

তো ঃ (১) সে তো মস্ত পণ্ডিত! (শ্লেষ)। (২) সকাল-সকাল বাড়ি ফিরছ তো? (প্রশ্ন)। (৩) নম্বর আমরা দিতেই চাই, তোমরা তো নিতে জান না (কিন্তু)। (৪) আর্যপুত্র তো কুশলে আছেন? (নির্দিষ্টতা)। (৫) তুমি তো বেশ লোক দেখছি! (বিস্ময়ে)। (৬) তুমি তো বলেই খালাস হে, ঠেলা সামলাবে কে? (মৃদু তিরস্কার)। (৭) বলি, হলো তো? —মুখের মতো, হল তো? (উদ্দেশ্যপূরণ)। (৮) অঙ্কটা না পেরে থাক তো বুঝে নিও (যদি)। (৯) লিখতে তো বলছেন, সময় কোথা? (বটে—কিন্তু)। (১০) যা তো সরমা, একগ্লাস জল নিয়ে আয় (অনুজ্ঞা)। (১১) "এ মেয়ে তো মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।" (বাক্যালংকার)। (১২) "কিন্তু শিশু তো (অবধারণে), কত আর ছুটবে, ধরা পড়ল।"

না ঃ (১) আমি যাব না (নিশ্চিত)। (২) এখনও রাস্তায় ঘুরছিস ইস্কুল যাবি না? (প্রশ্ন)। (৩) দুপুর গড়িয়ে গেল, না হল চান, না হল খাওয়া (খেদ)। (৪) একটা গল্প বলুন না (অনুরোধ)। (৫) ভাত খাবি, না লুচি খাবি? (বিকল্প)। (৬) আপনি বললে, না করব কোন্ সাহসে? (বিশেষ্য)। (৭) তোমাদের কর্তব্য কী? না, জীবসেবায় আত্মবিসর্জন করা (হ্যাঁ)। (৮) "এমনি কত-না ফুল প্রতি দিনরাতে হাসিমুখে বলে কত কথা!" (আধিক্যজ্ঞাপনে)। (৯) ও চা-টুকু আর খেয়ো না (নিষেধ)। (১০) একবার চেষ্টা করে দেখই না, অঙ্কটা হয় কিনা (অনুজ্ঞার দৃঢ়তা)। (১১) গোল্লায় যায়, যাক না। (ঔদাসীন্য)। (১২) আপনি প্রজাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিলেন, তাই না আজ ওরা জেগে উঠেছে? (দৃঢ়নিশ্চয়)। (১৩) তিনি কী না জানেন? (প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর—সবকিছুই জানেন)। (১৪) দাদাঠাকুর না কি? (সন্দেহ)। (১৫) না যান, নাই-বা গেলেন (অভিমান)। (১৬) "কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নঈ-কূলে।" (অবধারণে)। (১৭) না কালী, না কৃষ্ণ—কোনোটাই হল না (অভাব)। (১৮) দুটো ভাত না মুখে দিয়েই সে ছুটল ইস্কুলে। (অতিশয় ব্যস্ততা)। (১৯) "শেষে পাণ্ডবদের অভিশাপে ভস্ম না হয়ে যাই!" (পাছে)। (২০) শ্যাম রাখি, না কুল রাখি? (দ্বিধা)। (২১) "আমি জানি কি না, ঠাকুরমশাই আমাদের সবসময়ে চোখে দেখতে পায় না।" (নিশ্চয় অর্থে)।

নাই ঃ (১) আমি যাই নাই (অতীত অর্থে)। (২) "রোদনভরা এ বসং সখি কখনো আসে নি বুঝি আগে।" (অতীত অর্থে নাই-এর চলিত রূপ নি)

BANGODARSHAN.COM

(৩) কৃষ্ণ বিনা কিছু নাই এ মহীমণ্ডলে। (বর্তমান কালে নাস্ত্যর্থক অর্থে)। (৪) তিনি নাই-বা গেলেন, তুমি তো যাচ্ছ? (জোর দিবার জন্য)। (৫) শত্রুর প্রতিও অসদ্ব্যবহার করিতে নাই। (নিষেধার্থে)

বা ঃ (১) গজেন বা শশাঙ্ক একজন এলেই হবে (অথবা)। (২) কেউ-বা গান করে, কেউ-বা চান সারে (অনির্দিষ্টতা)। (৩) আপনি যখন বলছেন, হবেও-বা (সংশয়যুক্ত স্বীকারোক্তি)। (৪) এমন অপদার্থ লোক, থাকলেই-বা কি, গেলেই-বা কি? (উপেক্ষা)। (৫) বা, তোমাকে না পড়তে বসতে বললাম? (আপত্তিসূচক)। (৬) আপনিই-বা সে সময়ে ছিলেন কোথায়? (তিরস্কার)। (৭) এমনটা কেনই-বা না হবে? (বিতর্ক)।

যে ঃ (১) যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে (সর্বনাম-রূপে)। (২) যে ছেলে এত বড়ো মিথ্যা বলতে পারে, তাকে বিশ্বাস করা শক্ত (নাম-বিশেষণ)। (৩) রাম বলল যে আজ সে ইস্কুলে যাবে না (সংযোজক-রূপে)। (৪) তুমি যে আসবে বললে, তাই তো অত বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলাম (হেতু)। (৫) ওমা! বৃষ্টি এল যে! মেলায় আর যাওয়া হল না! (বিস্ময়ে)। (৬) বাবা! যে বৃষ্টি! এতে কি আর বাড়ি থেকে বেরনো যায়? (আধিক্য)। (৭) সাদাসিধে দেখে তাঁকে যে-সে লোক ভেবো না (সামান্য)। (৮) এই যে ব্রজদা, আপনাকেই খুঁজছিলাম (অবধারণে)।

যেন ঃ (১) "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।" (প্রার্থনায়)। (২) আহা! মুখ যেন চাঁদ! (তুলনায়)। (৩) অঙ্কটা মন দিয়ে কর, যেন ভুল না হয় (সতর্কীকরণে)। (৪) কে যেন কোথায় কাঁদে! (কল্পনায়)। (৫) টাকাটা যেন টেবিলেই রেখেছিলাম মনে হচ্ছে। (সন্দেহ)। (৬) চুপচাপ বসে আছ, যেন কত ভালো ছেলে (ভান বুঝাইতে)!

আর ঃ (১) রাম আর রহিমকে সঙ্গে নিলেই হবে (এবং)। (২) শুধু নিতাই এলে হবে না, আর কাউকে ডাক (অন্য)। (৩) তুমি থাক আর যাও, আমার কাছে একই ব্যাপার (অথবা)। (৪) এতক্ষণ রইলে, আর মিনিটপাঁচেক দেখে যাও না (আরও)। (৫) লাথির ঢোঁকি কি আর টুসকিতে ওঠে? (কখনও)। (৬) আর বছরে ধানটা ভালোই হয়েছিল (গত)। (৭) আর কবে দেখা হবে কে জানে (আবার)। (৮) ইস্কুলেও পৌঁছেছি আর বৃষ্টিও আরম্ভ হল (সঙ্গে-সঙ্গে)। (৯) তোমাদের রকম-সকম আমার আর জানতে বাকী আছে? (বাক্যালংকার)। (১০) দুখিনীর ধন 'আসি' বলে সেই যে গেল আর ফিরল না (তদবধি)। (১১) "জ্ঞান সদরমহল পর্যন্ত যেতে পারে, আর ভক্তি অন্দরমহলে যায়।" (কিন্তু)।

অনুশীলনী

১। অব্যয়পদ কাহাকে বলে? একটি উদাহরণ দিয়া পদটির অব্যয় নামকরণের সার্থকতা বুঝাইয়া দাও।

২। অব্যয়পদকে প্রধানতঃ কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়? প্রত্যেকটির নাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যেকের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৩। পদান্বয়ী অব্যয় কাহাকে বলে? এইপ্রকার নামকরণের সার্থকতা কী? কারক-বিভক্তির ক্ষেত্রে পদান্বয়ী অব্যয়টির কী নাম পাওয়া যায়, দুইটি উদাহরণদ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৪। সমুচ্চয়ী অব্যয় কাহাকে বলে? এই অব্যয়টিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়? এবং, বরং, অতএব, নতুবা, যদি, পাছে···তাই, তবু, ও, ওরফে, আর, কাজেকাজেই, যেমন···তেমন, কেননা, নইলে, বরং···তথাপি, অথবা, না হয়, যেই না···অমনি—সমুচ্চয়ী অব্যয়রূপে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর, এবং কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিলে বুঝাইয়া দাও।

৫। অনন্বয়ী অব্যয় কাহাকে বলে? কোন্ অর্থে এই শ্রেণীর অব্যয়ের প্রয়োগ হয়, উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৬। সংজ্ঞার্থ বল ও উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাওঃ অনন্বয়ী অব্যয়, ধ্বন্যাত্মক অব্যয়, সংযোজক অব্যয়, ব্যতিরেকাত্মক অব্যয়, নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়, বাক্যালংকার অব্যয়, প্রশ্নবোধক অব্যয়, অব্যয়জাত বিশেষণ, মুদ্রাদোষজাত অব্যয়।

৭। উদাহরণ দাওঃ বিশেষ্যরূপে অব্যয়ের প্রয়োগ, বিশেষণরূপে অব্যয়ের প্রয়োগ, ঘৃণাপ্রকাশে অনন্বয়ী অব্যয়, সূক্ষ্ম অনুভূতি-প্রকাশে অনুকার অব্যয়, সম্বোধনে অনন্বয়ী অব্যয়, ক্রিয়ার বিশেষণরূপে অব্যয়, বিশেষণের বিশেষণরূপে অব্যয়, অব্যয়রূপে সম্বোধনপদ, অনুমোদন-জ্ঞাপক অনন্বয়ী অব্যয়, অব্যয়-রূপে ক্রিয়াপদ, অব্যয়-রূপে বিশেষণপদ।

৮। যে বক্তব্যটি ঠিক, তাহার পাশে টিকচিহ্ন (✓), এবং যেটি ভুল তাহার পাশে ক্রসচিহ্ন (×) দাওঃ

(i) অব্যয়পদ নামপদের অন্তর্গত।
(ii) নামপদে শব্দবিভক্তিযোগে অব্যয়ের সৃষ্টি।
(iii) অনন্বয়ী অব্যয় অনুসর্গের কাজ করে।
(iv) কোনো কোনো অব্যয়কে ক্রিয়াবিশেষণ-রূপেও প্রয়োগ করা যায়।
(v) অব্যয়পদে বিভক্তি যোগ করিলে পদটি অব্যয়ই থাকে।
(vi) সম্বোধনপদ মাঝে মাঝে অনন্বয়ী অব্যয়রূপে প্রযুক্ত হয়।

৯। ফিনফিন, খিলখিল, খলখল, গমগম, ধাঁইধপাধপ, হিড়হিড়, গলগল, ছমছম, ঝমঝম, ঝলমল, কুটুসকাটুস—অনুকার অব্যয়গুলির যথাযথ প্রয়োগ কর।

১০। (ক) তো, না, ই, যেন, আর, কি, বা—প্রত্যেকটির পাঁচটি করিয়া বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখাও।

(খ) নির্দেশমতো বাক্যরচনা করঃ

(i) ওই (বিশেষণ, সর্বনাম, সম্বোধনসূচক অব্যয় ও বিস্ময়সূচক অব্যয়-রূপে)।
(ii) এ (সর্বনাম, বিশেষণ, সম্বোধনসূচক অব্যয়-রূপে)।
(iii) ঝরঝর (বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ-রূপে)।
(iv) আজ (বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, অব্যয়-রূপে)।

১১। 'না' পদটির বিচিত্র পরিচয় নির্দেশ করঃ সে না-কি রাগ করিয়াছিল।

BANGODARSHAN.COM

তাই বলিল, "আমি বেড়াতে যাব না, তুমি যাও না।" আমি বলিলাম, "না বললে ছাড়ছি নাকি?" সে বলিল, "যতই বল না কেন, আমি নাচার।" আমি বলিলাম, "অর্থাৎ কি না খোঁড়া। ন্যাকামি দেখ না।" সামনের মাসে একবারটি এদিকে আসুন না। একাদশী কহিল, "না না, আমাকেই দাও না ঠাকুর, নিজের চোখেই দেখে নিই।" "কী হে ওটা, মাছের কালিয়া না মাংস?" "তাহলে না হয় কাল বলে দেব যে, পারব না আমি।" তারাপদর কত-না সাধের বাঁশি চারুশশী এমনিধারা দুমড়ে দুমড়ে ভাঙল।

১২। বন্ধনীমধ্য হইতে উপযুক্ত শব্দটি বাছিয়া শূন্যস্থান পূর্ণ করঃ

(i) ভয়ে গা····করিতে লাগিল। [চড়চড়/ ছমছম/ গমগম]
(ii) একটা·····কালো বিড়ালবাচ্চা পেয়েছি। [কুচকুচে/ টুকটুকে/ ক্যাটকেটে]
(iii) শীতে সারা গা····করছে। [ঝিলমিল/ চিড়চিড়/ চড়চড়]
(iv) কাজলকালো জল····করছে। [ছলছল/ টলমল/ থইথই]
(v) রাগে সর্বাঙ্গ·····করে উঠল। [চিড়চিড়/ ঝিলমিল/ রিমঝিম]
(vi) অভিমানে চোখদুটো·····করছিল। [ঝলমল/ টলমল/ ছলছল]
(vii) গোলাপটা একেবারে·····লাল। [টকটকে/ কুচকুচে/ মিশমিশে]
(viii) হিংসায় তার বুক·····করছে। [চড়চড়/ চিড়চিড়/ রিরি]
(ix) দুর্বলতায় মাথাটা·····করে উঠল। [রিরি/ ঝিমঝিম/ খাঁখাঁ]
(x) জোছনায় উঠোনটা একেবারে·····করছে। [টুকটুক/ খাঁখাঁ/ ধবধব]

১৩। আয়ত পদগুলি কোন্ শ্রেণীর অব্যয় বলঃ "দেখ চাষাবেশে লুকায়ে জনক বলরাম এল কিনা।" "অঙ্গপরিমল সুগন্ধি চন্দন-কুমকুম-কস্তুরী পারা।" "তাহার সংশয় বাড়িল বই কমিল না।" "দুরাত্মারা এই পদ কামনা করে কিন্তু রাখতে পারে না।" এত উপার্জন করছ অথচ একটা পয়সাও জমাতে পারছ না, ভাববার কথা বটে। পড়াশোনার নাম তো নেইই, তায় ক্লাসের মধ্যে জ্বালিয়ে খায়। ডাকতে গেলে তবে নাকি তিনি আসবেন। এখানে ছিঁচকে চোরের উৎপাত যথেষ্ট, কাজেই সাবধানে থাকবে। "পাছে লোকে কিছু বলে।" "ইচ্ছার যদি চরিতার্থতা চাও, তবে ইচ্ছাকে শাসনে রাখ।" "ঝম্প দিয়া পড়ে কন্যা যেই না নদীর জলে।" বড়োবাবু এলেন বুঝি! "যেমন মা, তেমন মেয়ে হবে তো।" "জাগিল বিজলি যেন নীল নবঘনে।" "অর্ধদগ্ধ মৃগমাংস কার সাথে বসি করিনু ভক্ষণ।" "সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মতো দোলে।" "হে, সুর অসুর নর,·····এসো মিলি করি সবে মাতৃস্তুতিগান।" টাকা! তোমাকে? কক্ষনো না। "ওরে মোর সর্বনাশা দারিদ্র্য অসহ।" ঘেন্নায় মরি মা! ধেৎ, এ আবার একটা অঙ্ক নাকি! রাম কহ, অমন দুর্মুখের বাড়ি দ্বিতীয় বার কেউ যায়? হয় কর, নয় মর। "অরুণ-উদয়ে যেন কমল প্রকাশে।" "যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর।" দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? দ্বিতীয় হুগলী সেতুর পরিকল্পনা অনেকগুলো কিন্তুযদির স্তর অতিক্রম করেছে। "পূজা করে পাই নি তোরে এবার চোখের জলে এলি।" তুমি যদি বুনো ওল আমি তবে বাঘা তেঁতুল। "কিন্তু বার ঘুরে এলেই তো নিজের ঘরের মর্যাদা।" ছবিটা আপনা-আপনি পড়ে গেল। সেদিন যে বড়ো এলেন না! "কাঞ্চন ফেলিয়ে, রে মন, কাচ নিয়ে কাল করছ যাপন।" "মণির

আলো খুব উজ্জ্বল বটে কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল।" "আজকে আমার মনের মাঝে ধিন্‌ধিন্‌পাধপ তবলা বাজে।" "সাত ভাই চম্পা, জাগো রে।" কত অভ্যাস করেছ, তবেই না ঠিক-ঠিক হয়েছে। বাস্তব সত্য আর কাব্য-সত্যে অনেক তফাত। সাহেবের চক্ষু তো স্থির। অনুভূতির কথা কি ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করা যায়? শোভায় আর সংগীতে সারা বারওয়ারিতলাটা গমগম করছে। তুই যে আমার নয়নমণি। আমি বলে ('এদিকে' অর্থে) ভয়ে মরি, তুমি কিনা রঙ্গ করছ। তোয়ালেটা তো হাতের কাছেই রয়েছে। তাঁর কাছে জারিজুরি চলবে না। দাবির সঙ্গে দায়ও হাত ধরে চলে। শরীরটা আজ বেশ ঝরঝরে লাগছে। জোড়াসাঁকোর হরিসভায় তিনি ঠাকুরকে একবার দূর থেকে দেখেওছিলেন। এক ছিলিম তামাক সাজ না। স্বর্গ হতে সুরগণ বর্ষে আশীর্বাদ। "আমার এ হৃদয়দোলায় কে গো দুলিছে!" আপনি যে প্রথম ব্যাচেই বসে পড়লেন। কত না কষ্ট আপনাকে দিয়েছি। একে মা মনসা তায় ধুনোর গন্ধ। উনি না-হয়, আপনিই চলুন। "পেচক দিবান্ধ, আর মানুষ দিব্যান্ধ।" শিল্পী প্রতিমাকে মনের মতন সাজাচ্ছেন। "আশঙ্কা হয় পাছে একদিন আগাছাই ধানের খেতকে চাপা দেয়।" "তোমার মা-মন্ত্র তো সংসারীর কান্না দিয়ে লেখা।"

BANGODARSHAN.COM

একাদশ পরিচ্ছেদ

সমাস

বৃক্ষের ছায়া—পদ দুইটির মধ্যে একটি অর্থ-সম্বন্ধ রহিয়াছে। 'বৃক্ষের ছায়া' না বলিয়া বৃক্ষচ্ছায়া বলিলে শুধু যে সংক্ষেপে বলা হইল তাহা নয়, সুন্দর করিয়াও বলা হইল। বাগ্‌যন্ত্রের সুবিধা ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের আনন্দ একই সঙ্গে বিধান করার এই পথটি ব্যাকরণে সমাস বলিয়া পরিচিত।

১২৯। **সমাস :** সংক্ষেপে সুন্দর করিয়া বলিবার উদ্দেশ্যে পরস্পর অর্থ-সম্বন্ধযুক্ত দুই বা তাহার বেশী পদকে এক পদে পরিণত করার নাম সমাস।

১৩০। **সমস্ত-পদ :** সমাসে একাধিক পদ মিলিত হইয়া যে একটি নূতন পদ গঠন করে তাহাকে সমস্ত-পদ বা সমাস-বদ্ধ পদ বলে। [অবশ্য সমাস-বদ্ধ পদও আসলে শব্দই। বিভক্তিযুক্ত হইয়া বাক্যে স্থানলাভের যোগ্যতা পাইলে তবেই ইহাকে পদ বলা চলে।]

সমস্ত-পদটি একটিমাত্র পদ, তাই পদটিকে একমাত্রায় লেখা চাই-ই। পদটি যেখানে বেশ বড়ো হইবার সম্ভাবনা, সেখানে পদসংযোজক রেখাদ্বারা (হাইফেন) যুক্ত করা উচিত। যেমন—হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ; অমর-দানব-যক্ষ-মানব।

১৩১। **সমস্যমান পদ :** যে-সমস্ত পদের সমন্বয়ে সমস্ত-পদের সৃষ্টি তাহাদের প্রত্যেকটিকে সমস্যমান পদ বলে।

আমাদের প্রদত্ত উদাহরণটিতে বৃক্ষচ্ছায়া হইতেছে সমস্ত-পদ; বৃক্ষের এবং ছায়া এক-একটি সমস্যমান পদ; বৃক্ষের পদটি পূর্বে আছে বলিয়া ইহাকে পূর্বপদ এবং পরে থাকার জন্য ছায়া পদটিকে উত্তরপদ বলে।

বীণা পাণিতে যাঁহার তিনি বীণাপাণি। এখানে 'বীণাপাণি' সমস্ত-পদ, 'বীণা' সমস্যমান পূর্বপদ, 'পাণিতে' সমস্যমান উত্তরপদ, 'যাঁহার তিনি' সমস্যমান সহায়ক অন্য পদ।

বিপরীতক্রমে বৃক্ষচ্ছায়া এবং বীণাপাণি পদকে বুঝাইয়া বলিবার জন্য বিস্তৃত করিয়া যথাক্রমে বৃক্ষের ছায়া এবং বীণা পাণিতে যাঁহার তিনি বলা হয়। সমাস-বদ্ধ পদকে এইভাবে বিস্তৃত করার নাম ব্যাসবাক্য।

১৩২। **ব্যাসবাক্য :** সমস্ত-পদের বিশ্লেষণ করিয়া সমাসের অর্থটি যে বাক্য বা বাক্যাংশের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া দেখানো হয় তাহাকে ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য বা সমাসবাক্য বলে।

'সমাস' শব্দের অর্থ সংক্ষেপ, আর 'ব্যাস' শব্দের অর্থ বিস্তার। মনে রাখিও ব্যাসবাক্যে সমস্যমান পদগুলি বিচ্ছিন্নভাবে থাকে, কিন্তু সমাসে অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে।

পূর্বপদের বিভক্তিলোপ বা বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গের লোপ (কোথাও-বা দুইটিরই লোপ) সমাসের প্রধান লক্ষণ। বিভক্তিলোপের পর সন্ধিসূত্রের আওতায় পড়িলে পূর্বপদের শেষবর্ণের সহিত পরপদের প্রথমবর্ণের সন্ধি হইবে। প্রদত্ত প্রথম উদাহরণে 'বৃক্ষের' পদটির বিভক্তিচিহ্ন 'এর' লোপ পাইবার পর বৃক্ষ ও ছায়া পদ দুইটি সন্ধিবদ্ধ হইয়া বৃক্ষচ্ছায়া হইয়াছে। কিন্তু সন্ধিজাত শব্দটি যদি দুষ্টিকটু হইবার সম্ভাবনা

থাকে, তখন সন্ধি না করিয়া পদসংযোজক চিহ্নদ্বারা পদদ্বয়কে যুক্ত করা হয়। যেমন—শিশুদের জন্য উদ্যান = শিশু-উদ্যান (সন্ধিজাত 'শিশূদ্যান' নয়)।

সন্ধি ও সমাস

বাক্‌সীমিতি অথচ সৌন্দর্যসৃষ্টি—এই দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য সন্ধি ও সমাসের সৃষ্টি। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য এইটুকুই। উভয়ের পার্থক্য কিন্তু বেশ ব্যাপক। (১) সন্ধিতে বর্ণের সঙ্গে বর্ণের মিলন, সমাসে পদের সঙ্গে পদের মিলন। (২) সন্ধিতে প্রত্যেকটি পদেরই অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু একমাত্র দ্বন্দ্ব সমাসেই যা প্রত্যেকটি পদের অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপুরুষ ও কর্মধারয়ে পরপদের অর্থপ্রাধান্য, অব্যয়ীভাবে পূর্বপদের অর্থপ্রাধান্য, বহুব্রীহিতে অনুল্লিখিত অথচ ইঙ্গিতত তৃতীয় একটি পদের অর্থপ্রাধান্য। (৩) সমাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বপদের বিভক্তিচিহ্ন লোপ পায়, সন্ধিতে পূর্বপদের বিভক্তিলোপের প্রশ্নই উঠে না। (৪) সন্ধিতে পদগুলির ক্রম অক্ষুণ্ণ থাকে, সমাসে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পদদ্বয় পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন করে। রাত্রির পূর্ব = পূর্বরাত্র। (৫) সমাসে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি শব্দের স্থানে অন্য শব্দ আসে, সন্ধিতে এ-রকমটি হয় না। অন্য যুগ = যুগান্তর [এখানে 'অন্য' পদের স্থানে 'অন্তর' পদটির আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং নবাগত পদটি স্থান পরিবর্তন করিয়া শেষে বসিয়া সন্ধিবদ্ধ হইয়াছে]।

সংস্কৃতে সমাস প্রধানতঃ চারিপ্রকার—দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব। কর্মধারয় তৎপুরুষের অন্তর্ভূত, এবং দ্বিগু আবার কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভূত। কিন্তু আমরা বাংলা সমাসকে মোটামুটি ছয় প্রকার ধরিয়া লইয়াছি—দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব।

দ্বন্দ্ব

১৩৩। **দ্বন্দ্ব :** যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থ প্রধানভাবে বুঝায় তাহাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্যে সমস্যমান পদগুলি ও, এবং, আর প্রভৃতি সংযোজক অব্যয়দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে।

(ক) **দ্বন্দ্ব সাধারণতঃ বিশেষ্যপদের সমাস**—ভীম ও অর্জুন = ভীমার্জুন ; ভাই আর বোন = ভাইবোন ; ধর্ম ও কর্ম = ধর্মকর্ম (কিন্তু ধর্মমূলক কর্ম = মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) ; দুধ ও ভাত = দুধভাত (কিন্তু দুধমিশ্রিত ভাত = মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) ; আদি ও মধ্য এবং অন্ত = আদিমধ্যান্ত ; মন ও তনু = মনস্তনু ; কায়, মনঃ ও বাক্য = কায়মনোবাক্য ; কোপ, প্রেম আর গর্ব ও সৌভাগ্য = কোপপ্রেমগর্ব-সৌভাগ্য। তদ্রূপ যুগযুগান্তর, বল্লরীপল্লব, দেবতাদনুজ, নিশিদিন, ধান্যদূর্বা, সোনারূপা, অশনবসন, জাতিধর্মবৃত্তিবর্ণ, ক্রিয়াকর্ম, দোলদুর্গোৎসব, সত্য-শিব-সুন্দর, অমর-দানব-যক্ষ-মানব, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, ভয়-বিস্ময়-শ্রদ্ধা-কৌতূহল, হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ, তনুমন, রবিশশী, মন্তরতন্তর, নাড়িভুঁড়ি, কায়দাকানুন, খোলাখুলি।

(খ) **দুইটি বিশেষণপদ বিশেষ্যবৎ ব্যবহৃত হইলে**—সিত ও অসিত = সিতাসিত ; পণ্ডিত ও মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ (বিভিন্ন ব্যক্তি ; একই ব্যক্তিকে বুঝাইলে ব্যাসবাক্য হইবে—পণ্ডিত অথচ মূর্খ—কর্মধারয়) ; শীত ও উষ্ণ—শীতোষ্ণ ; গত এবং

BANGODARSHAN.COM

আয়াত = গতায়াত। তদ্রূপ হিতাহিত, নরমগরম, ন্যায়ান্যায়, কোমলশ্যামল, লালনীল, সরুমোটা, দীনদুঃখী, চেনা-অচেনা, কানাকানী, ঝলসাপোড়া। [কিন্তু **বিশেষণ দুইটি যদি একই বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝায়, তাহা হইলে দ্বন্দ্ব না হইয়া কর্মধারয় হইবে।**]

(গ) দুইটি **সর্বনামেও দ্বন্দ্ব সমাস হয়**—তুমি আর আমি = তুমি-আমি। সেইরূপ যে-সে, যাকে-তাকে, যার-তার ইত্যাদি।

(ঘ) **ক্রিয়ায় ক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব সমাস**—হাসি ও খেলি = হাসি-খেলি। সেইরূপ নাচ-গাও, মারধর, ছুঁয়ে-ধরে, চলো-ফেরো, দেখ-শোন ইত্যাদি।

(ঙ) **দ্বন্দ্ব সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ পদ, অল্পস্বরবিশিষ্ট পদ এবং অপেক্ষাকৃত পূজনীয় ব্যক্তিবাচক পদ পূর্বে বসে।** মাতাপিতা, মা-বাপ, স্ত্রীপুরুষ, রামলক্ষ্মণ, রামসীতা, সৈন্যসামন্ত, ভীষ্মার্জুন, লক্ষ্মীজনার্দন, গুরুশিষ্য, পার্বতীপরমেশ্বর, বামুন-শূদ্র-বৃহৎ-ক্ষুদ্র ইত্যাদি। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে—যজমান-শিষ্য, সীতারাম, কিশোর-কিশোরী, হরগৌরী, পিতামাতা, বাপ-মা, ভাইবোন, বরবধূ।

কিন্তু ছেলেমেয়ে, খোকাখুকু, দেবদেবী, নদনদী, নরনারী, মানবমানবী, বরকনে, দাসদাসী, সখাসখী প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের উপাদান-শব্দগুলির ক্রম অক্ষুণ্ণ থাকে।

(চ) **দুইটি সমার্থক শব্দের মধ্যেও দ্বন্দ্ব সমাস হয়।**—আত্মীয়-স্বজন, জপতপ, সাধনভজন, পোষ্য-পরিজন, দীনদরিদ্র, লোকজন, ব্যবসায়বাণিজ্য, সন্তান-সন্ততি, যুদ্ধবিগ্রহ, কাজকর্ম, দয়ামায়া, ছাইভস্ম, বসবাস, মামলামকদ্দমা, ভয়ডর, খোঁজখবর, পাহাড়-পর্বত, ঠাকুর-দেবতা, ধরপাকড়, জন্তুজানোয়ার, কাঙাল-গরীব, চালাক-চতুর, বলা-কওয়া, ছেলে-ছোকরা, লজ্জাশরম, ফন্দিফিকির, খড়কুটা ইত্যাদি।

(ছ) **প্রায়-সমার্থক শব্দের মধ্যেও দ্বন্দ্ব সমাস হয়।**—গ্রাস ও আচ্ছাদন = গ্রাসাচ্ছাদন ; হাট ও বাজার = হাটবাজার ; পাঁজি ও পুঁথি = পাঁজিপুঁথি। সেইরূপ গীতবাদ্য, দানধ্যান, অন্নজল, ঔষধপত্র, পঠনপাঠন, চাষবাস, ভাত-কাপড়, আদর-অভ্যর্থনা, গানবাজনা, দইসন্দেশ, নামধাম, টাকাপয়সা, ইস্কুল-কলেজ, খালবিল, গল্প-গুজব, মানইজ্জত, বিন্দুবিসর্গ, আদব-কায়দা, হাসিঠাট্টা।

(জ) **বিপরীতার্থক শব্দযোগে দ্বন্দ্ব সমাস**—ধনী ও দরিদ্র = ধনিদরিদ্র ; দিবস ও রজনী = দিবস-রজনী। সেইরূপ বেচাকেনা, বিকিকিনি, জানা-অজানা, লাভ-লোকসান, দেনা-পাওনা, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ছোটোবড়ো, বাঁচামরা, জলস্থল, ক্রয়বিক্রয়, পাপ-পুণ্য, স্বর্গনরক, শীতগ্রীষ্ম, ভালোমন্দ, সন্ধিবিগ্রহ, আয়ব্যয়, রাজাপ্রজা, আদ্যন্ত, আকাশ-পাতাল, চুনকালি, দিনরাত, ভাঙাগড়া, কমবেশী, অল্প-বিস্তর, অগ্রপশ্চাৎ, আগাগোড়া।

দ্বন্দ্ব-সমাসনিষ্পন্ন এই ধরনের **অধিকাংশ শব্দই বিশিষ্টার্থক শব্দের অংশরূপে ব্যবহৃত হয়।** ভরত কৈকেয়ীর ষড়্‌যন্ত্রের **বিন্দুবিসর্গও** জানতেন না। এমন করে বাপমায়ের মুখে **চুনকালি** দেয়? অনেক **কাঠখড়** পুড়িয়ে তবে তাঁকে রাজী করানো গেছে। লেখাপড়া যখন শিখেছে তখন **ভাতকাপড়ের** অভাব হবে না। **ছাইভস্ম** কী সব লিখেছ, বোঝাই যাচ্ছে না। ডুবন্ত লোক **খড়কুটা** ধরিয়াও বাঁচিতে চায়।

(ঝ) **একশেষ দ্বন্দ্ব**— সমস্যমান পদগুলির বহুবচনান্ত একটিমাত্র পদ অবশিষ্ট থাকে। তুমি ও আমি = আমরা ; তুমি, আমি ও সে = আমরা ; তুমি ও সে = তোমরা।

কয়েকটি তৎসম সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার-সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকা উচিত। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে পূর্বপদ ও উত্তরপদ সগোত্র হইলে অথবা পুত্র শব্দ

পরে থাকিলে ঋ-কারান্ত পূর্বপদ আ-কারান্ত হইয়া যায়। মাতা (মাতৃ) ও পিতা = মাতাপিতা ; পিতা (পিতৃ) ও পুত্র = পিতাপুত্র ; সেই হিসাবে পূর্বপদটিকে বিভক্তি-শূন্য অবস্থায় ঋ-কারান্ত করিলে অর্থপার্থক্য ঘটে। পিতামাতা (অর্থ বাপমা—দ্বন্দ্ব) কিন্তু মাতৃপিতা = মাতার পিতা (সম্বন্ধ-তৎ)। সুতরাং "বাপ-মা নাই" এই অর্থে **পিতামাতৃহীন** (পিতামাতার দ্বারা হীন—করণ-তৎ) বা **মাতাপিতৃহীন** (মাতাপিতার দ্বারা হীন—করণ-তৎ) লেখাই শিষ্টরীতি। কিন্তু অনেকেই মাতৃপিতৃহীন লিখিয়া থাকেন। **মাতৃপিতৃহীন** বলিতে **মাতার পিতা** (মাতামহ) **নাই যাহার**, এবং **পিতৃমাতৃহীন** বলিতে **পিতার মাতা** (পিতামহী) **নাই যাহার** বুঝায়—ইহাই ব্যাকরণসম্মত অর্থ। জামাতা ও পুত্র = জামাতাপুত্র [কিন্তু জামাতার পুত্র = জামাতৃপুত্র (সম্বন্ধ-তৎ) ঃ পূর্বপদের বিভক্তির লোপ।]

জায়া ও পতি = জায়াপতি বা দম্পতি (জম্পতি বাংলায় একেবারে অচল)।

অহঃ ও রাত্রি = অহোরাত্র ; অহঃ ও নিশা = **অহর্নিশ** ; রাত্রি ও দিবা = রাত্রিন্দিব ; সেইরূপ দিবারাত্র। বাংলার দিবানিশি কথাটির বহুল প্রয়োগ রহিয়াছে। [কিন্তু রাত্রি অর্থে নিশি অশুদ্ধ প্রয়োগ।]

তৎপুরুষ

১৩৪। তৎপুরুষ সমাস ঃ যে সমাসে পূর্বপদের কর্ম করণ অপাদান ইত্যাদি কারকের বিভক্তিচিহ্ন কিংবা বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গের লোপ হয় এবং পরপদের অর্থটি প্রধানভাবে বুঝায়, তাহাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। এই সমাসের ব্যাসবাক্য গঠন করিবার জন্য পূর্বপদে অর্থানুসারে কর্ম করণ অপাদান অধিকরণ ইত্যাদি কারকের বিভক্তিচিহ্ন অথবা বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গ যোগ করিতে হয়।

তৎপুরুষ সমাসকে ছয়টি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়।—

(১) কর্ম-তৎপুরুষ ঃ পূর্বপদের কর্মকারকের বিভক্তিচিহ্ন 'কে' লোপ পাইলে কর্ম-তৎপুরুষ সমাস হয়। রথকে দেখা = রথদেখা ; দেশকে উদ্ধার = দেশোদ্ধার ; লুচিকে ভাজা = লুচিভাজা ; কলাকে বেচা = কলাবেচা ; লোককে দেখানো = লোক-দেখানো ; তরীকে বাওয়া = তরীবাওয়া ; গাঁটকে কাটা = গাঁটকাটা (কাজটা —মানুষটা নয়) ; ছেলেকে ভুলানো = ছেলেভুলানো (কাজটাই বুঝায়—ছড়া নয় বা লোক নয়)। তেমনি বধূবেরণ, গাড়িচালানো, ঘরমোছা, মালাবদল, বাসনধোয়া ইত্যাদি।

(২) করণ-তৎপুরুষ ঃ পূর্বপদের করণকারকের 'এ' (য়), 'তে' প্রভৃতি বিভক্তিচিহ্ন বা দ্বারা দিয়া কর্তৃক প্রভৃতি অনুসর্গের লোপ হইলে করণ-তৎপুরুষ সমাস হয়। অস্ত্রের দ্বারা আহত = অস্ত্রাহত ; গুরু-কর্তৃক দত্ত = গুরুদত্ত ; তৃষ্ণার দ্বারা ঋত = তৃষ্ণার্ত ; জরায় রাঙা = জরারাঙা ; দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট = দারিদ্র্যক্লিষ্ট ; পরান্নের দ্বারা প্রতিপালিত = পরান্নপ্রতিপালিত ; আশার দ্বারা আহত = আশাহত (আশা কিছুটা মিটিয়াছে) ; আশার দ্বারা হত = আশাহত (আশা আদৌ মিটে নাই) ; পরের দ্বারা ভৃত (পালিত) = পরভৃত ; শস্যে আঢ্য (সমৃদ্ধ) = শস্যাঢ্য ; ঋণ দ্বারা গ্রস্ত = ঋণগ্রস্ত ; শোণিতে লিপ্ত = শোণিতলিপ্ত ; অশ্রুতে ভরা = অশ্রুভরা ; প্রথার দ্বারা বদ্ধ = প্রথাবদ্ধ ; ছাতা দিয়া পেটা = ছাতাপেটা ; গোঁজার দ্বারা মিল = গোঁজামিল ; লক্ষ্মীর দ্বারা ছাড়া = লক্ষ্মীছাড়া ; ট্রেনে করিয়া ভ্রমণ = ট্রেনভ্রমণ। সেইরূপ বিধিবদ্ধ, নারদোক্ত, দ্বিজদত্ত,

BANGODARSHAN.COM

শোকাকুল, কুসুমাকীর্ণ, সর্বজননিন্দিত, নিপাতনসিদ্ধ, শর্তকণ্টকিত, বায়ুপূর্ণ, ছায়ান্বিগ্ধ, মায়াবদ্ধ, অগ্নিশুদ্ধা, ঘটনাবহুল, বাগদত্তা, অর্থসাহায্য, সর্পদষ্ট, জরাজীর্ণ, দুগ্ধপোষ্য, দুগ্ধধৌত, রোগগ্রস্ত, রসপুষ্ট, বিদ্যুদ্‌মিশ্রিত, শস্যশ্যামল, ভিক্ষালব্ধ, ধনাঢ্য, বর্ণাঢ্য, স্নেহশীতল, মলয়জস্নিগ্ধ প্রীতিবিকশিত, লিপিবদ্ধ, মন্ত্রপূত, বেদনার্ত, শোকার্ত, ভক্তিবিগলিত, রৌদ্রতপ্ত, কীটদষ্ট, যন্ত্রচালিত, স্নানসিক্ত, বন্যাবিধ্বস্ত, চন্দন-চর্চিত, শিশিরসিক্ত, ছায়াবৃতা, মায়াচ্ছন্ন, যৌবনদীপ্ত, সুরসিদ্ধ, যুগজীর্ণ, রোগাক্রান্ত, ধীশক্তিসম্পন্ন, প্রলয়ঝটিকা-মুখর, দানব-অমর-যক্ষ-বানরঘূর্ণিত, কৌতুক-প্রফুল্ল, উদয়রবি-রশ্মি-সমুজ্জ্বল, পারাবত-কাকলিসঙ্কুল, ছায়াঘেরা, কিস্তিবন্দি, পাতাছাওয়া, ঢেঁকিছাঁটা, বাদুড়চোষা, সোনামোড়া, জাঁতাভাঙ্গা, পাথরচাপা দর্শকঠাসা, মধুমাখা ইত্যাদি।

(৩) সম্প্রদান-তৎপুরুষ ঃ পূর্বপদের সম্প্রদানকারকের 'কে' বিভক্তিচিহ্নটি লোপ পাইলে সম্প্রদান-তৎপুরুষ হয়। দেবকে দত্ত = **দেবদত্ত** ; দেবতাকে নিবেদিত = দেবতানিবেদিত।

(৪) অপাদান-তৎপুরুষ ঃ পূর্বপদের অপাদানকারকের 'এ' 'তে' ইত্যাদি বিভক্তিচিহ্ন কিংবা হইতে চেয়ে থেকে প্রভৃতি অনুসর্গের লোপ হইলে অপাদান-তৎপুরুষ হয়। ঐশ্বর্য হইতে ভ্রষ্ট = ঐশ্বর্যভ্রষ্ট ; স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত = স্বাধিকার-বঞ্চিত ; বাম হইতে ইতর = বামেতর ; শতমুক্তা হইতে অধিক = শতমুক্তাধিক ; শিখর-তুষার হইতে নিঃসৃত = শিখরতুষারনিঃসৃত ; পারী (সমুদ্র) হইতে জাত = পারিজাত ; স্নাতক হইতে উত্তর = স্নাতকোত্তর ; অশীতি হইতে পর = অশীতিপর ; পাঠ হইতে বিরত = পাঠবিরত ; আহারে নীরত = আহারনীরত ; ব্যক্তি হইতে নিরপেক্ষ = ব্যক্তিনিরপেক্ষ ; মায়া হইতে মুক্ত = মায়ামুক্ত ; জন্ম হইতে স্বাধীন = জন্মস্বাধীন ; দূর হইতে আগত = দূরাগত ; পাঠশালা হইতে পলায়ন = পাঠশালা-পলায়ন ; মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ = মৃত্যুত্তীর্ণ ; বৃন্ত হইতে চ্যুত = বৃন্তচ্যুত ; দুগ্ধ হইতে জাত = দুগ্ধজাত ; দত্ত-বংশ হইতে জাত = দত্তজা ; জল হইতে আতঙ্ক = জলাতঙ্ক ; রাজা হইতে ভয় = রাজভয় ; বিলাত হইতে ফেরত = বিলাতফেরত ; জেল হইতে খালাস = জেলখালাস। সেইরূপ পদচ্যুত, শ্রীভ্রষ্ট, লোকভয়, মৃত্যুভয়, স্বর্গচ্যুত, জন্মান্ধ, বিদেশাগত, ঋণমুক্ত, ব্রাহ্মণেতর, মেঘমুক্তি, যূথভ্রষ্ট, আহারক্ষান্ত, বর্ষণক্ষান্ত, বীণানিঃসৃত, বিপন্মুক্তি, বন্যাত্রাণ, দল-ছাড়া, দেশছাড়া, সৃষ্টিছাড়া, ইস্কুলফেরতা, খাপখোলা, হারছেঁড়া, চাকভাঙা, থলিঝাড়া ইত্যাদি।

(৫) অধিকরণ-তৎপুরুষ ঃ পূর্বপদের অধিকরণকারকের 'এ' (য়), 'এতে' প্রভৃতি বিভক্তিচিহ্নের লোপ হইলে অধিকরণ-তৎপুরুষ হয়। ধূলিতে লুণ্ঠিতা = ধূলিলুণ্ঠিতা ; সভায় আসীন = সভাসীন ; অগ্রে গণ্য = অগ্রগণ্য ; গঙ্গায় স্নান = গঙ্গাস্নান ; স্বার্থে পর (আসক্ত) = স্বার্থপর ; অন্তরে স্থিত = অন্তরস্থিত ; গ্রীষ্মে কৃশ = গ্রীষ্মকৃশ ; পদে আনত = পদানত ; বিদ্যায় উৎসাহী = বিদ্যোৎসাহী ; ধ্যানে লীন = ধ্যানলীন ; সংসারে বিরাগী = সংসারবিরাগী ; শ্রমে কুণ্ঠ = শ্রমকুণ্ঠ ; ছায়ায় সুপ্ত = ছায়াসুপ্ত ; প্রাতে ভ্রমণ = প্রাতর্ভ্রমণ ; নরগণে প্রীতি = নরপ্রীতি ; ক্ষমায় সুন্দর = ক্ষমাসুন্দর ; মৃৎ-এ প্রোথিত = মৃৎ-প্রোথিত ; সর্বাঙ্গে সুন্দরী = সর্বাঙ্গসুন্দরী ; মাতার প্রতি ভক্তি = মাতৃভক্তি ; গৃহে প্রবেশ = গৃহপ্রবেশ ; তর্কে পটু = তর্কপটু ; মর্মে আহত = মর্মাহত ; আহারে নিরত (ব্যাপৃত) = আহারনিরত ; গৃহে আগত = গৃহাগত ; পাঠে অনুরাগী =

পাঠানুরাগী ; বিশ্বে বিশ্রুত = বিশ্ববিশ্রুত ; শয্যায় শায়ী = শয্যাশায়ী ; বনে বাস = বনবাস ; বনে গমন = বনগমন ; ক্ষমতায় আসীন = ক্ষমতাসীন ; শীর্ষে স্থিত = শীর্ষস্থিত ; কণ্ঠে আগত = কণ্ঠাগত ; কারায় অবরুদ্ধ = কারাবরুদ্ধ ; একে নিষ্ঠা = একনিষ্ঠা (কিন্তু একে নিষ্ঠা যাহার = একনিষ্ঠ—**বহুব্রীহি**, স্ত্রী = একনিষ্ঠা) ; রোদনে প্রবণতা = রোদনপ্রবণতা ; সর্ববিদ্যায় বিশারদ = সর্ববিদ্যা-বিশারদ ; গীতায় উক্ত = গীতোক্ত ; নীরে মজ্জন = নীরমজ্জন ; দ্বিজগণের মধ্যে সুলভ = দ্বিজসুলভ ; দাঁতে কপাটি (রুদ্ধ কপাটের মতো অবস্থা) = দাঁতকপাটি ; মনে মরা = মনমরা ; রাতে কানা = রাতকানা ; বাটায় ভরা = বাটাভরা ; গলাতে ধাক্কা = গলাধাক্কা । সেইরূপ সিংহাসনাসীন, গৃহবাস, শীলবৃদ্ধ, বক্ষলীন, কর্মব্যস্ত, বচনবাগীশ, রণবীর, বিশ্ববিখ্যাত, তীর্থাগত, মনোরুদ্ধ, ভ্রাতৃস্নেহ, রূপানুরাগ, সাহিত্যপ্রীতি, অকালপক্ক, ধ্যানসমাহিত, শিরঃস্থিত, যোগরত, ওষ্ঠাগত, ধরাশায়ী, ক্রীড়ামত্ত, শিল্পনৈপুণ্য, যৌবনযোগিনী, কর্মকুশল, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, আকাশ-ভ্রমণ, হাড়বজ্জাত, গাছপাকা, কোণঠাসা, দিনকানা, কোলকুঁজো, ঘরপাতা (দই), তালকানা, পাড়াবেড়ানো, লিপ্টভূত ইত্যাদি ।

কয়েকটি ক্ষেত্রে অধিকরণ-তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের পরনিপাত হয় । পূর্বে দৃষ্ট = দৃষ্টপূর্ব ; পূর্বে শ্রুত = শ্রুতপূর্ব । সেইরূপ ভূতপূর্ব ।

অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইলেও অধিকরণ-তৎপুরুষ হয় । কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ = কবিশ্রেষ্ঠ ; কবিদের মধ্যে ঈশ = কবীশ ; পুরুষের মধ্যে উত্তম = পুরুষোত্তম ; সরস্-এর মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ) = সরোবর ; বিশ্বের মধ্যে বখাটে = বিশ্ব-বখাটে । সেইরূপ কবিসম্রাট্, পুরুষশ্রেষ্ঠ, নরাধম, নরোত্তম ।

এইবার **অ-কারক বা উপকারক-তৎপুরুষ** । পূর্বপদের অ-কারক বা উপকারক-পদটির লোপ হইলে অ-কারক-তৎপুরুষ সমাস হয় । কয়েক প্রকার অ-কারক-তৎপুরুষের উদাহরণ দেখ ।—

(ক) **গত, প্রাপ্ত, আপন্ন, আশ্রিত, আরূঢ়, অতীত প্রভৃতি শব্দযোগে পূর্বপদের 'কে' বিভক্তিচিহ্নের লোপ হয়** । ব্যক্তিকে গত = ব্যক্তিগত ; যৌবনকে প্রাপ্ত = যৌবনপ্রাপ্ত ; বিস্ময়কে আপন্ন = বিস্ময়াপন্ন ; দেবকে আশ্রিত = দেবাশ্রিত ; সংখ্যাকে অতীত = সংখ্যাতীত ; গৃহকে প্রবিষ্ট = গৃহপ্রবিষ্ট ; অশ্বে আরূঢ় = অশ্বারূঢ় ; বুদ্ধিকে প্রাপ্ত = বুদ্ধিপ্রাপ্ত । সেইরূপ যুগাতীত, শরণাগত, দিনগত, স্বর্গপ্রাপ্ত, সাহায্যপ্রাপ্ত, রথারূঢ়, চরণাশ্রিত, স্মরণাতীত, সঙ্কটাপন্ন, শিক্ষাসংক্রান্ত, বিপদাপন্ন, মজ্জাগত, শয্যাগত, পথিগত, বয়ঃপ্রাপ্ত, মরণাপন্ন ইত্যাদি ।

(খ) **পূর্বপদের ব্যাপ্ত্যর্থক শব্দটির লোপে**—চির (দীর্ঘ) কাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী ; নিত্যকাল ব্যাপিয়া আনন্দ = নিত্যানন্দ ; বিশ্ব ব্যাপিয়া যুদ্ধ = বিশ্বযুদ্ধ ; পক্ষ ব্যাপিয়া অশৌচ = পক্ষাশৌচ ; ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী । সেইরূপ চিরস্থায়ী, চিরযুবা, চিরশত্রু, মাসাশৌচ, চিররুগ্ণ, চিরসুন্দর ।

(গ) **ক্রিয়াবিশেষণবাচক পূর্বপদটির 'ভাবে', 'রূপে' অংশটির লোপে**—অর্ধভাবে উন্মীলিত = অর্ধোন্মীলিত ; দৃঢ়ভাবে বদ্ধ = দৃঢ়বদ্ধ ; নিম (অর্ধ) রূপে রাঙ্গা = নিমরাঙ্গা ; আধাভাবে মরা = আধমরা । সেইরূপ অর্ধমৃত, অর্ধস্ফুট, ঘনসন্নিবিষ্ট, আধপাকা ।

BANGODARSHAN.COM

(ঘ) **হীন রহিত শূন্য ঊন প্রভৃতি অভাবার্থক ও যুক্ত অন্বিত বিশিষ্ট প্রভৃতি যুক্তার্থক শব্দযোগে পূর্বপদের বিভক্তিচিহ্ন ও দ্বারা অনুসর্গের লোপে**—জ্ঞানের দ্বারা হীন = জ্ঞানহীন ; জনের দ্বারা শূন্য = জনশূন্য ; পিতার দ্বারা হীন = পিতৃহীন ; শোভার দ্বারা অন্বিত = শোভান্বিত ; পিতামাতার দ্বারা হীন = পিতামাতৃহীন ; শ্রীর দ্বারা যুক্ত = শ্রীযুক্ত ; বলের দ্বারা হীন = বলহীন (কিন্তু হীন হইয়াছে বল যাহার = **হীনবল—বহুব্রীহি**) ; এক দ্বারা ঊন = একোন ; ছটাকের দ্বারা কম = ছটাকে-কম । সেইরূপ বিদ্যাহীন, অঙ্গহীন, শ্রীহীন, সদ্যোমাতৃহীন, রবিশশিহীন, যুক্তিযুক্ত, মায়াযুক্ত, মহিমান্বিত, গুণসম্পন্ন, নীলচন্দ্রাতপমণ্ডিত, প্রতাপান্বিত, আদিমধ্যান্তশূন্য, নজিরহীন, লেজবিশিষ্ট ।

(ঙ) **নিমিত্ত, উদ্দেশ্য, উদ্দেশ, জন্য প্রভৃতি নিমিত্তবাচক অংশগুলি যখন পূর্বপদে লোপ পায় তখন নিমিত্ত-তৎপুরুষ সমাস হয়** । স্বদেশের জন্য প্রেম = স্বদেশপ্রেম ; শিশুদের জন্য সাহিত্য = শিশুসাহিত্য ; জপের জন্য মালা = জপমালা ; জলের জন্য কর = জলকর ; ছাত্রদের জন্য আবাস = ছাত্রাবাস ; শিক্ষার জন্য আয়তন = শিক্ষায়তন ; উন্নতির জন্য বিধান = উন্নতিবিধান ; তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা = তীর্থযাত্রা ; মেয়েদের জন্য স্কুল = মেয়েস্কুল ; ধানের জন্য জমি = ধানজমি ; শয়নের জন্য ঘর = শয়নঘর ; মালের জন্য গুদাম = মালগুদাম ; ডাকের নিমিত্ত মাশুল = ডাকমাশুল । সেইরূপ অনাথ-আশ্রম, লোকহিত, শিশুবিভাগ, রক্ষাকবচ, তপোবন, বিশ্রামকক্ষ, সত্যাগ্রহ, জীয়নকাঠি, ঘরপাগল, মড়াকান্না, বিয়েপাগল, রান্নাঘর, মাপকাঠি, সাজনঘর ।

(চ) **সম্বন্ধ-তৎপুরুষ : পূর্বপদের সম্বন্ধের বিভক্তিচিহ্ন 'র' (এর), 'দের' প্রভৃতি লোপ পাইলে সম্বন্ধ-তৎপুরুষ সমাস হয়** । জগতের জন = জগজ্জন (ৎ লোপ করিয়া 'জগজন' করাও চলে) ; দেবের অনীকিনী = দেব-অনীকিনী ; বিমাতার নন্দন = বিমাতৃনন্দন ; রাজার ধানী (আবাসস্থল) = রাজধানী ; যশের লিপ্সা = যশোলিপ্সা ; সুধার আকর = সুধাকর ; ঘনের (মেঘ) ঘটা = ঘনঘটা ; কালীর পদ = কালীপদ ; শ্রীর ঈশ = শ্রীশ ; কমলার ঈশ = কমলেশ (নারায়ণ) ; বহ্নির ভোজ্য = বহ্নিভোজ্য ; বিদ্যুতের দীপ্তি = বিদ্যুদ্দীপ্তি ; মহতের প্রাণ = মহৎপ্রাণ (কিন্তু মহান্ প্রাণ যাঁহার = **মহাপ্রাণ—বহুব্রীহি**) ; স্ব-র অধীন = স্বাধীন ; মহতের ধন = মহদ্ধন (কিন্তু মহৎ যে ধন = **মহাধন—কর্মধারয়**) ; ব্রাহ্মণের ভোজন = ব্রাহ্মণভোজন (কর্তৃসম্বন্ধ বলিয়াই সম্বন্ধ-তৎপুরুষ) ; আঁখির লোর = আঁখিলোর ; গুণীর সমাজ = গুণিসমাজ (বানানটি লক্ষ্য কর) ; পণ্ডিতগণের মহল = পণ্ডিতমহল ; বিদ্বানের সভা = বিদ্বৎসভা ; গল্পের গুচ্ছ = গল্পগুচ্ছ ; বীরের পূজা = বীরপূজা (কর্ম-সম্বন্ধ) ; মা'র (লক্ষ্মীর) ধব (স্বামী) = মাধব ; বুধের (পণ্ডিতগণের) মণ্ডলী = বুধমণ্ডলী ; পরীক্ষার অর্থী = পরীক্ষার্থী ; ভ্রাতার দ্বয় = ভ্রাতৃদ্বয় ; বসন্তের সখা = বসন্তসখ (কোকিল) [কিন্তু বসন্ত সখা যাহার = **বসন্তসখা** (মদন)—**বহুব্রীহি**] ; উদয়রবির রশ্মি = উদয়রবিরশ্মি ; ক্রিয়াকর্মের উপলক্ষ = ক্রিয়াকর্মোপলক্ষ ; ধনির গৃহ = ধনিগৃহ ; স্বামীর সন্দর্শন = স্বামিসন্দর্শন ; পিতার মাতা = পিতৃমাতা ; মাতার মূর্তি = মাতৃমূর্তি ; যুবার সংঘ = যুবসংঘ ; তপের বল = তপোবল ; মধুকের মালা = মধুকমালা ; নরকুলের ধন = নরকুলধন ; মানিকের গুচ্ছ = মানিকগুচ্ছ । সেইরূপ স্বক্ষেত্র, বন্ধুদ্বয়, বিষজ্বালা, দিগন্ত, পৌরসভা, গঙ্গাধর, বিদ্বৎসমাজ, মাতৃভাষা, রাধাবল্লভ, নীরাকার, কলিঙ্গরাজ,

মহদাশয়, পাঠচক্র, অর্থগৌরব, চন্দ্রোদয়, বিশ্বভারতী, দেশনেতা, রজনীশ, গিরীশ, বনফুল, অনিলসখ, কমলেশ (সূর্য), রাধেশ, ঋকেশ, মৃত্যুপথযাত্রী, পুত্রচতুষ্টয়, মন্ত্রিসভা, বিশ্বনাথ, বিশ্বামিত্র, ইষ্টদর্শন, ব্রাহ্মণপাড়া শ্বশুরবাড়ি, ধানক্ষেত, ফুলবাগান, রথতলা, ভোটদাতা, জাহাজঘাটা, ঠাকুরপো ইত্যাদি।

'শ্রেষ্ঠ' অর্থে 'রাজা'-পদটি ব্যাসবাক্যের শেষের দিকে বসে। পথের রাজা=রাজপথ (রাজার নির্মিত পথ=**রাজপথ—মধ্যপদলোপী কর্মধারয়** করা খুবই সংগত নয়; কেননা, রাজার নির্মিত সকল পথই তো আর রাজপথ নয়); হংসের রাজা=রাজহংস; তরুদিগের রাজা=রাজতরু (কর্ণিকার বৃক্ষ); মিস্ত্রীদের রাজা=রাজমিস্ত্রী। সেইরূপ রাজযক্ষ্মা, রাজরোগ, রাজসর্প, রাজসর্ষপ ইত্যাদি।

'দাস' শব্দ পরে থাকিলে কালী দেবী চণ্ডী ষষ্ঠী প্রভৃতি স্ত্রীবাচক শব্দের অন্ত্য ঈ-কার ই-কার হয় ("ঙাপোঃ সংজ্ঞাছন্দসোর্বহুলম্" সূত্রানুযায়ী): কালীর দাস=কালিদাস; দেবীর দাস=দেবিদাস। সেইরূপ ষষ্ঠিদাস, চণ্ডিদাস (কিন্তু বিকল্পে চণ্ডীদাসও হয় এবং চণ্ডিদাস অপেক্ষা চণ্ডীদাস রূপটিই বেশী প্রচলিত)।

শিশু, শাবক, দুগ্ধ, ডিম্ব প্রভৃতি শব্দ পরপদ হইলে কয়েকটি জাতিবাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের স্থানে পুংলিঙ্গ হয়। মৃগীর শিশু=মৃগশিশু; হস্তিনীর শাবক=হস্তিশাবক; হংসীর ডিম্ব=হংসডিম্ব; ছাগীর দুগ্ধ=ছাগদুগ্ধ। সেইরূপ শার্দূলশাবক, মেষশিশু, পক্ষিশাবক।

কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্বন্ধপদের বিভক্তিযুক্ত পদটি শেষে বসে: রাত্রির মধ্য=মধ্যরাত্র; রাত্রির পূর্ব (প্রথমাংশ)=পূর্বরাত্র [কিন্তু পূর্বা যে রাত্রি=পূর্বরাত্রি (গতরাত্রি)—**কর্মধারয়**]; 'অহ'র (দিনের) পূর্ব (প্রথমাংশ)=পূর্বাহ্ণ (ণত্ব-বিধি লক্ষ্য কর); 'অহ'-র মধ্য=মধ্যাহ্ন; 'অহ'-র অপর (শেষাংশ)=অপরাহ্ণ (ণত্ব-বিধি); 'অহ'-র সায় (সমাপ্তি)=সায়াহ্ন; দরিয়ার মাঝ=মাঝদরিয়া। সেইরূপ প্রাহ্ণ, মাঝপথ ইত্যাদি। "আসনে বসে ধ্যাননিরত হয়ে পূর্বরাত্র কাটিয়ে দিল শুকদেব।" ভারতে যখন বেলা বারোটা ওআশিংটনে তখন পূর্বরাত্রি একটা ত্রিশ মিনিট।

বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখাইতে, তুল্য সম সদৃশ পারা ইত্যাদি সাদৃশ্যবাচক শব্দ কিংবা গণ কুল সমূহ রাজি প্রভৃতি বহুত্ববোধক শব্দের প্রয়োগেও সম্বন্ধ-তৎপুরুষ সমাস হয়। বীরগণের অগ্রণ্য=বীরাগ্রণ্য; ধনীর গণ=ধনিগণ; পিতার তুল্য=পিতৃতুল্য; নরের উত্তম=নরোত্তম; অমৃতের সমান=অমৃতসমান; কবীশদের দল=কবীশদল; তোমার সদৃশ=ত্বৎসদৃশ; তাহার তুল্য=তৎতুল্য; যোগিনীর পারা (মতো)=যোগিনীপারা। সেইরূপ দ্বিজশ্রেষ্ঠ, রত্নরাজি, যমসম, দেবতুল্য, মেঘমালা, গুণিগণ, শিশুগণ, রাজগণ, মহাত্মগণ, কবিকুল ইত্যাদি।

একই পদ নির্ধারণে সম্বন্ধ-তৎপুরুষ হয়, আবার অধিকরণ-তৎপুরুষও হয়; কিন্তু ব্যাসবাক্যের ভঙ্গিমাটি পৃথক্। কবিশ্রেষ্ঠ=কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (অধিকরণ-তৎপুরুষ); কিন্তু কবিদের শ্রেষ্ঠ (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)।

আরও দুইপ্রকার তৎপুরুষ আছে—**উপপদ তৎপুরুষ ও নঞ্-তৎপুরুষ।**

উপপদ তৎপুরুষ

উপপদ কাহাকে বলে, আগে জানা দরকার।

BANGODARSHAN.COM

১৩৫। উপপদ: যে-সকল পদের পরস্থিত ধাতুর উত্তর বিশেষ বিশেষ কৃৎ-প্রত্যয় হয়, সেইসকল পদকে উপপদ বলে।

পঙ্কে জন্মে যাহা=পঙ্কজ। "পঙ্কজ" কথাটি বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়: পঙ্ক-√জন্+ড। এখানে 'পঙ্ক' নামপদটির পরস্থিত জন্ ধাতুর উত্তর ড কৃৎ-প্রত্যয়টি যুক্ত হইয়াছে। এইজন্য পঙ্ক পদটিকে উপপদ বলে। মনে রাখিও **উপপদটি ধাতুর পূর্বে বসে।** আর, √জন্+ড=জ। এই "জ" পদটিকে **কৃদন্ত পদ** বলে। কৃৎ-প্রত্যয় অন্তে আছে বলিয়াই নাম কৃদন্ত। সুতরাং কৃদন্ত পদের পূর্ববর্তী পদটিই উপপদ। এইবার উপপদ তৎপুরুষের সংজ্ঞার্থটি সহজেই নির্দেশ করিতে পারি।—

১৩৬। উপপদ তৎপুরুষ: উপপদের সহিত কৃদন্ত পদের যে সমাস, তাহাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। এই সমাসে উপপদের বিভক্তি লোপ পায় এবং কৃদন্ত পদের অর্থটিই প্রাধান্য পায়। আমাদের উদাহরণটিতে "পঙ্ক" উপপদের সহিত "জ" কৃদন্ত পদের সমাস হওয়ায় "পঙ্কজ" সমস্ত-পদটির সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাসবাক্যে "পঙ্ক" উপপদে অধিকরণের "এ" বিভক্তি ছিল, সমাসে তাহার লোপ হইয়াছে। সমাসে "জন্মে যাহা" অর্থে "জ" কৃদন্ত পদটিরই অর্থ প্রাধান্য পাইতেছে। রমণ, মোহন, রঞ্জন, কর, ধর, ধারী, চর প্রভৃতি উল্লেখ্য কৃদন্ত পদ।

উপপদ তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্য বলিবার সময় কৃদন্ত পদটিকে ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করিতে হয়—সমাসের উত্তরপদ হিসাবে ইহার পৃথক্ সত্তা আর থাকে না। কৃদন্ত পদটিকে ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করিতে হইলে পূর্বপদটির সহিত ইহা কর্ম, করণ, অপাদান বা অধিকরণ কারক-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। গৃহে থাকে যে=গৃহস্থ; মধু করে যে=মধুকর; বসু (ধন) ধরে যে=বসুন্ধরা; গণিত জানেন যিনি=গণিতজ্ঞ; গুপ্তভাবে চরে যে=গুপ্তচর; সার দেন যে দেবী=সারদা; সন্দেশ (সংবাদ) বহন করে যে=সন্দেশবহ; নৃ (নরগণকে) পালন করেন যিনি=নৃপ; সহ (সঙ্গে-সঙ্গে) জন্মে যাহা=সহজ; সুযোগের সন্ধান করে যে=সুযোগসন্ধানী; অগ্রে জন্মে যে=অগ্রজ; রস জানেন যিনি=রসজ্ঞ; এক দেশ (অংশ) দেখে যে=একদেশদর্শী; সর্বত্র গমন করে যে=সর্বত্রগামী; মনকে মোহিত করে যে=মনোমোহী (স্ত্রীলিঙ্গে—মনোমোহিনী); গো পালন করে যে=গোপ; সূত্র ধারণ করেন যিনি=সূত্রধার; কৌপীন ধারণ করে যে=কৌপীনধারী; একান্নে বর্তন করে যে=একান্নবর্তী; মৃৎ (মৃত্তিকা) ভেদ করে যে=মৃদ্ভেদী; অণ্ড হইতে জন্মে যে=অণ্ডজ; জলে চরে যে=জলচর; শাস্ত্র জানেন যিনি=শাস্ত্রজ্ঞ; নীর দান করে যে=নীরদ [কিন্তু নিঃ (নাই) রদ (দন্ত) যাহার=**নীরদ—বহুব্রীহি**]; মুখে থাকে যে=মুখস্থ; নিশা করে যে=নিশাকর; পাদদ্বারা পান করে যে=পাদপ; বর দান করেন যিনি=বরদ (স্ত্রীলিঙ্গে—বরদা); নানা চিহ্ন ধারণ করে যে=নানাচিহ্নধারী; পয়ঃ ধারণ করে যে=পয়োধর [কিন্তু গঙ্গাধর, বংশীধর, বংশধর ইত্যাদি **সম্বন্ধ-তৎ**; ব্যাসবাক্য হইবে—গঙ্গার ধর (ধারক), বংশীর ধর ইত্যাদি]; নভঃ (আকাশে) চরে যে=নভশ্চর; পত্রে পত্রে চরে যে=পত্রচর; দ্বি (দুইয়ের দ্বারা) পান করে যে=দ্বিপ (হস্তী); ত্রি (তিন) পথে গমন করে যে=ত্রিপথগ (স্ত্রীলিঙ্গে—ত্রিপথগা); পুরে বাস করে যে নারী=পুরবাসিনী; মিথ্যা বলে যে=মিথ্যাবাদী; বিহায়সে (আকাশে) গমন করে যে=বিহগ (নিপাতনে); শত্রুকে বধ করে যে=শত্রুঘ্ন; বিশ্ব

জয় করিয়াছে যে=বিশ্বজিৎ ; মাতাকে হত্যা করিয়াছে যে=মাতৃঘাতী ; রুচি করে যে =রুচিকর ; আত্মা হইতে জন্মে যে=আত্মজ ; সব্য (বাম)-দ্বারা সচন (কার্য) করেন যিনি=সব্যসাচী ; মলয়ে জন্মে যে=মলয়জ ; গিরিতে শয়ন করেন যিনি=গিরিশ (মহাদেব) [কিন্তু গিরির ঈশ=গিরীশ (হিমালয়)—সম্বন্ধ-তৎ] ; পার (সীমা) দর্শন করে যে=পারদর্শী ; ভূমিতে থাকে যে=ভূমিষ্ঠ ; সর্বনাশ করে যে=সর্বনাশা ; পাস করিয়াছে যে=পাসকরা [কিন্তু পাস করা হইয়াছে যাহার দ্বারা (ব্যক্তি) বা পাস করা যায় যাহার দ্বারা (বুদ্ধি)—বহুব্রীহি] ; বর্ণ চুরি করে যে=বর্ণচোরা (আম) ; বোল ধরিয়াছে যে=বোলধরা (পাখি) ; বাস্তু হারাইয়াছে যে=বাস্তুহারা ; বালককে ভুলায় যে=বালকভুলানো ; মন লুব্ধ করে যে=মনোলোভা ; ডাণ্ডা পিটিয়া থাকে যে =ডাণ্ডাপিটিয়া > ডাণ্ডাপিটে ; পুঁথি পড়ে যে=পুঁথিপড়ো ; কাঠে ঠোকরায় যে=কাঠ-ঠোকরা ; একঘরে বাস করে যে=একঘরিয়া > একঘরে ; দুনিয়া জুড়ে থাকে যে= দুনিয়াজোড়া (যশ) ; কুল মজায় যে নারী=কুলমজানী ; লুচি ভাজে যে=লুচিভাজা (বামুন), [কিন্তু লুচি ভাজে যাহাতে=লুচিভাজা (কড়াই অথবা ঘি)—বহুব্রীহি ; লুচিকে ভাজা=লুচিভাজা—কর্ম-তৎ]। সেইরূপ দিবাকর, কুম্ভকার, ইন্দ্রজিৎ, মদ্যপ, অনুজ, অগ্রজ, মৃত্যুঞ্জয়, ভুজঙ্গ, চমকপ্রদ, সর্বশব্দগ্রাহী, সর্ব-উপদ্রবসহা, শোলোকবলা, আলোকরা, অর্থবহ, তাপসহ, সুখপ্রদ, শশধর, সরোজ, মনোজ, হৃদয়-গ্রাহী, মর্মদাহী, ধারাধর, হৃদয়হরণ, সর্বগ্রাসী দনুজ, সত্যবাদী, মাতৃহারা, মৃত্যুজিৎ, হাস্যাবহ, পার্শ্বচর, মিতভাষী, স্তন্যপায়ী, অরিন্দম, সর্বংসহা, ভূচর, জাদুকর, মালাকার, মুখরোচক, দিগ্‌বিজয়ী, সূত্রধর, অভ্রভেদী, নভোলোভী, গগনচুম্বী, নভশ্চারী, বিমানবিধ্বংসী, শ্রুতিধর, অম্ভোজ, চিত্তাকর্ষক, নিশাচর, ভুবনমোহন, ক্লেশহর, শুভবহা, অম্ভোদ (মেঘ), পথিকৃৎ, হিতকর, ভবঘুরে, ধাননাচানো, সবজান্তা, গলাকাটা (দোকানী), পকেটমার, ধামাধরা, পা-চাটা, সর্বহারা, নিদহারা, হাড়ভাঙা, মাছিমারা (কেরানী), ভাতখেকো, ঘরভাঙা, কর্তাভজা, পাড়াবেড়ানী, ঘরজ্বালানী, সাঁঝঘুমানী, ঘুমভাঙানে, কাঠকুড়ুনী, কানভাঙানী, কপালজোড়া, আঁধারভাঙা, তল্পিবহা, মনচোরা, ঘরছাড়া, চুলচেরা, কর্মনাশা, মানুষছাঁকা (রাজা), ছাপোষা, মিছ-কহনিয়া, দুখ-জাগানিয়া, ভুবনভোলানো, বউলধরা (গাছ), দিশাহারা ইত্যাদি।

কয়েকটি উদাহরণ দেখ—"তারি লাগি আকাশরাঙা আঁধারভাঙা অরুণরাগে।" ওগো দুখজাগানিয়া তোমায় গান শোনাব।" "তোমার ওই শিকলভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই।" "আলো নয়নধোয়া, আমার আলো হৃদয়হরা।" "রেখে যাব এই নামমাত্রসী আকারগ্রাসী সকল পরিচয়গ্রাসী ধূলিরাশির মধ্যে।" সহজ হওয়াই শক্তিমানের তপস্যা। "প্রতিমার মাটি গলে দীঘির গভীরজলে পঙ্ক হয়ে ফুটায়।" "হে দীপপ্রদ, এই অন্ধকার বিদীর্ণ করে দাও।" "ও পারেতে সোনার কূলে আঁধারমূলে কোন্ মায়া গেয়ে গেল কাজভাঙানো গান।" "আজ আমার মতো সর্বহারা কে আছে?" "হারিয়ে গেছে, ওরে। হারিয়ে গেছে বোসবলা সেই বাঁশি।"

মনে রাখিও—উপপদের ব্যাসবাক্যের শেষপদটি হইবে কর্তৃকারক 'যে' বা 'যিনি', কিন্তু 'যাহার', 'যাহার দ্বারা' বা 'যাহাতে' হইবার সম্ভাবনা থাকিলেই সমাস হইবে বহুব্রীহি।

BANGODARSHAN.COM

নঞ্-তৎপুরুষ

নঞ্ একটি অব্যয়। ইহার অর্থ "না, নহে (নয়), নাই।"

১৩৭। নঞ্-তৎপুরুষ : নঞ্ অব্যয়কে পূর্বপদ করিয়া উত্তরপদ বিশেষ্য বা বিশেষণের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে নঞ্-তৎপুরুষ সমাস বলে। এই সমাসে পরপদেরই অর্থ প্রাধান্য পায়। মনে রাখিও, নঞ্-তৎপুরুষ সমাসে নঞ্ অব্যয়টি না ও নহে (নয়) অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু নঞর্থক বহুব্রীহি সমাসে কেবল নাই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং নঞ্-তৎপুরুষের ব্যাসবাক্যে না বা নহে (নয়) লেখা উচিত।

উত্তরপদের প্রথমবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ হইলে নঞ্ স্থানে অ, আর স্বরবর্ণ হইলে অন্ হয়। মান নয়=অমান ; আবশ্যক নয়=অনাবশ্যক ; আময় (অসুস্থতা) নয়= অনাময় ; অবদ্য (নিন্দনীয়) নয়=অনবদ্য ; রসিক নয়=অরসিক ; নিবার্য নয়= অনিবার্য ; ঋত (সত্য) নয়=অনৃত ; গণ্য নয়=অগণ্য (যাহার সংখ্যা গণনা করা যায় না) ; এক নয়=অনেক ; মোঘ (নিষ্ফল) নয়=অমোঘ ; ঈহা (ইচ্ছা বা চেষ্টা) নয়=অনীহা ; অটন (গমন) নয়=অনটন ; আহূত নয়=অনাহূত ; ঋণী নয়= অঋণী, অনৃণী ; ধৃষ্ট (প্রগল্‌ভ) নয়=অধৃষ্ট ; নির্বচনীয় নহে=অনির্বচনীয় ; অন্বিত নয়=অনন্বিত ; উন্নীত নয়=অনুন্নীত ; ব্রাহ্মণ নয়=অব্রাহ্মণ। সেইরূপ অকুণ্ঠিত, অধীর, অভাব, অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত, অনীপ্সিতা, অনাস্বাদিত, অনবনত, অননুমোদিত, অননুভূত, অননুকূল, অনুজু, অনায়ত্ত, অনাস্থা, অরতি, অনলস, অব্যক্ত, অজ্ঞাত, অসঙ্গত, অনভিজ্ঞ, অস্থির, অনতিতীক্ষ্ণ, অনৈশ্বর্য, অনাচার, অনুচিত, অসাধু, অক্ষম, অনাসক্ত, অনাদর, অকাল, অবেলা, অনর্থ, অশুভ, অসৎ, অকাতর, অনাত্মাতা, অনশন, অনিচ্ছা, অনাবাদী, অশরীরী, অনচ্ছ, অজানা, অকাট্য, অকাজ, অফুরন্ত।

কখনও কখনও নঞ্-এর ন সমস্ত-পদটিতে থাকিয়া যায়। অতি বৃহৎ নয়= নাতিবৃহৎ ; অতিশীতোষ্ণ নয়=নাতিশীতোষ্ণ (শব্দটিতে দ্বন্দ্ব ও কর্মধারয়ও রহিয়াছে) ; গণ্য নয়=নগণ্য (তুচ্ছ) ; ক্ষত্র নয়=নক্ষত্র। সেইরূপ নাতিদূর, নাতিদীর্ঘ, নাতিতীক্ষ্ণ।

খাঁটী বাংলা সমাসে নঞ্-স্থানে অ, না, নি, বি, বে, অনা, গর, নির্ প্রভৃতি হয়। কাল নয়=অকাল ; রাজী নয়=নারাজ ; বলা নয়=না-বলা (কথা) ; খরচা নয়= নিখরচা [কিন্তু খরচ নাই যাহার=নিখরচিয়া > নিখরচে—বহুব্রীহি] ; মামা নয়= নেই-মামা ; তাল নয়=বেতাল ; মিল নয়=গরমিল ; সৃষ্টি নয়=অনাসৃষ্টি ; ভরসা নয়=নির্ভরসা। সেইরূপ আভাঙা (গম), আছোলা (বাঁশ), আধোয়া (চাল), আবাঁধা (চুল), আখোলা (দরজা), আলুনী (তরকারী), আফোটা (দুধ), আকাচা (কাপড়), আগাছা, না-পাওয়া (বেদনা), বেটাইম, গরমজুর, গরহাজির, গররাজী, বেমানান, বেবন্দোবস্ত, বেগতিক, বেচাল, বেহিসাবী, বেসরকারী (সংবাদ), বে-অকুফ, বেরসিক, নিখাঁটি, বিজোড়, বেঢপ (ঢপ=গঠন)।

কর্মধারয়

১৩৮। কর্মধারয় : যে সমাসে পূর্বপদ পরপদের বিশেষণ-রূপে অবস্থান করে এবং পরপদেরই অর্থ প্রাধান্য পায়, তাহা কর্মধারয় সমাস। কর্মধারয় সমাসে উভয়

পদে কর্তৃকারকের একই বিভক্তি (শূন্য) হয়। এইজন্য সংস্কৃতে এই সমাসটি তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত।

কর্মধারয় সমাস পাঁচ প্রকারের: (১) সাধারণ, (২) মধ্যপদলোপী, (৩) উপমান, (৪) উপমিত ও (৫) রূপক।

সাধারণ কর্মধারয়

(ক) **বিশেষণ+বিশেষ্য:** পীত যে অম্বর=পীতাম্বর (অম্বরটিকে বুঝাইতেছে); শুদ্ধ যে অন্ন=শুদ্ধান্ন; মিষ্ট যে অন্ন (খাদ্য)=মিষ্টান্ন; খুল্ল (ক্ষুদ্র) যে তাত=খুল্লতাত; শুচি যে বস্ত্র=শুচিবস্ত্র; সুদৃঢ় যে সংকল্প=সুদৃঢ়সংকল্প; পূর্বা যে রাত্রি=পূর্বরাত্রি (আগের দিনের রাত্রি, কিন্তু রাত্রির পূর্ব=**পূর্বরাত্র—সম্বন্ধ-তৎপুরুষ**—রাত্রির প্রথমাংশ অর্থে); নব যে যৌবন=নবযৌবন; বাহ্য যে আড়ম্বর=বাহ্যাড়ম্বর; রক্ত (লাল) যে উৎপল=রক্তোৎপল; কাল (ভয়ংকর) যে ফাঁদ=কাল-ফাঁদ; রুদ্র যে বীণা=রুদ্রবীণা; কম (কমনীয়) যে কলেবর=কম-কলেবর; বালা (প্রাথমিক অবস্থায়) যে গঙ্গা=বালগঙ্গা; বর (বরণীয়) যে বপু=বরবপু; ভর (পরিপূর্ণ) যে সন্ধ্যা=ভরসন্ধ্যা; বিশ্ব (সকল) যে মানব=বিশ্বমানব; পুণ্য যে অহ=পুণ্যাহ; গুপ্ত যে চর=গুপ্তচর; পাণ্ডু (খসড়া) যে লিপি=পাণ্ডুলিপি; উড়ো যে জাহাজ=উড়োজাহাজ; খাস যে মহল=খাসমহল; হেড যে মাস্টার=হেডমাস্টার; কু (কুৎসিত) যে অন্ন=কদন্ন (কু-স্থানে কৎ); কু যে পুরুষ=কুপুরুষ (শ্রীহীন) এবং কাপুরুষ (ভীরু); রক্ত (লাল) যে চন্দন=রক্তচন্দন; পরমা যে ঈশ্বরী=পরমেশ্বরী; বি (ভিন্ন) যে মাতা=বিমাতা; প্রিয় যে সখা=প্রিয়সখ; গণ্ড (বর্ধিষ্ণু) যে গ্রাম=গণ্ডগ্রাম; দুঃ এমন অবস্থা=দুরবস্থা; রাম (বড়) যে ছাগল=রামছাগল; কাঁচা যে কলা=কাঁচাকলা; আলগা (অগভীর) যে চটক (সৌন্দর্য)=আলগাচটক; জিবে (<জিবিয়া—জিবের আকৃতি-বিশিষ্ট) যে গজা=জিবেগজা। সেইরূপ পুণ্যতিথি, পূর্ণচন্দ্র, সজ্জন, শ্বেতপদ্ম, নীলকমল, কদক্ষর, স্নিগ্ধদৃষ্টি, শুভোৎসব, বিকম্পিত-চেলাঞ্চল, নবপল্লব, পরমসুন্দরী, শ্বেতশ্মশ্রু, দুরাকাঙ্ক্ষা, নষ্টনীড়, দুশ্চেষ্টা, বদহজম, কানাকড়ি, হেঁড়েগলা, কড়াপাক, নীলশাড়ী, রাঙাবউ, ভরপেট, ভরাযৌবন, ফুলবাবু, হাফমোজা, হেডপণ্ডিত, নতুন-গিন্নী।

কর্মধারয় (ও বহুব্রীহি) সমাসে **মহৎ** শব্দের স্থানে **মহা** হয়। মহান্ যে মনীষী=মহামনীষী; মহান্ যে উপাধ্যায়=মহোপাধ্যায়; মহতী যে সভা=মহাসভা; মহতী যে অষ্টমী=মহাষ্টমী; মহৎ যে বল=মহাবল; মহৎ যে ধন=মহাধন [কিন্তু মহতের ধন=মহদ্ধন—সম্বন্ধ-তৎ]; মহান্ যে রাজা=মহারাজ ['মহারাজা' পদটিও বাংলায় চলে: সন্তোষের মহারাজা, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ইত্যাদি]। সেইরূপ মহর্ষি, মহারাত্রি, মহারানী। **মহাবিদ্যাতে** মহতী বিদ্যা আছে, মহতী অবিদ্যাও আছে।

কয়েকটি ক্ষেত্রে পূর্বপদটি বিশেষ্য হওয়া সত্ত্বেও বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়। মূল যে সুর=মূলসুর; সত্য যে বার্তা=সত্যবার্তা; জোর যে বরাত=জোরবরাত; আঁধার যে ঘর=আঁধারঘর। সেইরূপ মিথ্যাভাষণ, সারসত্য।

মাঝে মাঝে বিশেষণপদটি উত্তরপদ এবং বিশেষ্যপদটি পূর্বপদ হয়। সাধারণ যে জন=জনসাধারণ; বুদ্ধ যে ঋষি=ঋষিবুদ্ধ; অধম যে নর=নরাধম; উত্তম যে

BANGODARSHAN.COM

পুরুষ=পুরুষোত্তম; প্রবর যে সাধক=সাধকপ্রবর; কিশোর যে কৃষ্ণ=কৃষ্ণকিশোর; বাটা যে লঙ্কা=লঙ্কাবাটা; ভাজা যে পটোল=পটোলভাজা [কিন্তু **লঙ্কাবাটা বন্ধ করে পটোলভাজায়** হাত দাও—এখানে "লঙ্কাকে বাটা", "পটোলকে ভাজা" অর্থে **কর্ম-তৎপুরুষ** সমাস হইবে; ক্রিয়ার অর্থই এখানে প্রাধান্য পাইতেছে]; ছন্ন (আচ্ছন্ন) যে মতি=মতিচ্ছন্ন; সিদ্ধ যে আলু=আলুসিদ্ধ; পোড়া যে কচু=কচু-পোড়া। সেইরূপ পণ্ডিতপ্রবর, লোকবিশেষ, বেগুনপোড়া, মাছভাজা ইত্যাদি।

(খ) **বিশেষ্য+বিশেষ্য** (একই বিশেষ্যকে বুঝাইতে): যিনি চিৎ তিনিই আনন্দ=চিদানন্দ; যিনি রাজা তিনিই ঋষি=রাজর্ষি; যিনি শিব তিনিই নাথ=শিবনাথ; যিনি পিতা তিনিই দেব=পিতৃদেব; যিনি কারু তিনিই শিল্পী=কারুশিল্পী; যাহা মলয় তাহাই অনিল=মলয়ানিল; জ্ঞাতি যিনি শত্রুও তিনি=জ্ঞাতিশত্রু; যিনি নৃপ তিনিই শিষ্য=নৃপশিষ্য; বউ অথচ ঠাকুরানী=বউঠাকুরানী; যিনি মা তিনিই ঠাকরুন=মা-ঠাকরুন; যিনি শশী তিনিই বাবু=শশীবাবু; যাহা হল (hall) তাহাই ঘর=হলঘর। সেইরূপ ঋষিকবি, মাতৃদেবী, ঠাকুরদাদা, ঠানদিদি, মৌলবীসাহেব, দারোগাবাবু, গুরুদেব, মাস্টারমশায়, কথকঠাকুর, রাজসন্ন্যাসী, কলিকাতানগরী, বৈদ্যনাথ, রামকৃষ্ণ, শিবশঙ্কর।

দুইটি বা তাহার বেশী বিশেষ্যপদে দ্বন্দ্ব সমাসও হয়, কিন্তু সেখানে প্রতিটি পদেরই অর্থপ্রাধান্য থাকে।

(গ) **বিশেষণ+বিশেষণ** (দুইটি গুণ একসঙ্গে একই বস্তুতে বিদ্যমান অর্থে): যিনি গণ্য তিনিই মান্য=গণ্যমান্য; যাহা স্নিগ্ধ তাহাই উজ্জ্বল=স্নিগ্ধোজ্জ্বল; কাঁচা অথচ মিঠে=কাঁচামিঠে; তাজা অথচ মরা=তাজামরা; সরল অথচ উন্নত=সরলোন্নত; যে হৃষ্ট সেই পুষ্ট=হৃষ্টপুষ্ট; মধুর যাহা শ্যামল তাহা=মধুরশ্যামল; বিষণ্ণ অথচ মধুর=বিষণ্ণমধুর; ভীষণ অথচ মধুর=ভীষণমধুর; আগে গত পরে আয়াত=গতায়াত; পূর্বে স্নাত পরে অনুলিপ্ত=স্নাতানুলিপ্ত; (কণ্ঠে) নীল অথচ (কেশে) লোহিত=নীললোহিত (শিব); আগে বাছা পরে ধোয়া=বাছাধোয়া (মাছ)। সেইরূপ চালাক-চতুর, সুপ্তোত্থিত, শয়িতোত্থিত, দত্তাপহৃত, জীবন্মৃত, করুণকোমল, কান্তকোমল, ঘোয়ামোছা (ঘর), কাঁচাপাকা (চুল), মিঠেকড়া, কচিকাঁচা, ক্লিষ্টক্লান্ত, অল্পমধুর, পণ্ডিতমূর্খ।

দুইটি বিশেষ্য বা বিশেষণ বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝাইলে দ্বন্দ্ব সমাস হয়। সেখানে প্রতিটি পদেরই অর্থপ্রাধান্য থাকে। রামকৃষ্ণ=যিনি রাম তিনি কৃষ্ণ (একই ব্যক্তি)—কর্মধারয়, কিন্তু রাম ও কৃষ্ণ=রামকৃষ্ণ (বিভিন্ন ব্যক্তি)—সমাস তখন দ্বন্দ্ব। পণ্ডিতমূর্খ=পণ্ডিত (জ্ঞানে) অথচ মূর্খ (ব্যবহারে)—একই ব্যক্তি, তাই কর্মধারয়; কিন্তু পণ্ডিত ও মূর্খ=পণ্ডিতমূর্খ (বিভিন্ন ব্যক্তি)—তাই দ্বন্দ্ব। মহাপ্রভুর কাছে ধনিদরিদ্র **পণ্ডিতমূর্খে**র বালাই ছিল না।

সাধারণ কর্মধারয় সমাসনিষ্পন্ন কয়েকটি পদ বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে। আপনার মতো রাঙামুলো (দেখিতে সুন্দর অথচ অপদার্থ) নিয়ে আমার আপিস চলবে না দেখছি। পরীক্ষার সময় স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে, অসুখবিসুখ করলেই **ভরাডুবি** (সাফল্যের মুখে সর্বনাশ)। ছেলের বিয়ে দেবার বেলায় অনেক মাটির মানুষও **রাঘববোয়াল** সেজে বসেন (অত্যধিক লোভী)।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

১৩৯। **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যকার পদটি লুপ্ত হয় তাহাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বলে।**

সিংহ-লাঞ্ছিত আসন=সিংহাসন ('লাঞ্ছিত' পদটি লুপ্ত); **ভিক্ষালব্ধ** অন্ন=ভিক্ষান্ন; বৃত্রনামক অসুর=বৃত্রাসুর; কর্ণিকার-নামক বৃক্ষ=কর্ণিকারবৃক্ষ; উদয়-নামক গিরি=উদয়গিরি; মরুময়ী ভূমি=মরুভূমি; (শ্রীকৃষ্ণের) জন্মসংলগ্না অষ্টমী=জন্মাষ্টমী; গীতিভূয়িষ্ঠ নাট্য=গীতিনাট্য; স্পর্শসিদ্ধ মণি=স্পর্শমণি; আদিভূত পিতা=আদিপিতা; স্বর্ণনির্মিত আভরণ=স্বর্ণাভরণ; উদয়কালীন রবি=উদয়রবি; চিরস্থায়ী সৌন্দর্য=চিরসৌন্দর্য; আকাশ-মারফত প্রেরিত বাণী=আকাশবাণী; ধন্যবাচক ধ্বনি=ধন্যধ্বনি; মাতার মৃত্যুজনিত দায়=মাতৃদায়; জীবনহানির আশঙ্কায় বীমা=জীবনবীমা; রাজকার্যে নিযুক্ত পুরুষ=রাজপুরুষ; রাজার অনুসৃত নীতি=রাজনীতি; রাজার পৃষ্ঠপোষিত কবি=রাজকবি; আকাশে (ঊর্ধ্বে) প্রদত্ত প্রদীপ=আকাশপ্রদীপ; পদচালিত ব্রজ (পথ)=পদব্রজ; পদ-সংরক্ষণের আয়ুধ (অস্ত্রশস্ত্র)=পদায়ুধ; পথে অনুষ্ঠিত সভা=পথসভা; বেণুধারী গোপাল=বেণুগোপাল; বরের অনুগামী যাত্রী=বরযাত্রী; জামাইয়ের কল্যাণার্থে ষষ্ঠী=জামাইষষ্ঠী; ননীলোভী গোপাল=ননীগোপাল; রজতনির্মিত মুদ্রা=রজতমুদ্রা; মৌ-সঞ্চয়কারী মাছি=মৌমাছি; আক্ষেপ-দ্যোতক অনুরাগ=আক্ষেপানুরাগ; স্বর্ণনির্মিত দ্বীপ=স্বর্ণদ্বীপ; প্রাণিবিষয়ক বিদ্যা=প্রাণিবিদ্যা; কনকপূর্ণা অঞ্জলি=কনকাঞ্জলি; রহস্য-পূর্ণ আলাপ=রহস্যালাপ; কস্তুরীযুক্ত মৃগ=কস্তুরীমৃগ; লোকসমাজে প্রচলিত গীতি=লোকগীতি; মাননির্দেশক পত্র=মানপত্র; পল-মিশ্রিত অন্ন=পলান্ন; মায়াপ্রকাশক কান্না=মায়াকান্না; ফল-নিষ্পন্ন আহার=ফলাহার; ভ্রাতৃকল্যাণ-সূচক দ্বিতীয়া=ভ্রাতৃদ্বিতীয়া; জ্ঞানলাভের ইন্দ্রিয়=জ্ঞানেন্দ্রিয়; লক্ষ্মীযুক্তা শ্রী=লক্ষ্মীশ্রী; যজ্ঞলব্ধ উপবীত=যজ্ঞোপবীত; বহিঃস্থিত আবরণ=বহিরাবরণ; পাদে (পৃষ্ঠার নিম্নদিকে) লিখিত টীকা=পাদটীকা; দাসযোগ্য মনোভাব=দাসমনোভাব; আয়ুর্বিষয়ক বেদ=আয়ুর্বেদ; বিম্বসদৃশ অধর=বিম্বাধর; ছাত্র থাকাকালীন জীবন=ছাত্রজীবন; অন্তকালীন রাগ=অন্তরাগ; সন্ধ্যা-কালীন আহ্নিক=সন্ধ্যাহ্নিক; প্রভাতকালীন নিদ্রা=প্রভাতনিদ্রা; ব্যোমে (ব্যোমপথে) যাইবার যান=ব্যোমযান; ছায়া-দানকারী তরু=ছায়াতরু; শোকপ্রকাশিকা সভা=শোকসভা; প্রতিজ্ঞাসূচক পত্র=প্রতিজ্ঞাপত্র; বজ্রসদৃশ মুষ্টি=বজ্রমুষ্টি; জয়যুক্ত নাদ=জয়নাদ; রুচি-অনুযায়ী সম্পন্ন=রুচিসম্পন্ন; পাটে অধিষ্ঠিতা রানী=পাটরানী; অগ্নিবর্ষী বীণা=অগ্নিবীণা; স্পর্ধাজনিত উক্তি=স্পর্ধোক্তি; মাৎসর্য-বিষযুক্ত দশন=মাৎসর্যবিষদশন; পদ্মচিহ্নিত বেদী=পদ্মবেদী; দারুময় ব্রহ্ম=দারুব্রহ্ম; ত্রিতাপাত্মক দুঃখ=ত্রিতাপদুঃখ; পাদস্পৃষ্ট উদক=পাদোদক; দর্শনবিষয়ক শাস্ত্র=দর্শনশাস্ত্র; মধুময় ব্রহ্ম=মধুব্রহ্ম; বিজয়সূচক শঙ্খ=বিজয়শঙ্খ; কাঞ্চনময় কোকনদ=কাঞ্চনকোকনদ; নাতি-সম্পর্কীয় জামাই=নাতজামাই; আমের আকৃতি-বিশিষ্ট (বা গন্ধবিশিষ্ট) সন্দেশ=আমসন্দেশ; আমের গন্ধবিশিষ্ট আদা=আম-আদা; গন্ধদ্রব্য-বিক্রয়কারী বণিক্=গন্ধবণিক্; খ্রীষ্টপ্রবর্তিত ধর্ম=খ্রীষ্টধর্ম; সিঁদুর রাখিবার কৌটা=সিঁদুরকৌটা; (শ্বশুরের) ঘরে পালিত জামাই=ঘরজামাই;

কীর্তিজ্ঞাপক মন্দির=কীর্তিমন্দির; এক অধিক দশ=একাদশ; ষট্ অধিক দশ=ষোড়শ; নাভিজাত পদ্ম=নাভিপদ্ম; ষট্ অধিক নবতি=ষন্নবতি (সন্ধি এবং ণত্ববিধি লক্ষণীয়); হাতে পরিবার ঘড়ি=হাতঘড়ি; হাত দিয়া চালানো পাখা=হাতপাখা; বয়ন-নামক শিল্প=বয়নশিল্প; সূচিসাধ্য শিল্প=সূচিশিল্প; ধান্যদূর্বায় ভরা মুষ্টি=ধান্যদূর্বামুষ্টি; শববাহকের যাত্রা=শবযাত্রা; বাক্যের মাধ্যমে আলাপ=বাক্যালাপ; অন্দরস্থিত মহল=অন্দরমহল; গ্যাসপ্রতিরোধক মুখোশ=গ্যাসমুখোশ; গাড়ি দাঁড়াইবার বারান্দা=গাড়িবারান্দা; হাঁটু-পরিমাণ জল=হাঁটুজল; গোবর-মিশ্রিত জল=গোবরজল; সকড়িমাখা হাত=সকড়িহাত; তেল মাখিবার ধুতি=তেলধুতি; (অলংকারের) নকশা-চিহ্নিত বড়ি=নকশা-বড়ি; চিনিযোগে পাতা=চিনিপাতা (দই)। সেইরূপ নলরাজা, মধ্যাহ্নভোজন, জলযান, অর্ণবযান, ইচ্ছামৃত্যু, সপ্তদশ, বায়ুরোগ, গৃহদেবতা, কেশতৈল, দুধভাত, ডাকগাড়ি, স্বর্ণমুদ্রা, রাজনীতি, অশ্রুআঁখি, স্বাধীনতাদিবস, দিবানিদ্রা, হস্তশিল্প, ধর্মসভা, সাহিত্য-অধিবেশন, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, ঝাঁকামুটে, কোমরজল, মাসমাহিনা, রাজধানী-এক্সপ্রেস, সুটকেশ, কাঁটাপেরেক।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসে দশ, বিংশতি ও ত্রিংশৎ শব্দ পরে থাকিলে প্রথম পদ দ্বি, ত্রি ও অষ্টন্ শব্দের স্থানে যথাক্রমে দ্বা, ত্রয়ঃ ও অষ্টা হয়। কিন্তু চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্টি, সপ্ততি ও নবতি শব্দ পরে থাকিলে দ্বি, ত্রি ও অষ্টন্ শব্দ বিকল্পে দ্বা, ত্রয়ঃ ও অষ্টা হয়। দ্বি অধিক দশ=দ্বাদশ; দ্বি অধিক বিংশতি=দ্বাবিংশতি; ত্রি অধিক দশ=ত্রয়োদশ (সন্ধি লক্ষ্য কর); ত্রি অধিক ত্রিংশৎ=ত্রয়স্ত্রিংশৎ; অষ্ট অধিক দশ=অষ্টাদশ; দ্বি অধিক চত্বারিংশৎ=দ্বিচত্বারিংশৎ বা দ্বাচত্বারিংশৎ; ত্রি অধিক ষষ্টি=ত্রিষষ্টি বা ত্রয়ঃষষ্টি; অষ্ট অধিক সপ্ততি=অষ্টসপ্ততি বা অষ্টাসপ্ততি।

মনে রাখিও—তৎপুরুষ সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত যে অংশটির লোপ হয় তাহা বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গ। সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির যেমন লোপ হয়, অনুসর্গগুলিরও সেইভাবে লোপ হয়। কিন্তু মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ে ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত এক বা একাধিক পদ লোপ পায়। সুতরাং ব্যাসবাক্যের কোনো একটি অংশ লোপ পাইলেই সমাসবদ্ধ পদটিকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বলা সঙ্গত নয়। **লুপ্ত অংশটি বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গ, না ব্যাসবাক্যের অন্তর্গত কোনো পদ**—তাহা ভালো করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে।

উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয়

এই তিনটি সমাসের আলোচনা একসঙ্গে করা ভালো। আমরা অনেক সময় দুইটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে তুলনা করিয়া থাকি। প্রধান বক্তব্যবিষয় যেটি তাহাকে **উপমেয়** বলে। একটি বিজাতীয় বস্তু আনিয়া তাহার সহিত উপমেয়ের তুলনা দেওয়া হয়। এই বিজাতীয় বস্তুটিকে **উপমান** বলে। কাল্পনিক যে গুণটি লইয়া উপমানের সহিত উপমেয়ের তুলনা দেওয়া হয়, তাহাকে **সাধারণধর্ম** বলে। তুলনা বুঝাইবার জন্য **ন্যায়, মতো, সম** ইত্যাদি যেসব কথা ব্যবহার করি তাহাদিগকে **সাদৃশ্যবাচক শব্দ** বলে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি সহজতর হইয়া উঠিবে।—

তাঁহার হৃদয়টি কমলের মতো কোমল। এই বাক্যে প্রধান আলোচ্যবিষয় হৃদয়

BANGODARSHAN.COM

= **উপমেয়**। "কমল" কথাটির সঙ্গে "হৃদয়" কথাটির তুলনা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং **কমল = উপমান**। কমল কোমল, হৃদয়ও কোমল; অতএব **কোমল** পদটি হইতেছে উপমেয় ও উপমানের **সাধারণধর্মবাচক পদ**। আর **মতো** হইতেছে **সাদৃশ্যবাচক শব্দ**। মনে রাখিও, এখানে হৃদয় ও কমল দুইটি বিজাতীয় বস্তু। রামের সঙ্গে রহিমের বা নদীজলের সঙ্গে সাগরজলের তুলনা দিলে উপমান-উপমেয় সম্পর্কটি আদৌ আসিবে না। **চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, তারা, সাগর, নদী, পদ্ম, অগ্নি, বজ্র, পুষ্প, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শব্দগুলি বিখ্যাত উপমান।**

১৪০। **উপমান কর্মধারয়ঃ উপমানের সহিত সাধারণধর্মবাচক পদের সমাসকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে।**

এই সমাসের ব্যাসবাক্যে উপমান পদটি প্রথমে, তৎপরে সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও শেষে থাকে সাধারণধর্মবাচক পদ। উপমেয়ের কোনো উল্লেখ এখানে থাকে না। সমস্ত-পদটি বিশেষণ হইয়া যায়। কাজলের মতো কালো = কাজলকালো [কোন্ জিনিসটি কাজলকালো ?—মেঘ বা চুল। কিন্তু তাহার উল্লেখ এখানে করা হয় নাই।]; সিঁদুরের মতো রাঙা = সিঁদুররাঙা; শঙ্খের মতো ধবল = শঙ্খধবল; শিশিরের ন্যায় বিমল = শিশিরবিমল; দধির মতো থলথল = দধিথলথল; জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধ = জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ; মিশির মতো কালো = মিশকালো; ঘনের (মেঘের) ন্যায় শ্যাম = ঘনশ্যাম; শশের (শশকের) ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত; ফুটির মতো ফাটা = ফুটিফাটা (মাঠ); শালের মতো প্রাংশু (দীর্ঘ) = শালপ্রাংশু; শৈলের মতো উন্নত = শৈলোন্নত। সেইরূপ কমলকোমল, আলতারাঙা, তমালশ্যামল, অয়স্কঠিন, পরাগপবিত্র, ভ্রমরকৃষ্ণ, কর্পূরধবল, কুমুদশুভ্র, চন্দননিগ্ধ, নীরদনীল, ইন্দীবরসুন্দর, কুন্দশুভ্র, মলয়জশীতল, ভ্রূকুটিকুটিল, জলদগম্ভীর, কজ্জলকালো, শঙ্খশুভ্র, নবদূর্বাদলশ্যাম, নভোনীল, দূর্বাকোমল, কণ্টকতীক্ষ্ণ, অনলোজ্জ্বল, তুষারশুভ্র (কেশ), বজ্রকঠিন (হৃদয়), পল্লবপেলব (বাহু), নবনীতকোমল (শয্যা), বিদ্যুদ্দীপ্ত (ব্যক্তিত্ব), তুহিনশীতল, হীরকোজ্জ্বল, স্ফটিকস্বচ্ছ, মেঘমেদুর, স্বপ্নমধুর, সুধাধবল, মুক্তাধবল, কম্বুগম্ভীর, লতানমনীয়, লৌহদৃঢ়, অরুণরাঙা, গোবেচারা, ঘনকৃষ্ণ, বরফি-কাটা (মাঠ), রেশমচিকন (চুল), অশোকলাল, ফেনাধবধবে, আপেলরাঙা, পান্নাসবুজ, বান্ধুলিরাঙা, ধুলোগুঁড়ো, আবলুস-কালো, বরফসাদা, বিড়ালবেহায়া, পালকনরম।

"**শোণিত-রাঙা** বেদনার উৎসার পাঠক-সমাজকে অভিভূত করিয়াছিল।" "চাই লৌহদৃঢ় মাংসপেশী, ইস্পাতকঠিন স্নায়ু, **বজ্রভীষণ** মনোবল।" "কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা তুমি অনিন্দিতা।" সদ্যভাঙা জামাকাপড় পরে সেই **আয়নামসৃণ** রকেই বসে গেলাম।

১৪১। **উপমিত কর্মধারয়ঃ সাধারণধর্মের উল্লেখ না করিয়া উপমেয় পদের সহিত উপমানের যে সমাস তাহাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে।**

ব্যাসবাক্যে সাধারণতঃ উপমেয় পদটি প্রথমে, তৎপরে উপমান এবং সর্বশেষে সাদৃশ্যবাচক শব্দটি বসে। কথা অমৃতের তুল্য = কথামৃত; পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ; নর দেবের তুল্য = নরদেব; চরণ পদ্মের ন্যায় = চরণপদ্ম; নয়ন কমলের ন্যায় = নয়নকমল; মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র; পুরুষ ঋষভের ন্যায় = পুরুষর্ষভ (সন্ধি লক্ষ্য কর)। সেইরূপ নরশার্দূল, পুরুষপুঙ্গব, পাদপদ্ম, পদাম্বুজ,

BANGODARSHAN.COM

করপল্লব, ভরতর্ষভ, কালাচাঁদ, বদনকমল, রাজচন্দ্র, অধরপল্লব, মুখশশী। [এখানে সিংহ, শার্দূল, ব্যাঘ্র, ঋষভ, পুঙ্গব প্রভৃতি **শব্দ শ্রেষ্ঠত্ববাচক**।]

এই সমাসে পূর্বপদ ও উত্তরপদ উভয়েই বিশেষ্য। আর, সমস্ত-পদটিও বিশেষ্য। সমস্ত-পদে উপমেয় পদটি সাধারণতঃ পূর্বে বসিলেও অনেক সময় পরেও বসে। আলু শাঁখের ন্যায় = শাঁখ-আলু; সন্দেশ আমের মতো = আমসন্দেশ [মধ্যপদলোপী কর্মধারয় হইলে ব্যাসবাক্য হইবে—আমের গন্ধযুক্ত বা আকৃতি-বিশিষ্ট সন্দেশ; আবার আম (সাধারণ) যে সন্দেশ (সংবাদ) = আমসন্দেশ (সাধারণ কর্মধারয়—একটু গুঢ়ার্থে)]; অল্প সুধার মতো = সুধান্ন; বৈশাখী (বৈশাখমাসের ঝড়বৃষ্টি) কালের (মহাকাল) মতো = কালবৈশাখী; পোকা কাঁচের মতো = কাঁচপোকা; বেদী পদ্মের ন্যায় = পদ্মবেদী; মুখ সোনার মতো = সোনামুখ; অধর বিম্বের ন্যায় = বিম্বাধর; কণ্ঠ কম্বুর ন্যায় = কম্বুকণ্ঠ [আকৃতির প্রাধান্য, কিন্তু কম্বুর ন্যায় গভীর কণ্ঠ যাহার = কম্বুকণ্ঠ—বহুব্রীহি]। সেইরূপ ফুলকুমারী, ফুলবাতাসা, ফুলবাবু, ফুলকপি, ফুলঝুরি, চাঁদমুখ, কাঁটাপেরেক, কদমছাঁট, চন্দ্রপুলি। "সে আসি নমিল সাধুর **চরণকমলে**।"

উপমিত কর্মধারয় সমাসে সাধারণধর্মটি সর্বত্রই কল্পনাপেক্ষ।

১৪২। **রূপক কর্মধারয়ঃ উপমেয় ও উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পনা করিয়া পূর্বপদ উপমেয়ের সহিত পরপদ উপমানের যে সমাস হয় তাহাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে।**

এই সমাসের ব্যাসবাক্যে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে 'রূপ' কথাটি বসিয়া উভয়ের মধ্যে অভেদটিকে পরিস্ফুট করে। সমস্ত-পদটি এখানেও বিশেষ্য। আঁখিরূপ পাখি = আঁখিপাখি; মনরূপ মাঝি = মনমাঝি; সংসার-রূপ সমরাঙ্গন = সংসার-সমরাঙ্গন; প্রাণরূপ প্রবাহিণী = প্রাণপ্রবাহিণী; যৌবনরূপ কুসুম = যৌবনকুসুম; নদীরূপ জপমালা = নদীজপমালা; মাৎসর্য-রূপ বিষ = মাৎসর্যবিষ; মানবমনঃরূপ মন্দির = মানবমনোমন্দির। সেইরূপ সুখদীপ, করুণামন্দাকিনী, ভাবসিন্ধু, ক্রোধানল, স্নেহসমুদ্র, জীবনযুদ্ধ, সুখসায়র, পঞ্জরপিঞ্জর, হৃদয়কুসুম, কথামৃত, মায়াডোর, হিংসাবিষ, আলোক-ঝরনা, দেহ-আকাশ, জীবন-উদ্যান, চিত্তপট, দিলদরিয়া।

প্রয়োগঃ "**জীবন-উদ্যানে** তোর **যৌবনকুসুম**ভাতি কতদিন রবে ?"—মধুকবি। "সে সুখসায়র দৈবে শুকায়ল তিয়াসে পরাণ যায়।"—চণ্ডীদাস। "অশান্ত **আকাঙ্ক্ষা-পাখি** মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পঞ্জরপিঞ্জরে।" "দুখিবারে **আঁখিপাখি** যায়।" এ **শোকানল** নির্বাপিত হবার নয়, মা। "অঙ্কুরিল **ভক্তিবীজ** পাষণ্ডের পাষাণ পরানে।" "পিপরীতিকণ্টক হিয়ায় ফুটল **পরাণপুতলী** যথা।" "ভাসল আমার **কুলকলসী শ্যামকলংকসায়রে**।" "কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল তোমার **করুণাচন্দনে**।" আমরা তো প্রত্যেকেই **জীবনযুদ্ধের** সৈনিক। "উথলে ওঠে **দিলদরিয়া** কোন্ সে চাঁদের টানে।"—বিধিচক্র।

অভেদ-সম্বন্ধ ও রূপক কর্মধারয় সমাস মূলে একই, কেবল আকারে পার্থক্য রহিয়াছে। অভেদ-সম্বন্ধ সম্বন্ধ বলিয়া পূর্বপদে সম্বন্ধপদের বিভক্তিচিহ্নটি অক্ষুণ্ণ থাকে; আর উত্তরপদটি পাশাপাশি বসিয়া যায়। পদ দুইটি কদাপি সংযুক্ত হইয়া একপদে পরিণত হয় না। **কিন্তু রূপক কর্মধারয়ের ব্যাসবাক্যস্থ পূর্বপদে সর্বদাই**

বিভক্তির স্থলে রূপ কথাটি যুক্ত থাকে, উত্তরপদটি পাশাপাশি বসিয়া যায়। সমস্ত-পদে রূপ কথাটি লুপ্ত হয়, পূর্ব ও উত্তরপদ সংযুক্ত হইয়া একপদে পরিণত হয়। জ্ঞানের আলোক—অভেদ-সম্বন্ধ; জ্ঞানরূপ আলোক = জ্ঞানালোক—রূপক কর্মধারয়; স্নেহের সমুদ্র—অভেদ-সম্বন্ধ; স্নেহরূপ সমুদ্র—স্নেহসমুদ্র—রূপক কর্মধারয়। "আজ আলোকের এই ঝরনাধারায় ধুইয়ে দাও।" আয়তাক্ষর সম্বন্ধপদটি পরবর্তী 'ঝরনাধারা' পদটির সহিত অভেদ-সম্বন্ধে আবদ্ধ। [**অলংকার-নির্ণয়** করিতে হইলে, কী অভেদ-সম্বন্ধ, কী রূপক কর্মধারয়—উভয় ক্ষেত্রেই রূপক অলংকার হইবে।]

(অ) **উপমিত কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয়ের পার্থক্যটি ভালো করিয়া লক্ষ্য কর। উভয় ক্ষেত্রেই সমাস-বদ্ধ পদটি বিশেষ্য, উভয় ক্ষেত্রেই উপমান-উপমেয়ের তুলনা বুঝায় এবং কোনোটিতেই সাধারণধর্মবাচক পদের উল্লেখ থাকে না।** এই পর্যন্ত উভয়ের মিল। কিন্তু গরমিলটাই বেশী।—

(১) রূপক কর্মধারয়ে উপমান-উপমেয়ের তুলনাটি যেরূপ নিবিড়, উপমিত কর্মধারয়ে সেরূপ নিবিড় নয়। (২) উপমিত কর্মধারয়ে সমাস-বদ্ধ পদের পূর্বাংশটি অধিকাংশক্ষেত্রে উপমেয়, মাঝে মাঝে উপমান হইয়া যায়, কিন্তু রূপকে উপমেয়টি সর্বদাই পূর্বে থাকে এবং উত্তরাংশে থাকে উপমান। (৩) উপমিত কর্মধারয়ে উপমেয়ের প্রাধান্য, কিন্তু রূপকে উপমানের প্রাধান্য। কয়েকটি উদাহরণ দেখ।—

(১) তনয়ের মুখচন্দ্র উজলিল জননীহৃদয়। (২) তনয়ের মুখচন্দ্র চুম্বিল জননী। এখানে দেখা যাইতেছে, উভয় ক্ষেত্রে একই মুখচন্দ্র রহিয়াছে। আর সমাস-বদ্ধ পদদ্বয়ের প্রথমাঙ্গ উপমেয় এবং উত্তরাঙ্গ উপমান। সুতরাং বহিরঙ্গের বিচারে উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখিতেছি না। কিন্তু অন্তরঙ্গের বিচারে পার্থক্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। শব্দের অন্তরঙ্গ হইতেছে **অর্থ**। এই অর্থবিচার করিয়া আমাদের সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে। প্রথম বাক্যে কাহার প্রাধান্য রহিয়াছে?—মুখের, না চন্দ্রের? বাক্যমধ্যে কাহার প্রাধান্য জানিতে হইলে ক্রিয়াকে প্রশ্ন কর। ক্রিয়া হইতেছে উজলিল। কে উজ্জ্বল করিল? মুখ, না চন্দ্র? মুখের পক্ষে উজ্জ্বল করা সম্ভব নয়, চন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। আর চন্দ্র হইতেছে উপমান। অতএব এখানে উপমানের প্রাধান্য। **সমাস হইল রূপক কর্মধারয়।** ব্যাসবাক্য হইবে, মুখচন্দ্র = মুখরূপ চন্দ্র।

এইবার দ্বিতীয় বাক্য। এখানে কাহার প্রাধান্য আছে, দেখ। ক্রিয়া চুম্বিল-কে প্রশ্ন কর—কী চুম্বন করিল?—মুখ, না চন্দ্র? চন্দ্র অসম্ভব। মায়ের পক্ষে সন্তানের মুখচুম্বনই সম্ভব। অতএব বাক্যে প্রাধান্য রহিয়াছে উপমেয় মুখের। সুতরাং **সমাস হইবে উপমিত কর্মধারয়।** ব্যাসবাক্য হইবে, **মুখচন্দ্র—মুখ চন্দ্রের ন্যায়।**

ঠাকুরের মুখে ভক্তগণ কথামৃত শ্রবণ করছেন। এখানে কথামৃত=কথা অমৃতের তুল্য—উপমিত কর্মধারয়। ভক্তগণ আচার্যের কথামৃত পান করে ধন্য হলেন। এখানে কথামৃত = কথারূপ অমৃত—রূপক কর্মধারয়।

আর দুই-একটি উদাহরণ দিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের ছেদ টানিব। "নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে।"—মধুকবি। পদাম্বুজে কী সমাস হইবে? নমি ক্রিয়াটিকে প্রশ্ন কর।—কোথায় প্রণাম করি?—পদে, না অম্বুজে? নিঃসন্দেহে পদে। আর পদ হইতেছে উপমেয়; অতএব বাক্যে প্রাধান্য রহিয়াছে উপমেয়ের। সুতরাং

সমাস হইবে উপমিত কর্মধারয়। ব্যাসবাক্য হইবে পদ **অম্বুজের ন্যায়।** "বন্দি তাঁর পাদপদ্ম শিবাজি সাঁপিছে অদ্য তাঁরে নিজ রাজ্য-রাজধানী।"—এখানেও পাদপদ্ম কথাটির ব্যাসবাক্য হইবে **পাদ পদ্মের তুল্য—উপমিত কর্মধারয়।**

কিন্তু, আনন্দে হেরিলা মাতা সন্তানের **বদনকমল**—এখানে হেরিলা (দেখিলেন) ক্রিয়াটিকে প্রশ্ন কর—কী দেখিলেন? বদন, না কমল? বদন দেখাও সম্ভব, আবার কমল দেখাও সম্ভব। এখানে নিশ্চিতরূপে একক উপমেয় (বদন) বা উপমান (কমল) কোনোটিই প্রাধান্য পাইতেছে না, অথচ দুইয়েরই তুল্য মূল্য রহিয়াছে। এরূপস্থলে সমাস দুইপ্রকার—(১) বদন কমলের মতো—উপমিত কর্মধারয় এবং (২) বদন-রূপ কমল—রূপক কর্মধারয়। [অলংকারের ক্ষেত্রে উপমা-রূপকের সংকর অলংকার হইবে]। অনুরূপ আরেকটি উদাহরণ—যাত্রীরা এখন ভক্তিভরে মায়ের পাদপদ্ম দেখতে ব্যস্ত।

(আ) **উপমান কর্মধারয় ও উপমিত কর্মধারয়ের পার্থক্য বাহির করা কিছু কঠিন নয়। (১) উপমান কর্মধারয়ের সমস্ত-পদটি বিশেষণ, আর উপমিত কর্মধারয়ের সমস্ত-পদটি বিশেষ্য। (২) উপমান কর্মধারয়ে সমস্ত-পদের পূর্বাংশে উপমান পদ এবং উত্তরাংশে সাধারণধর্মবাচক বিশেষণ থাকে। কিন্তু উপমিত কর্মধারয়ে সমস্ত-পদের পূর্বাংশে সাধারণতঃ উপমেয় এবং উত্তরাংশে উপমান থাকে। (৩) উপমান কর্মধারয়ে সাধারণধর্মের প্রাধান্য, উপমিত কর্মধারয়ে উপমেয়ের প্রাধান্য। (৪) উপমান কর্মধারয়ে উপমেয় থাকে না, উপমিত কর্মধারয়ে সাধারণ-ধর্মবাচক পদ থাকে না।**

(ই) **এইবার উপমান কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয়ের পার্থক্যটি দেখিয়া লও। (১) উপমান কর্মধারয়ের সমস্ত-পদটি বিশেষণ, কিন্তু রূপকের সমস্ত-পদটি বিশেষ্য। (২) উপমান কর্মধারয়ের সমস্ত-পদটির পূর্বাংশে উপমান পদ আর উত্তরাংশে সাধারণধর্মবাচক বিশেষণ থাকে। কিন্তু রূপকে সমস্ত-পদের পূর্বাংশে উপমেয়, আর উত্তরাংশেই উপমান থাকে। (৩) উপমান কর্মধারয়ে সাধারণধর্মবাচক পদের প্রাধান্য, রূপকে উপমানের প্রাধান্য। (৪) উপমান কর্মধারয়ে উপমেয় উহ্য থাকে, রূপকে সাধারণধর্মবাচক পদটি উহ্য থাকে।**

দ্বিগু

১৪৩। দ্বিগু সমাস: যে সমাসে পূর্বপদটি সংখ্যাবাচক বিশেষণ, উত্তরপদটি বিশেষ্য এবং সমাসবদ্ধ পদটির দ্বারা সমষ্টি বা সমাহার বুঝায়, তাহাকে দ্বিগু সমাস বলে।

পঞ্চ প্রদীপের সমাহার = পঞ্চপ্রদীপ; দুই নয়নের সমাহার = দুনয়ন; ত্রি (তিন) ভুবনের সমাহার = ত্রিভুবন; সপ্ত অহ (দিন)-এর সমাহার = সপ্তাহ; পঞ্চ রাত্রির সমাহার = পঞ্চরাত্র; ত্রি প্রান্তরের সমাহার = ত্রিপ্রান্তর > তেপান্তর; নব (নয়টি) রাত্রির সমাহার = নবরাত্র; পঞ্চ নদীর সমাহার = পঞ্চনদ; দুইটি গোরুর সমাহারে ক্রীত = দ্বিগু; চতুঃ (চারিটি) অক্ষরের সমাহার = চতুরক্ষর; ছয় মাতার সমাহার = ষাণ্মাতুর; চতুঃ অঙ্গের সমাহার = চতুরঙ্গ; তিনটি কড়ির বিনিময়ে ক্রীত = তিনকড়ি। সেইরূপ ত্রিতাপ, ত্রিরাত্র, চৌদিক, পঞ্চভূত, পঞ্চামৃত, পাঁচফোড়ন, সপ্তসুর, সাতঘাট, সাতসমুদ্র,

BANGODARSHAN.COM

ষড়্‌রিপু, অষ্টবসু, অষ্টধাতু, নবরত্ন, দশচক্র, দশাবতার, দশদশা, তেরনদী, চতুর্দশভুবন, চৌচির, দ্বৈমাতুর, ষোলকলা, চৌহদ্দি, পঞ্চগু।

দ্বিগু সমাসে সমস্ত-পদটি কখনও আ-কারান্ত, কখনও-বা ঈ-কারান্ত হয়। ত্রি ফলের সমাহার=ত্রিফলা; পঞ্চ বটের সমাহার=পঞ্চবটী; সেইরূপ ত্রিলোকী, ত্রিপদী, তেমোহনা, চৌপদী, চতুষ্পদী, চৌমোহনী, সপ্তশতী, বারমাসী, দশ-আনি, শতাব্দী, শতবার্ষিকী।

প্রয়োগ ঃ "শতেক **শতাব্দী** ধরে নামে শিরে অসম্মানভার।" "আপনারে বেঁধে রাখো **চৌদিকে** জড়ায়ে অভিমান।" "শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি **পঞ্চবটী**।" "আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত **চতুরঙ্গে**।"

কর্মধারয় সমাসের সহিত দ্বিগু সমাসের কিছুটা **সাদৃশ্য** আছে। উভয় সমাসেই সমস্যমান পদ দুইটিতে সমান বিভক্তি (কর্তৃকারকের) থাকে। তাই সংস্কৃতের অনুসরণে কোনো কোনো বৈয়াকরণ দ্বিগু সমাসকে কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু **উভয় সমাসের পার্থক্যটুকুও** আমাদের **মনে** রাখিতে হইবে।—(১) দ্বিগু সমাসে পূর্বপদটি সর্বদাই সংখ্যাবাচক বিশেষণ আর উত্তরপদটি সর্বদাই বিশেষ্য। অথচ কর্মধারয়ে সমস্যমান পদ দুইটি কখনও বিশেষ্য, কখনও-বা বিশেষণ; বিশেষণ হইলেও তাহা সাধারণ বিশেষণ, কখনই সংখ্যাবাচক বিশেষণ নয়। আবার মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ে স্থানবিশেষে পূর্বপদ এবং উত্তরপদ উভয়েই সংখ্যাবাচক বিশেষণ। (২) দ্বিগু সমাসে সমাস-বদ্ধ পদটির দ্বারা সমাহার বুঝায়, কিন্তু কর্মধারয়ে উত্তরপদের অর্থপ্রাধান্য, সমাহারের প্রশ্ন সেখানে জাগে না।

বহুব্রীহি সমাস

১৪৪। বহুব্রীহি ঃ যে সমাসে সমস্যমান পদগুলির কোনোটিরই অর্থ প্রধানভাবে না বুঝাইয়া তাহাদের দ্বারা লক্ষিত অন্য পদের অর্থ প্রধানভাবে বুঝায় তাহাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

পীত অম্বর যাহার=পীতাম্বর (শ্রীকৃষ্ণ)। পীতাম্বর সমাস-বদ্ধ পদটিতে **পীত** পদটির প্রাধান্য নাই, **অম্বর** পদটিরও প্রাধান্য নাই। পীত ও অম্বর পদ দুইটির দ্বারা লক্ষিত অথচ সমস্যমান পদের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন একটি পদ **শ্রীকৃষ্ণ-ই** এখানে প্রাধান্য পাইতেছে। কিন্তু পীতবর্ণের বস্ত্রখানিকে বুঝাইলে **পীতাম্বর** পদটি হইবে **কর্মধারয়** সমাসনিষ্পন্ন পদ। তখন ব্যাসবাক্য হইবে—পীত যে অম্বর। অনুরূপভাবে নষ্টনীড় পদটিকেও দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।—(১) নষ্ট হইয়াছে নীড় যাহার=**বহুব্রীহি** (ব্যক্তিটিকে বুঝাইবে); আর (২) নষ্ট যে নীড়=**কর্মধারয়** (নীড়টিকে বুঝাইবে)। **বহুব্রীহি** পদটিই বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন। বহু হইয়াছে ব্রীহি (ধান্যবিশেষ) যাহার=বহুব্রীহি (সঙ্গতিপন্ন কৃষক—যাহার প্রচুর ধান্য ফলিয়াছে)।

এখন বহুব্রীহি সমাসের প্রকারগুলি লক্ষ্য কর।—

১৪৫। সমানাধিকরণ বহুব্রীহি ঃ পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাহাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি বলে। এই সমাসে উভয় পদে একই শূন্যবিভক্তি (অ) বলিয়া নাম সমানাধিকরণ।

সু (শোভন) হৃদয় যাহার=সুহৃদ্; প্র (আরব্ধ) দোষা (রাত্রি) যেখানে=

প্রদোষ; দৃঢ় ধনু যাহার=দৃঢ়ধন্বা (ধন্বন্ শব্দের কর্তৃকারকের একবচন); দৃঢ়া প্রতিজ্ঞা যাহার=দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; সু (শোভনা) ধী যাহার=সুধী; কৃতা হইয়াছে বিদ্যা যাহার দ্বারা=কৃতবিদ্য; বিশাল অক্ষি যাহার=বিশালাক্ষ (অক্ষি স্থানে অক্ষ—স্ত্রীলিঙ্গে বিশালাক্ষী); বিশিষ্ট লোচন যাহার=বিলোচন; হরি (হরিদ্‌বর্ণ) অক্ষি যাহার=হর্যক্ষ; সু অর্ণ (বর্ণ) যাহার=সুবর্ণ; শুভ্র মুখ যাহার=শুভ্রমুখ; স্ত্রী—শুভ্রমুখী); সমান (একই) ধর্ম যাহার=সধর্মা; সমান উদর (মাতৃগর্ভ) যাহার=সহোদর বা সোদর; সমান জাতি যাহার=সজাতি; সু গন্ধ যাহার=সুগন্ধি (পুষ্প) বা সুগন্ধ (বায়ু) [গন্ধটি পুষ্পের নিজস্ব বলিয়া **সুগন্ধি**, কিন্তু বায়ুর বা তৈলের নিজস্ব নয় বলিয়া **সুগন্ধ**]; চারু গন্ধ যাহার=চারুগন্ধি (চন্দন), চারুগন্ধ (বায়ু); ছিন্ন হইয়াছে শাখা যাহার=ছিন্নশাখা (বৃক্ষ) [কিন্তু ছিন্ন যে শাখা=**ছিন্নশাখ—কর্মধারয়**]; বি (বহু) হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার=বিবিধ; সিদ্ধ হইয়াছে অর্থ যাহার=সিদ্ধার্থ; সৎ অর্থ যাহার=**সদর্থক**; প্রিয় সখা যাহার=প্রিয়সখা [কিন্তু প্রিয় যে সখা=**প্রিয়সখ—কর্মধারয়**]; মূঢ়া মতি যাহার=মূঢ়মতি; পূর্ণা আকাঙ্ক্ষা যাহার=পূর্ণাকাঙ্ক্ষ; প্রোষিত (বিদেশস্থ) ভর্তা যাহার=প্রোষিতভর্তৃকা; প্রোষিতা ভার্যা যাহার=প্রোষিতভার্য; যুবতী জায়া যাহার=যুবজানি; খুশ মেজাজ যাহার=খুশমেজাজ; বহু পত্নী যাহার=বহুপত্নীক; সু (তীক্ষ্ণ) দর্শন যাহার=সুদর্শন (শকুন); ভীম দর্শন যাহার=ভীমদর্শন; কু (কুৎসিত) বের (শরীর) যাহার=কুবের; শ্যাম অঙ্গ যাহার=শ্যামাঙ্গ; অপ (বিচিত্র) রূপ যাহার=অপরূপ; নষ্ট হইয়াছে কীর্তি যাহার=নষ্টকীর্তি; হীন হইয়াছে শক্তি যাহার=হীনশক্তি [কিন্তু শক্তির দ্বারা হীন=**শক্তিহীন—করণ-তৎ**]; হীন হইয়াছে প্রভা যাহার=হীনপ্রভ; জিতা নিদ্রা যৎকর্তৃক=জিতনিদ্র; সমান পতি যাহাদের=সপত্নী [কিন্তু স্ব (নিজ)-র পত্নী=**স্বপত্নী—সম্বন্ধ-তৎ**]; লব্ধা হইয়াছে প্রতিষ্ঠা যাহার=লব্ধপ্রতিষ্ঠ; পরাক্ মুখ যাহার=পরাঙ্মুখ; ছন্ন হইয়াছে মতি যাহার=ছন্নমতি [কিন্তু ছন্ন যে মতি=**মতিচ্ছন্ন—কর্মধারয়**]; মধ্য (মধ্যম) বিত্ত যাহার=মধ্যবিত্ত; দুঃ অবস্থা যাহার=দুরবস্থ; দুঃ হইয়াছে আকাঙ্ক্ষা যাহার=দুরাকাঙ্ক্ষ [কিন্তু দুঃ যে আকাঙ্ক্ষা=**দুরাকাঙ্ক্ষা—কর্মধারয়**]; কু আকার যাহার=কদাকার (কু স্থানে কৎ); অল্প সংখ্যা যাহার=অল্পসংখ্যক; বহু বীজ যাহার=বহুবীজক (দাড়িম্ব)। সেইরূপ ভগ্নশাখা (বৃক্ষ), সুধন্বা, দৃঢ়ধন্বা, জিতক্রোধ, শ্রুতকীর্তি, দীর্ঘায়ু, লঘুতাঙ্গিম, বিলুপ্তসংজ্ঞ, অল্পবিদ্য, প্রিয়জানি, বাসন্তদুকূলা, স্বচ্ছসলিলা, একাগ্রচিত্ত, প্রখরবুদ্ধি, সগোত্র, নীলপ্রভ, প্রোষিতপত্নীক, নীলাম্বর, নষ্টবুদ্ধি, সতীর্থ, পক্বকেশ, নতশির, ছিন্নতন্ত্রী, অনন্তযৌবনা, সলোক, হতশ্রদ্ধ, নীলকণ্ঠ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ক্ষীণপ্রাণ, সুরভিগন্ধি, সবর্ণ, হাফহাতা (শার্ট), লালপাগড়ি (পুলিস), ভাঙাহাতা (চেয়ার), হতভাগা, লালপেড়ে, অল্পেয়ে, পাকাচুলো, কালোবরন।

বহুব্রীহি (ও কর্মধারয়) সমাসে **মহৎ** শব্দের স্থানে **মহা** হয়। মহান্ প্রাণ যাহার=মহাপ্রাণ [কিন্তু মহতের প্রাণ=**মহৎপ্রাণ—সম্বন্ধ-তৎপুরুষ**], মহৎ আশয় (চিত্ত) যাহার=মহাশয় [কিন্তু মহতের আশয়=**মহদাশয়—সম্বন্ধ-তৎপুরুষ**], মহান্ মহিমা যাহার=মহামহিম, মহতী মতি যাহার=মহামতি। সেইরূপ মহাবল, মহামনা।

বিশেষ্যপদটি পূর্বেও বসে ঃ মা মরা যাহার=মা-মরা; হাঁড়ি বসানো যাহাতে

BANGODARSHAN.COM

=হীরেবসানো (আংটি); ফুল (নকশা) কাটা যাহাতে=ফুলকাটা (জামা); কান কাটা যাহার=**কানকাটা**; বুক ফাটে যাহার দ্বারা=বুকফাটা (কান্না); পাখি ডাকে যেখানে=পাখিডাকা; পদ্ম কাঁপে যেখানে=পদ্মকাঁপা (বিল); পাস করা যায় যাহার দ্বারা=পাসকরা (বুদ্ধি); মাছ ধরা যায় যাহাতে=মাছধরা (জাল); পেট ভরে যাহার দ্বারা=পেটভরা (খাদ্য); বুক ভরে যাহাতে=বুকভরা (স্নেহ); লক্ষ্মী ছাড়িয়াছে যাহাকে=লক্ষ্মীছাড়া; পাতা ছিঁড়িয়াছে যাহার=পাতাছেঁড়া (বই), সরিৎ উত্তম যে নদীর=সরিদুত্তমা; স্বার্থই পর (পরম) যাহার=স্বার্থপর। সেইরূপ ভুবনভরা (আলো), গালভরা (বুলি), আদর্শপর, পেটমোটা, দিলখোশ, হাড়বেরুনো, মনরাখা (কথা), দাগলাগা, রাসভারী (লোক), মধ্যপদলোপী (সমাস), আরামপ্রিয় (সর্দার), ঘরপোড়া (গোরু), পিঠভরা (চুল), চোখভরা (জল)।

"**হাতভরা** কোমল ভক্তি!" "**নয়নভরা** জল গো তোমার **আঁচলভরা** ফুল!"

দুইটি পদই বিশেষ্য (কিন্তু পূর্বপদটি কখনও-বা বিশেষণ-ভাবাপন্ন): সীতা জায়া যাহার=সীতাজানি; গাণ্ডীব ধনু যাহার=গাণ্ডীবধন্বা; পদ্ম আসন যাহার=পদ্মাসন; কৃষ্ণই কান্ত যাহার=কৃষ্ণকান্ত; ক্ষীর হইয়াছে উদ (জল) যাহার=ক্ষীরোদ; চন্দ্র হইয়াছে শেখর (মুকুট) যাহার=চন্দ্রশেখর (শিব), চন্দ্র হইয়াছে আপীড় (শিরোভূষণ) যাহার=চন্দ্রাপীড়; অহি হইয়াছে ভূষণ যাহার=অহিভূষণ, গর (বিষ) আভরণ যাহার=গরাভরণ (মহেশ্বর); তুষার হইয়াছে মৌলি (কিরীট) যাহার=তুষারমৌলি; তপস্যাই ধন যাহার=তপোধন; পতিই ব্রত যাহার=পতিব্রতা; রাজা সখা যাহার=রাজসখা [কিন্তু রাজার সখা=রাজসখ—সম্বন্ধ-তৎ]; বসন্ত সখা যাহার=বসন্তসখা (কামদেব) [কিন্তু বসন্তের সখা=**বসন্তসখ** (কোকিল)—সম্বন্ধ-তৎ]; দিক্ (শূন্য) অম্বর যাহার=দিগম্বর; মিলনই আত্মা যাহার=মিলনাত্মক; নদী মাতা যাহার=নদীমাতৃক; ধূম কেতু (কেতন) যাহার=ধূমকেতু; ঘৃতই অন্ন যাহার=ঘৃতান্ন (অগ্নি); উদ্ভিদ্ বিষয় যাহার=উদ্ভিদ্বিষয়ক (প্রবন্ধ); মৃগ আজীব (জীবিকা) যাহার=মৃগাজীব; চিন্তাই শীল (স্বভাব) যাহার=চিন্তাশীল; ভুঁড়িই সার যাহার=ভুঁড়িসার। সেইরূপ পুষ্পধন্বা, ব্যবহারাজীব, অস্ত্রাজীব, পুষ্পাজীব, তেজোমূর্তি, ব্যোমকেশ, পয়োব্রতা, ইন্দুমৌলি, শিখিবাহন, অর্ধেন্দুশেখর, সুধাংশুশেখর, সিতাংশুভূষণ, চন্দ্রভূষণ, শশিশেখর, দিগম্বরা, মুক্তমালিনী, পুষ্পাভরণা, বেদনাত্মক, পেটসর্বস্ব ইত্যাদি।

সমানাধিকরণ **বহুব্রীহি** ও **কর্মধারয়** সমাসনিষ্পন্ন পদ দেখিতে **একই প্রকার**। সুতরাং চেহারা **দেখিয়া নয়, অর্থ বুঝিয়া** সমাস ও ব্যাসবাক্য নির্ণয় করিতে হয়। "তোমার এমন দুর্বুদ্ধি হল কেন?"—এখানে দুর্বুদ্ধি=দুঃ (দুষ্টা) যে বুদ্ধি—কর্মধারয় সমাস। কারণ উত্তরপদ বুদ্ধিরই অর্থপ্রাধান্য রহিয়াছে। কিন্তু "তুমিই এই দুর্বুদ্ধিকে বোঝাবার চেষ্টা কর।" এখানে দুর্বুদ্ধি=দুঃ (দুষ্টা) বুদ্ধি যাহার—বহুব্রীহি সমাস। কারণ এখানে দুঃ কিংবা **বুদ্ধি** কোনোটির অর্থপ্রাধান্য নাই; দুষ্টা বুদ্ধি যাহার এমন লোককেই (দুর্যোধনকে) বুঝাইতেছে। সেইরূপ কদাচার ও কদাকার পদ দুইটিতে যথাক্রমে **আচার** ও **আকার**-এর অর্থপ্রাধান্য থাকিলে সমাস হইবে **কর্মধারয়**। **কিন্তু কু-আচার বা কু-আকারবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝাইলে সমাস হইবে বহুব্রীহি।**

BANGODARSHAN.COM

আবার সমানাধিকরণ বহুব্রীহি ও উপপদ তৎপুরুষের সমস্ত-পদের চেহারা একই। তাহা হইলে উভয়ের পার্থক্য বুঝিবে কী প্রকারে? **কৃদন্ত উত্তরপদটিতে যদি ক্রিয়ার অর্থপ্রাধান্য থাকে, তখন ব্যাসবাক্যের শেষ পদটি হইবে কর্তৃকারক যে যিনি যাহারা যাঁহারা, সমাস হইবে উপপদ তৎপুরুষ; আর যদি বিশেষণের অর্থ পরিস্ফুট হয়, তবে বহুব্রীহি সমাস হয়।** কান কাটা যাহার=কানকাটা (বহুব্রীহি); এখানে কাটা কৃদন্তপদে বিশেষণের অর্থ পরিস্ফুট; কিন্তু কান কাটে যে=কানকাটা (উপপদ)। এখানে কৃদন্ত পদে ক্রিয়ারই অর্থপ্রাধান্য রহিয়াছে। ঘরপোড়া (বুদ্ধি বা গোরু)—বহুব্রীহি; কিন্তু ঘরপোড়া (হনুমান)—উপপদ।

১৪৬। **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি**: যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদদ্বয় পৃথক্ বিভক্তিযুক্ত বিশেষ্যপদ হয়, তাহাকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি বলে। **এই সমাসের পূর্বপদটি শূন্যবিভক্তিযুক্ত এবং উত্তরপদটি অধিকরণের এ বা তে বিভক্ত্যন্ত হয়। পূর্বপদ ও উত্তরপদের বিভক্তি পৃথক্ বলিয়াই নাম ব্যধিকরণ** (বি+অধিকরণ)।

বীণা পাণিতে যাহার=বীণাপাণি; পদ্ম নাভিতে যাহার=পদ্মনাভ (বিষ্ণু); চন্দ্র চূড়ায় যাহার=চন্দ্রচূড়; ঊর্ণা নাভিতে যাহার=ঊর্ণনাভ; ণিচ্ অন্তে যাহার=ণিজন্ত; কৃৎ অন্তে যাহার=কৃদন্ত; তিঙ্ অন্তে যাহার=তিঙন্ত; মধু কণ্ঠে যাহার=মধুকণ্ঠ; কল (সুমধুর ধ্বনি) কণ্ঠে যাহার=কলকণ্ঠ; পদ্ম পদে যাহার=পদ্মপাদ; প্রণাম পূর্বে যাহার=প্রণামপূর্বক; তুলনা মূলে যাহার=তুলনামূলক; মানব আদিতে যাহার=মানবাদি; ইতি আদিতে যাহার=ইত্যাদি; হাসি মুখে যাহার=হাসিমুখো; ছেলে কাঁখে যাহার=ছেলেকাঁখী (স্ত্রী)। সেইরূপ দণ্ডপাণি, বজ্রপাণি, ধনুষ্পাণি, পিনাকপাণি, গবাদি, খড়্গহস্ত, মিলনান্তক, শশাঙ্ক, সুবন্ত অজন্ত, প্রদানপূর্বক, বর্ণনামূলক, কলসকক্ষা, সারগর্ভ, রত্নগর্ভা, নোলকনাকী, বেদনান্তক, জ্ঞানগর্ভ, চাঁদকপালে, ছাতাহাতে, ছেলেকোলে, হাঁড়িহাতে, লকড়িঘাড়ে, বোঁচকামাথায়, চশমানাকে, কোঁচাকাঁধে, চাদরগলায়, পাঞ্জাবিগায়ে, গামছাকাঁধে।

কখনও কখনও এ, তে বিভক্তিযুক্ত পদটি পূর্বেও বসে। ক্ষণে জন্ম যাহার=ক্ষণজন্মা; সত্যে সন্ধা (স্থিরনিষ্ঠা) যাহার=সত্যসন্ধ; পাপে মতি যাহার=পাপমতি; আশীতে (দন্তে) বিষ যাহার=আশীবিষ (সর্প); ধর্মে বুদ্ধি যাহার=ধর্মবুদ্ধি; অন্য বিষয়ে মন যাহার=**অন্যমনস্ক**; নেই (ন্যায়ে) আঁকড় (আগ্রহ) যাহার=নেই-আঁকড়া [অথবা, নেই-তে (নাভিতে) আঁকড় যাহার=নেই-আঁকড়ে]; নিম্নে রেখা যাহার=নিম্নরেখ; অন্তঃ (অন্তরে—শেষে) অপ্ যাহার=অন্তরীপ [অপ্ স্থানে ঈপ্]। তদ্রূপ **সত্যনিষ্ঠ, একনিষ্ঠ, অধোরেখ, পাছাপেড়ে ইত্যাদি।**

১৪৭। **নঞর্থক বহুব্রীহি**: **নঞর্থক পদের সহিত বিশেষ্যপদের যে বহুব্রীহি সমাস, তাহাকে নঞর্থক বহুব্রীহি বলে।** নিঃ (নাই) রদ (দন্ত) যাহার=নীরদ [সন্ধির ফলে ই-কার ঈ-কার হইয়াছে; কিন্তু "নীর দান করেন যিনি" এই ব্যাসবাক্য করিলে **নীরদ**—উপপদ তৎপুরুষ হইবে]; নিঃ (নাই) শঙ্কা যাহার=নিঃশঙ্ক; নাই অর্থ যাহার=নিরর্থক; নিঃ রজঃ (ধূলি) যাহার=নীরজ; নিঃ (নাই) কলঙ্ক যাহার=নিষ্কলঙ্ক; নাই অন্ত যাহার=অনন্ত; নাই ঈশ যাহার=অনীশ; নাই নিশা (বিরামকাল) যাহাতে=অনিশ; বি (বিগত) হইয়াছে ধব (স্বামী) যাহার=বিধবা; বিগতা পত্নী যাহার=বিপত্নীক; বিগত হইয়াছে রাগ

(অনুরাগ) যাহার = বীতরাগ ; বিগত হইয়াছে শ্রদ্ধা যাহার = বীতশ্রদ্ধ ; নাই কুল যাহার = নকুল (মহাদেব) ; বিগত হইয়াছে নিদ্রা যাহার = বিনিদ্র ; নাই তন্দ্রা যাহাতে = অতন্দ্র ; বিগত ক্লম (ক্লান্তি) যাহার = বিগতক্লম ; নিঃ (নাই) অপেক্ষা যাহাতে = নিরপেক্ষ ; বিগত হইয়াছে শ্রী যাহার = বিশ্রী ; নিঃ (নাই) দায় যাহাতে = নির্দায় ; নাই ঈহা (ইচ্ছা) যাহার = অনীহ ; বিগত ধর্ম যাহার = বিধর্মা ; নাই লাজ যাহার = নিলাজ ; নাই লজ্জা যাহার = নির্লজ্জ ; নিঃ (নাই) আময় (রোগ) যাহার = নিরাময় ; নিঃ (নাই) কূজন যেখানে = নিষ্কূজ ; নিঃ (নাই) বিকল্প (বিশেষ) যাহাতে = নির্বিকল্প ; নিঃ (নাই) প্রতিভা (বুদ্ধি) যাহার = অপ্রতিভ ; নিঃ (নাই) খিল (অকর্ষিত জমি) যেখানে = নিখিল ; বিগত অর্থ যাহার = ব্যর্থ ; কোথা হইতেও ভয় নাই যাহার = অকুতোভয় ; নাই চার (চার = চারা = উপায় বা প্রতিকার) যাহার = নাচার ; বে (নাই) ইমান (বিশ্বস্ততা) যাহার = বেইমান ; বে (নাই) কার (কর্ম) যাহার = বেকার ; বে (নাই) তার যাহাতে = বেতার (যন্ত্র) ; নাই ছোড় (ছাড়ান) যাহার নিকট হইতে = নাছোড় (বান্দা) ; নাই নাড়ী (নাড়ীজ্ঞান) যাহার = আনাড়ী ; নাই থই যাহার = অথই ; নিঃ (নাই) আমিষ যাহাতে = নিরামিষ ; নাই সহায় যাহার = নিঃসহায় ; নিঃ (নাই) জীব (জীবন) যাহার = নির্জীব ; নিঃ (নাই) বিশেষ যাহাতে = নির্বিশেষ । সেইরূপ নিরাকাঙ্ক্ষ, নির্দ্বন্দ্ব, নির্দ্বিধ, নিরক্ষর (অনক্ষর), নিরুপাধি (নিরুপাধিক), নির্বিবেক, নির্বাধ, নিশ্চেষ্ট, অমূলক, নিশ্চিন্ত, অনাদি, অনিবার, নীরক্ত, নীরস, অসীম, নিরিন্ধন, নির্বান্ধব, নিরবদ্য, নিরাবেগ, নিরবয়ব, নিরিন্দ্রিয়, অনর্থক, বিশৃঙ্খল, বিচ্ছায়, বীতশোক, অপয়া (বউ বা মেয়ে), বেহায়া, বেহাল, বেচারা, বে-নজির, নির্ভুল, নিটোল, নিখুঁত, নির্জলা (দুধ), বেহুঁশ, বে-আদব, বেপরোয়া, বে-ওয়ারিশ (মাল), বে-দরজা (ঘর), বেপাত্তা (লোক), নিখরচে ।

নঞ্-তৎপুরুষ ও নঞর্থক বহুব্রীহি সমাসের সমস্ত-পদের চেহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই । তাই অর্থ বুঝিয়া ব্যাসবাক্য ও সমাস নির্ণয় করিতে হয় । **নঞ্-তৎপুরুষে পূর্বপদ অ, অন্ বা নিঃ-এর অর্থ 'না', 'নয়' । কিন্তু নঞর্থক বহুব্রীহিতে পূর্বপদ অ, অন্ বা নিঃ-এর অর্থ 'নাই' ।** অজ্ঞানে করেছি কত পাপ (জ্ঞান নয় = অজ্ঞান—নঞ্-তৎ) । কিন্তু অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা কর প্রভু । (জ্ঞান নাই যাহার = অজ্ঞান— নঞর্থক বহুব্রীহি) ।

১৪৮ । **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি : বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত পদের লোপ হইলে তাহাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে । এই জাতীয় সমাসে অধিকাংশ স্থলে উপমানের সহিত সমাস হয় বলিয়া ইহাকে উপমানাত্মক বহুব্রীহিও বলা হয় । আবার ব্যাসবাক্যটি মাঝে মাঝে ব্যাখ্যামূলক হয় বলিয়া ইহাকে ব্যাখ্যাত্মক বহুব্রীহিও বলে ।**

কমলের মতো অক্ষি যাহার = কমলাক্ষ (স্ত্রীলিঙ্গে কমলাক্ষী) ; কপোতের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার = কপোতাক্ষ ; মৃগের নয়নের ন্যায় চঞ্চল নয়ন যাহার = মৃগনয়না ; কাঞ্চনের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার = কাঞ্চনপ্রভ ; অগ্নির ন্যায় উগ্রমূর্তি প্রকাশে শর্ম (সুখ) হয় যাহার = অগ্নিশর্মা ; কুশের অগ্রভাগের মতো তীক্ষ্ণ ধী যাহার = কুশাগ্রধী ; চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখ যে নারীর = চন্দ্রমুখা বা চন্দ্রমুখী ; বিড়ালের অক্ষির মতো অক্ষি যাহার = বিড়ালাক্ষ (স্ত্রীলিঙ্গে—বিড়ালাক্ষী) ; কম্বুর

BANGODARSHAN.COM

(শঙ্খ) ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠ যাহার = কম্বুকণ্ঠ ; ধর্মের (আদর্শ) উদ্দেশে ঘটস্থাপন-পূর্বক যে আন্দোলন = ধর্মঘট ; (নতুন) বউয়ের দ্বারা ভাত পরিবেশনের যে উৎসব = বউভাত ; ভাইয়ের কপালে কল্যাণসূচক ফোঁটা দেওয়ার যে অনুষ্ঠান = ভাইফোঁটা ; শুকের নাসার মতো তীক্ষ্ণ নাসা যাহার = শুকনাস ; বিম্বের ন্যায় রঞ্জিত অধর যে নারীর = বিম্বাধরা ; দন্তের ন্যায় শুভ্র বীজ যাহার = দন্তবীজ (দাড়িম্ব-ফল) ; এক চেটীর (শ্রেষ্ঠীর) অধিকার যাহাতে = একচেটিয়া ; শ্বার (কুকুরের) পদের মতো পদ যাহার = শ্বাপদ ; নাদার (বড়ো জালা) মতো পেট যাহার = নাদাপেটা ; পাঁচ সের ওজন যাহার = পাঁচসেরি (বাটখারা) ; ঘৃতের গন্ধের মতো গন্ধ যাহার = ঘৃতগন্ধী (মিষ্টান্ন) ; এক বুক গভীরতা যেখানে = একবুক (জল) ; হাঙরের মুখের মতো মুখ যাহার = হাঙরমুখো (নৌকা বা বজরা) ; টিয়ার ঠোঁটের মতো রঙ যাহার = টিয়াঠোঁটী (আম) ; মীনের অক্ষির মতো অক্ষি যে নারীর = মীনাক্ষী ; দুধের মতো নাক যাহার = দুধনেকো (বাঁদর) ; দেখনমাত্র হাসি যাহার = দেখনহাসি ; দেড়গজ পরমাণ যাহার = দেড়গজী (গামছা) ; গোঁফে খেজুর পড়িয়া রহিয়াছে যাহার = গোঁফখেজুরিয়া > গোঁফখেজুরে ; ডাকাতের বুকের মতো বুক (সাহস) যাহার = ডাকাবুকো ; চিরুনির দাঁতের মতো দাঁত যাহার = চিরুনিদাঁতী । সেইরূপ কমললোচন, বিদ্যুৎপ্রভ, হেমপ্রভা, ক্ষুরধার (বুদ্ধি), খঞ্জননয়নী, বিদ্যুদ্বরণী, তড়িদ্বরণী, এণাক্ষী, পদ্মগন্ধী, বিধুমুখী, চন্দ্রাননা, চাঁদবদনী, হরিণাক্ষ, চন্দ্রবদন, সূর্যতেজা, ধামাপেটা, নীলচোখো, হলুদচুলো, বাঁদরমুখো, হাতিশুঁড়ো ।

কয়েকটি **প্রয়োগ দেখ : "তড়িতবরণী হরিণনয়নী** দেখিনু আঙিনা-মাঝে ।" "কিংবা বিম্বাধরা রম্ভা অম্বুরাশিতলে ।" **"বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী** মুখে গন্ধ ফুটে ।"

১৪৯ । **ব্যতিহার বহুব্রীহি : পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়ার বিনিময় বুঝাইলে একই বিশেষ্যের দ্বিত্বের দ্বারা যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাহার নাম ব্যতিহার বহুব্রীহি ।** এই সমাসের পূর্বপদের অন্ত্যস্বর অধিকাংশ স্থানে **আ** (স্থানবিশেষে ও) এবং উত্তরপদের অন্ত্যস্বর সর্বদাই **ই** হয় ।

যুদ্ধ, বিবাদ প্রভৃতি অর্থে : হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি ; কেশে কেশে আকর্ষণ করিয়া যে যুদ্ধ = কেশাকেশি ; পরস্পরকে হানা = হানাহানি ; দণ্ডে দণ্ডে (দণ্ড লইয়া) যে যুদ্ধ = দণ্ডাদণ্ডি ; (বাস্তব অভাব ও আর্থিক সংগতির) পরস্পরকে টানা = টানাটানি ; পরস্পর গালিবর্ষণ করিয়া যে বিবাদ = গালাগালি ; পরস্পর দর হাঁকা = দরাদরি ; পরস্পরকে কাটা = কাটাকাটি ; পরস্পর যোঝা (যুদ্ধ করা) = যোঝাযুঝি ; পরস্পরের মধ্যে আড়ি = আড়াআড়ি । সেইরূপ তর্কাতর্কি, নখানখি, লাঠালাঠি, রক্তারক্তি, খুনাখুনি (খুনোখুনি), কাড়াকাড়ি, ঘুষাঘুষি (ঘুষোঘুষি), গুঁতাগুঁতি (গুঁতোগুঁতি), চুলাচুলি, ঝাঁকাঝাঁকি ।

[কিন্তু তাড়াতাড়ি, বেলাবেলি (বেলা থাকিতেই), রাতারাতি, বাড়াবাড়ি, আড়াআড়ি (বাঁকাভাবে স্থিত অর্থে), সোজাসুজি প্রভৃতি শব্দে পারস্পরিক ক্রিয়া-বিনিময় বুঝায় না বলিয়া এই শব্দগুলি বহুব্রীহি সমাসজাত নয়, শুধু শব্দদ্বৈত ।]

প্রীতিবিনিময় বা আলাপ-পরিচয় অর্থে : গলায় গলায় যে মিল = গলাগলি ; কানে কানে যে মন্ত্রণা = কানাকানি [কিন্তু কানা ও কানী = কানাকানী : দ্বন্দ্ব] ; কোলে কোলে যে মিলন = কোলাকুলি ; হাসিয়া হাসিয়া যে আলাপ = হাসাহাসি ;

পরস্পর সরা = সরাসরি ; পরস্পর জানা = জানাজানি। সেইরূপ (মুখ) চাওয়াচাওয়ি, দেখাদেখি, চোখোচোখি, মুখোমুখি, বলাবলি। "তখনি ইতিহাস **কানাকানি** করে উঠেছিল।" **হাতাহাতি** করে (একই কাজে সহযোগিতা অর্থে পরস্পর হাত লাগাইয়া) মালগুলো বয়ে নাও। তোমাদের বোঁচকাবুঁচকি **বাঁধাবাঁধি** হল ?

১৫০। **সহার্থক বহুব্রীহি : পূর্বপদ বিশেষ্যের সহিত সহার্থক উত্তরপদের বহুব্রীহি সমাস হইলে তাহাকে সহার্থক বহুব্রীহি সমাস বলে।**

পুত্রের সহিত বর্তমান = সপুত্র ; বেগের সহিত বর্তমান = সবেগ ; ত্বরার সহিত বর্তমান = সত্বর ; টীকার সহিত বর্তমান = সটীক ; মন্ত্রের সহিত বর্তমান = সমন্ত্রক ; গর (বিষ)-এর সহিত বিদ্যমান = সগর ; অমর্ষের (ক্রোধ) সহিত বিদ্যমান = সামর্ষ ; শঙ্কার সহিত বর্তমান = সশঙ্ক ; অবলীলার সঙ্গে বর্তমান = সাবলীল ; অবয়বের সহিত বিদ্যমান = সাবয়ব ; ঘৃণার সহিত বর্তমান = সঘৃণ ; ক্রিয়ার সহিত বর্তমান = সক্রিয় ; শ্রদ্ধার সহিত বর্তমান = সশ্রদ্ধ ; অর্থের সহিত বর্তমান = সার্থক ; বাক্-এর সহিত বর্তমান = সবাক্ (চিত্র) ; তর্কের (বিচারণার) সহিত বিদ্যমান = সতর্ক ; হর্ষের সহিত বর্তমান = সহর্ষ ; সম্ভ্রমের সহিত বিদ্যমান = সসম্ভ্রম ; ধবের (ধব = স্বামী) সহিত বিদ্যমানা = সধবা (নিত্য স্ত্রী) ; অবধানের সহিত বিদ্যমান = সাবধান ; অপরাধের সঙ্গে বিদ্যমান = সাপরাধ ; চরাচরের সহিত বিদ্যমান = সচরাচর ; চকিতের (ভয়ের) সহিত বিদ্যমান = সচকিত ; প্রতিভার সহিত বিদ্যমান = সপ্রতিভ ; অন্তের সঙ্গে বর্তমান = সান্ত ; অম্বরের সহিত বিদ্যমান = সাম্বর ; সত্ত্ব (ভ্রূণ)-এর সহিত বিদ্যমানা = সসত্ত্বা (নিত্য স্ত্রী)। তদ্রূপ সসম্মান, সশিষ্য, সোল্লাস, সাষ্টাঙ্গ, সনিষ্ঠ, সাশ্রয়, সস্পৃহ, সদয়, সবান্ধব, সমাতৃক, সপ্রশংস, সস্ত্রীক, সপুত্র, সাকাঙ্ক্ষ, সতৃষ্ণ, সফেন, সানুজ, সবিশেষ। **কিন্তু পূর্বপদ বিশেষণ হইলে সহার্থক বহুব্রীহি হয় না।** সলজ্জিত, সকাতর, সশঙ্কিত, সকম্পিত প্রভৃতি শব্দ ব্যাকরণসিদ্ধ নয়, অথচ সাহিত্যে শব্দগুলির প্রয়োগ প্রচুর। "স্মিতহাস্যে নাহি চল **সলজ্জিত** বাসরশয্যাতে স্তব্ধ অর্ধরাতে।"—রবীন্দ্রনাথ।

এই সমাসসিদ্ধ পদগুলি এ-কারান্ত করিয়া প্রয়োগ করা উচিত নয়। "সকলে **সাষ্টাঙ্গে** প্রণাম করতে লাগল।" অসময়ে **দুর্বাসা সশিষ্য** এসে উপস্থিত ! আকাশবাণীর '**সবিনয় নিবেদন**' অনুষ্ঠানটি বেশ উপভোগ্য।

১৫১। **সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি : বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদটি সংখ্যাবাচক বিশেষণ হইলে সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি সমাস হয়।**

দশটি আনন যাহার = দশানন (রাবণ) ; ত্রি লোচন যাহার = ত্রিলোচন (মহাদেব) ; চতুঃ মুখ যাহার = চতুর্মুখ (ব্রহ্মা) ; ষট্ আনন যাহার = ষড়ানন (কার্তিকেয়) ; ত্রি নয়ন যাহার = ত্রিনয়ন (শিব), স্ত্রীলিঙ্গ = ত্রিনয়না (দুর্গা, কালী প্রভৃতি) ; সে (তিন = ফারসী শব্দ) তার যাহার = সেতার (বাদ্যযন্ত্র) ; দুই দিকে হার পরিমিত যাহার = দোহারা ; দুইদিকে অপ্ (জল) যাহার = দ্বীপ [অপ্-এর অ স্থানে ঈং হয়, ৎ লোপ পায়, ফলে অপ্ ঈপ্ হয় এবং সমাসান্ত অ যুক্ত হয়] ; দুইটি নল যাহার = দোনলা (বন্দুক) ; একটি ডাল যাহার = একডালিয়া > একডেলে ; এক-দিকে রোখ যাহার = একরোখা (মানুষ) ; একদিকে চোখ যাহার = একচোখো ; সহস্র লোচন যাহার = সহস্রলোচন (ইন্দ্র) ; সহস্র বিধা যাহার = সহস্রবিধ ; তিনটি

BANGODARSHAN.COM

তলা যাহার = তেতলা (বাড়ি) ; আটটি চালা যাহার = আটচালা (ঘর) ; দুইবার ফল ফলে যাহার = দোফলা (গাছ)। দুইবার ফসল হয় যেখানে = দোফসলী (জমি) ; দুই দিকে ধার যাহার = দোধারী ; ছয়টি ঘর যাহার = ছয়ঘরা (রিভলবার) ; চৌ রাস্তার মিলন যেখানে = চৌরাস্তা [কিন্তু সমষ্টি বুঝাইলে চৌরাস্তা—**দ্বিগু**]। সেইরূপ পঞ্চানন, চতুর্ভুজ, দশভুজা, তেমাথা (রাস্তা), চতুষ্পদ, তেপায়া, সাতরঙা, একতারা, দোতলা (বাড়ি, বাস, ট্রেন), তেশিরে (মনসা), নবপত্রিকা (মূর্তি), নবদ্বার (দেহ)।

দ্বিগু ও সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি সমাসের সমস্ত-পদের আকৃতি একই। সুতরাং **আকৃতি দেখিয়া নয়, অর্থ বুঝিয়া সমাস ও ব্যাসবাক্য করিতে হয়।** যেখানে সমষ্টি বা সমাহার বুঝায় সেখানে দ্বিগু আর যেখানে সমস্যমান পদদ্বয়ের কোনোটিরই অর্থ না বুঝাইয়া অতিরিক্ত একটি পদের অর্থ বুঝায় সেখানে সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি হয়। তোমার মহিমা, মাতা, **পঞ্চানন** (বহুব্রীহি) **পঞ্চাননে** (দ্বিগু) বর্ণিতে না পারে। এখানে প্রথম পঞ্চানন "পঞ্চ আনন যাহার" সেই অর্থে **শিবকে** বুঝাইতেছে। অতএব সমাস **সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি।** দ্বিতীয় পঞ্চানন "পঞ্চ আননের সমাহার" অর্থে **দ্বিগু** সমাস ; এখানে পাঁচটি মুখের সমষ্টিকেই বুঝাইতেছে।

অব্যয়ীভাব

১৫২। **অব্যয়ীভাব সমাস : পূর্বপদ অব্যয়ের সহিত পরপদ বিশেষ্যের যে সমাস হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। এই সমাসে অব্যয়েরই অর্থপ্রাধান্য।** সমস্ত-পদটি অব্যয়ের ভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়াই নাম অব্যয়ীভাব।

সংস্কৃতে সামীপ্য, অভাব, বীপ্সা, অনতিক্রম, সাদৃশ্য, সীমা, যোগ্যতা, ক্ষুদ্রতা, সম্মুখ, পশ্চাৎ, বিরুদ্ধতা প্রভৃতি বিবিধ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। বাংলা অব্যয়ীভাব সমাসেও এইগুলি লক্ষিত হয়।

সামীপ্য (নিকট) : কূলের সমীপে = উপকূল ; অক্ষির সমীপে = সমক্ষ ; সকালের কাছাকাছি = সকালনাগাত। সেইরূপ উপকণ্ঠ, অনুগঙ্গ, উপনগরী, সন্ধ্যানাগাত।

অভাব : ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ ; বিঘ্নের অভাব = নির্বিঘ্ন ; মক্ষিকার অভাব = নির্মক্ষিক ; ভাতের অভাব = হাভাত ; মিলের অভাব = গরমিল ; মানানের অভাব = বেমানান ; টকের অভাব = না-টক ; হায়ার (লজ্জা) অভাব = বেহায়া। সেইরূপ অনর্থ, নিরামিষ, আলুনী, হা-ঘরে, বেগোছ, বেবন্দোবস্ত।

বীপ্সা (পুনঃপুনঃ) : দিনে দিনে = প্রতিদিন ; অঙ্গে অঙ্গে = প্রতি-অঙ্গ (প্রত্যঙ্গ নয়) ; ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণ বা অনুক্ষণ ; গৃহে গৃহে = প্রতিগৃহে ; জনে জনে = প্রতিজন, জনপ্রতি, জনাপিছু, জনা-কি ; সেরে সেরে = প্রতিসের, সেরকরা, সেরপ্রতি ; দমে দমে = হরদম ; রোজ রোজ = প্রতিরোজ বা হররোজ ; মাসে মাসে = প্রতিমাস, ফি-মাস ; সনে সনে = ফি-সন ; প্রতি মাঠ = মাঠকে-মাঠ। সেইরূপ গাঁকে-গাঁ, দিনকে-দিন, বছরকে-বছর ইত্যাদি।

অনতিক্রম (অতিক্রম না করিয়া) : শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া = যথাশক্তি ; আয়কে অতিক্রম না করিয়া = আয়মাফিক। সেইরূপ যথাবিধি, যথারীতি, যথাজ্ঞান, যথার্থ, যথাসাধ্য, যথেষ্ট, যথেচ্ছ, যথারুচি, যথাক্রম, যথাশাস্ত্র, যথাপূর্ব, নিয়মমাফিক।

সাদৃশ্য : দ্বীপের সদৃশ = উপদ্বীপ ; মূর্তির সদৃশ = প্রতিমূর্তি ; দানের সদৃশ

= অনুদান ; আচার্যের সদৃশ = উপাচার্য ; কথার সদৃশ = উপকথা ; ধ্বনির সদৃশ = প্রতিধ্বনি ; ধ্যানের সদৃশ = অনুধ্যান ; লক্ষ্যের সদৃশ = উপলক্ষ্য। তদ্রূপ উপবন, উপভাষা, উপাধ্যক্ষ, উপমন্ত্রী, উপরাষ্ট্রপতি।

সীমা ও ব্যাপ্তি : কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ ; বাল্য হইতে = আবাল্য ; আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত = আদ্যন্ত ; বালক হইতে বৃদ্ধ ও বনিতা পর্যন্ত = আবালবৃদ্ধবনিতা ; জীবন পর্যন্ত = আজীবন, যাবজ্জীবন ; পদ হইতে মস্তক পর্যন্ত = আপাদমস্তক ; দিন ব্যাপিয়া = দিনভর ; আশ্বিন পর্যন্ত = আশ্বিনতক ; গলা পর্যন্ত = গলানাগাল। সেইরূপ আশৈশব, আকর্ণ, আমৃত্যু, আমরণ, আযৌবন, আচণ্ডাল, আজানু, আ-মরা, আমূল, আসমুদ্রহিমাচল। আবার, কুঁচকি হইতে কণ্ঠা পর্যন্ত = কুঁচিকণ্ঠা (অব্যয় লুপ্ত)। তদ্রূপ আপাদশীর্ষ, আশিরপদনখ, আগাগোড়া, আগাপাছতলা।

ক্ষুদ্রতা : ক্ষুদ্র গ্রহ = উপগ্রহ ; ক্ষুদ্র শাখা = প্রশাখা ; ক্ষুদ্র জাতি = উপজাতি ; ক্ষুদ্র নদী = উপনদী ; ক্ষুদ্র অঙ্গ = প্রত্যঙ্গ ; ক্ষুদ্র সাগর = উপসাগর ; ক্ষুদ্র বিভাগ = উপবিভাগ। তদ্রূপ উপাহার, উপপ্রধান, উপপদ, উপপর্ব।

যোগ্যতা : রূপের যোগ্য = অনুরূপ ; গুণের যোগ্য = অনুগুণ।

সম্মুখ : অক্ষির সম্মুখে = প্রত্যক্ষ ; কূলের সম্মুখে = অনুকূল।

পশ্চাৎ : গমনের পশ্চাৎ = অনুগমন ; গৃহের পশ্চাৎ = অনুগৃহ ; ইন্দ্রের পশ্চাৎ = উপেন্দ্র। সেইরূপ অনুতাপ, অনুকরণ, অনুরণন।

বিরুদ্ধ বা বিপরীত : কূলের বিরুদ্ধে = প্রতিকূল ; অক্ষির অগোচর = পরোক্ষ ; পক্ষের বিরুদ্ধে = প্রতিপক্ষ ; ফলের বিপরীত = প্রতিফল। সেইরূপ প্রতিক্রিয়া, প্রতিবাদ, প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রতিশোধ।

বিবিধ অর্থে : আত্মাকে অধিকার করিয়া = অধ্যাত্ম ; দৈবকে অধিকার করিয়া = অধিদৈব ; মুখের অভিমুখে = সম্মুখ ; পিতামহের পূর্ব = প্রপিতামহ ; পৌত্রের পরে = প্রপৌত্র ; বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল ; ক্রমের অনুসারে = অনুক্রম ; বাস্তু হইতে উৎখাত = উদ্বাস্তু ; নিদ্রা হইতে উত্থিত = উন্নিদ্র ; শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল ; হীন দেবতা = উপদেবতা ; ঝুড়িকে বাদ না দিয়া = ঝুড়িসুদ্ধ ; কাজ চালাইবার মতো = কাজচলাগোছ ; দস্তুর অনুযায়ী = দস্তুরমতো ; প্রত্যাশার আধিক্য = হাপিত্যেশ।

[অনু প্রতি উপ প্রভৃতি পদ একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে, লক্ষ্য কর।]

অব্যয়ীভাব সমাসের যে উদাহরণগুলি দিলাম, তাহার মধ্যে সংস্কৃত ও বাংলা দুই-ই আছে। অব্যয়ীভাব সমাসনিষ্পন্ন সংস্কৃত শব্দগুলি সংস্কৃতে অব্যয়, ক্রিয়াবিশেষণ এবং ক্বচিৎ বিশেষ্যরূপে (দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে) ব্যবহৃত হয়। বাংলার এইসমস্ত শব্দ এবং বাংলা অব্যয়ীভাব সমাস-নিষ্পন্ন শব্দাবলী ক্বচিৎ অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়—নাম-বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ ও বিশেষ্যরূপেই ইহাদের প্রয়োগ বেশী দেখা যায়। উপকূল, উপকণ্ঠ, উপভাষা, উপবন, উপকথা, উপনদী, উপদেবতা, প্রতিমূর্তি, অনুকরণ, অনুগমন, অনুতাপ, প্রতিপক্ষ, দুর্ভিক্ষ, গরামিল, প্রতিধ্বনি, প্রতি-অঙ্গ প্রভৃতি বিশেষ্যরূপে ; নির্বিঘ্ন, নির্মক্ষিক, অনুরূপ, অনুকূল, অধ্যাত্ম প্রভৃতি নামবিশেষণরূপে এবং অবশিষ্টগুলি ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগ : "বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।" "নৌকা কি-সন (ক্রি-বিণ) ডুবিছে ভীষণ।" "প্রকাশ্য

BANGODARSHAN.COM

রাজপথে কালোবাজারীদের **আপাদমস্তক** (অব্যয়) চাবকানোই ওদের একমাত্র মহৌষধ।" তার কথা শুনে আমার **আপাদমস্তক** (বি) জ্বলে গেল। "ধ্বনিটিরে **প্রতিধ্বনি** (বি) সদা ব্যঙ্গ করে।" "**প্রতিদিবসের** (বি) কর্মে **প্রতিদিন** (ক্রি-বিণ) নিরলস থাকি।" "**প্রতি-অঙ্গ** (বি) লাগি কান্দে প্রতি-অঙ্গ (বি) মোর।"—জ্ঞানদাস। "তবে সৌভাগ্য এই যে **উপকূল** (বি) নিকটে।" **প্রতিকূল** (বিণ) পরিবেশে উন্নতি করা দুরূহ বইকি। **যথাসাধ্য** (ক্রি-বিণ) চেষ্টা করো, ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। "**হাটু-নাগাল** (বিণ) ধানের জমি **গলা-নাগাল** (বিণ) পাট।" বইখানি **যথাস্থানে** (বি) রাখ।

অব্যয়ীভাব সমাসনিষ্পন্ন সমস্ত-পদ যেখানে অব্যয় না হইয়া নামপদ-রূপে ব্যবহৃত হইতেছে, সেখানে **ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য দেখাইতে হইলে অব্যয়ীভাব সমাসের ব্যাসবাক্য করিয়া, যে পদরূপে শব্দটি ব্যবহৃত হইতেছে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।**

অলুক্ সমাস

১৫৩। **অলুক্ সমাস : যে সমাসের সমস্ত-পদে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় না, তাহাকে অলুক্ সমাস বলে।**

লুক্ কথাটির অর্থ লোপ ; পূর্বপদের বিভক্তির বা অনুসর্গের লোপ হয় না বলিয়াই নাম অলুক্। বিভিন্ন প্রকার অলুক্ সমাসের উদাহরণ দেখ।—

(ক) **অলুক্ দ্বন্দ্ব :** বুকে ও পিঠে = বুকেপিঠে। সেইরূপ চোখেমুখে, আগেপিছে, পথেঘাটে, হাটেবাটে, দুধেভাতে, ঘরেবাহিরে, মায়েঝিয়ে, হাতেকলমে, ভয়ে-বিস্ময়ে, দিনেরাতে, বনেবাদাড়ে, ঠারেঠোরে।

(খ) **অলুক্ তৎপুরুষ :** (১) **করণ** (পূর্বপদের করণের বিভক্তিলোপ হয় না)—তমসা (তমস্ শব্দের করণ একবচন) আচ্ছন্ন = তমসাচ্ছন্ন ; হাতে কাটা = হাতেকাটা (সুতো)। সেইরূপ দুধেধোয়া, কলেছাঁটা, পায়েঠেলা (ঘট), বাপে-খেদানো-মায়ে-তাড়ানো (ছেলে), ঘিয়েভাজা (জিলিপি), তেলেভাজা (বেগুনি), হাতে-আঁকা (ছবি), হাতেগড়া (রুটি), ছিপেগাঁথা (মাছ), সাপেকাটা, রোদেপোড়া, পায়েচলা, চোখেদেখা, গন্ধেভরা, মেঘেঢাকা, কানেকালা, নাকেকান্না, বালির বাঁধ, কাঠের সিঁড়ি, তাসের ঘর, মাটির মানুষ, আলুর চপ, চিঁড়ের পায়স। (২) **সম্প্রদান** (পূর্বপদের সম্প্রদানের বিভক্তি লোপ পায় না)—আত্মনে (আত্মন্ শব্দের সম্প্রদানের একবচন) পদ = আত্মনেপদ ; পরস্মৈ (পরের জন্য) পদ = পরস্মৈপদ ; মুড়ির জন্য চাল = মুড়ির চাল। তদ্রূপ জামার কাপড়, পড়ার ঘর, ভুলের মাসুল, খেলার মাঠ, পেটের ভাত, পেটের খোরাক, চায়ের বাটি, ভাতের হাঁড়ি। (৩) **অপাদান** (পূর্বপদের অপাদানের বিভক্তিলোপ হয় না)—সারাৎ (সার হইতে) সার = সারাৎসার ; পরাৎ পর = পরাৎপর। সেইরূপ চোখের জল, ঘানির তেল, বিদেশ থেকে আনা, আকাশ থেকে পড়া। (৪) **সম্বন্ধ** (পূর্বপদের সম্বন্ধপদের বিভক্তি লোপ পায় না)—ভ্রাতুঃ (ভ্রাতৃ শব্দের সম্বন্ধপদের একবচন) পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র ; দ্বিষাম্ (সম্বন্ধের বহুবচন) পতি = দ্বিষাম্পতি ; বাচঃ (বাক্যের) পতি = বাচস্পতি ; মামার বাড়ি = মামার বাড়ি। সেইরূপ ভুলের বোঝা, ভাগের মা, রাজার মেয়ে, তুষের আগুন, লাভের কড়ি, অনুরোধের আসর, হাতির খোরাক, ঘরের ছেলে, পরের মা, পরের ধন [কিন্তু

পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পাইলে হইবে **পরধন**—সাধারণ **সম্বন্ধ-তৎপুরুষ** সমাস : "**পরধন-লোভে মত্ত**"—মধুকবি]। (৫) **অধিকরণ** (পূর্বপদের অধিকরণের বিভক্তি লোপ পায় না)—যুধি (যুদ্ধে) স্থির = যুধিষ্ঠির ; কস্মিন্ কালে = কস্মিন্‌কালে ; দিনে ডাকাতি = দিনেডাকাতি। সেইরূপ গোড়ায়গলদ, অন্তেস্থিত, অংককাঁচা, অরণ্যে-রোদন, ছাঁচেঢালা, পাঁকেপড়া, বাহিরে সরল, ভিতরে গরল, দুধে-আলতা, ইঁচড়ে (ইঁচড় অবস্থায়)-পাকা, জলেডোবা, টিউবে-রাখা।

অলুক্ তৎপুরুষ সমাসজাত শব্দগুলির মধ্যে অধিকাংশই বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়। সাম্রাজ্যলোভীর কাছে স্বরাজের আবেদন **অরণ্যেরোদন** ছাড়া আর কিছুই নয় (নিষ্ফল)। ভারতের শ্রমজীবীর দল **চিনির বলদের** মতো বিশ্বসভ্যতার ভার বহন করেই চলেছে (ভারবাহী কিন্তু ফলভোগী নয়) ; "বড়োর পিরীতি **বালির বাঁধ**" (নিতান্ত দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী)। **পরের ধনে** পোদ্দারি করবার লোক অনেক পাবে।

(গ) **অলুক্ উপপদ** : সরসি (সরস্ শব্দের অধিকরণের একবচন) জন্মে যে = সরসিজ ; খে (আকাশে অধিকরণ—বিভক্তির লোপ হয় নাই) চরে যে = খেচর ; জালে পড়িয়াছে যাহা = জালেপড়া (কলসী) ; কলেজে পড়িয়াছে (পাঠ করিয়াছে) যে = কলেজেপড়া ; অন্তে (গুরুগৃহে) বাস করে যে = অন্তেবাসী। সেইরূপ মনসিজ, গায়েপড়া, রোদেপোড়া। [কিন্তু **সরোজ, মনোজ** প্রভৃতি অলুক্ উপপদ নয়—**শুদ্ধ উপপদ তৎপুরুষ**—যেহেতু পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পাইয়াছে।]

(ঘ) **অলুক্ বহুব্রীহি** : গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ ; (শিশুর) **মুখে প্রথম** ভাত দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = মুখেভাত ; মুখে মধু যাহার = মুখেমধু ; গলায় মালা যাহার = গলায়মালা। সেইরূপ হাতেখড়ি, পিঠে-পালান, সবপেয়েছির দেশ, মাথায়ছাতা। গায়েহলুদ, মুখেভাত, হাতেখড়ি প্রভৃতিকে **অনুষ্ঠান-বাচক বহুব্রীহিও বলা** হয়। [এই সমাসের অধিকাংশ সমাস-বদ্ধ পদ বিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে, **লক্ষ্য কর**।]

নিত্য-সমাস

১৫৪। **নিত্য-সমাস** : **যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না, অথবা যে সমাসের ব্যাস-বাক্য করিতে হইলে অন্য পদের প্রয়োজন হয়, তাহাকে নিত্য-সমাস বলে।**

কৃষ্ণ সর্প = কৃষ্ণসর্প [**কৃষ্ণ যে সর্প** ব্যাসবাক্য করিলে শুধু কালো রঙের সাপকেই বুঝাইবে, কিন্তু বিশেষ ধরনের বিষধর সর্পকে বুঝাইবে না। ফলে **কৃষ্ণসর্প** কথাটির আসল অর্থটি মাঠে মারা যাইবে। এইজন্য ব্যাসবাক্য হয় না।]

কাঁচা কলা = কাঁচকলা (কারণ পাকিলেও কাঁচকলা কাঁচকলাই থাকে, পাকাকলা হয় না)। সেইরূপ দাঁড়কাক, ইচ্ছাবসন্ত।

অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর ; অন্য মনু = মন্বন্তর (সন্ধি লক্ষ্য কর) ; দুগ্ধফেনের তুল্য = দুগ্ধফেননিভ ; মর্মরের তুল্য = মর্মরনিভ ; জবাকুসুমের তুল্য = জবাকুসুমসঙ্কাশ ; কমলকোরকের মতো = কমলকোরকসন্নিভ ; শুধুই চিহ্ন = চিহ্নমাত্র ; কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র ; কেবল তৎ = তন্মাত্র ; কেবল চিৎ (চিৎ-শক্তি) = চিন্মাত্র ; শুধু কিছু = কিছুমাত্র ; কেবল একটি = একটিমাত্র ; কেবল হাঁটা = হাঁটাহাঁটি ; কেবল বলা = বলাবলি। তদ্রূপ শুলীশম্ভুনিভ, ইন্দুনিভ, রজতগিরিনিভ, বজ্রসন্নিভ, অনলসঙ্কাশ, জন্মান্তর,

BANGODARSHAN.COM

দেহান্তর, যুগান্তর, গত্যন্তর, সময়ান্তর, ধর্মান্তর, দিনান্তর, দৃশ্যান্তর, জলমাত্র, ভিক্ষামাত্র, কালসাপ, খাটাখাটি, ঘোরাঘুরি, বকাবকি, ঝোলাঝুলি, দাপাদাপি। "তার দেয়াল ছাদ **মর্মরনিভ** বরফের।"

সমাসান্ত প্রত্যয়

১৫৫। **সমাসান্ত প্রত্যয় : যে-সমস্ত প্রত্যয় সমাস-বদ্ধ পদের অন্তে বসে, তাহাদিগকে সমাসান্ত প্রত্যয় বলে।**

যথা,—অ, আ, ই, ঈ, ইয়া (এ), উয়া (ও), ক ইত্যাদি। সমাসান্ত প্রত্যয়ের নিদর্শন পূর্বে প্রদত্ত অসংখ্য উদাহরণে লক্ষ্য কর। এখানেও কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।—

অ—পুণ্ডরীকাক্ষ, মহামহিম, অনুজপ্রতিম, ঊর্ণনাভ, প্রত্যক্ষ, দুর্ভিক্ষ, অন্তরীপ।

আ—নির্জলা, ত্রিফলা, একরোখা, অন্যমনা, চৌচালা, দোনলা, নিষ্ফলা, তেভাগা, লাউপেটা, দোহারা, আগাছা।

ই—সুগন্ধি, চারুগন্ধি, রক্তারক্তি, সীতাজানি।

ঈ—শতাব্দী, বোহিসাবী, ত্রিলোকী, পঞ্চবটী, বিশগজী, পদ্মগন্ধী, শতবার্ষিকী।

ইয়া (এ)—বিশবছরিয়া > বিশবছুরে, একগুঁয়ে, চাঁদকপালিয়া > চাঁদকপালে, গোঁফখেজুরিয়া > গোঁফখেজুরে।

উয়া (ও)—পেঁচামুখুয়া > পেঁচামুখো, দুধনাকুয়া > দুধনেকো, ডাকাবুকো, ঘরমুখো, হাতিকেনো।

ক—অপুত্রক, নিরর্থক, সার্থক, সস্ত্রীক, সমাতৃক, নদীমাতৃক, প্রোষিতপত্নীক, বর্ণনামূলক, উদ্ভিদ্‌বিষয়ক, আদান-প্রদানভিত্তিক ইত্যাদি।

অসংলগ্ন সমাস—সমাসবদ্ধ পদটিকে একমাত্রায় লেখাই শিষ্টরীতি ; অন্ততঃ পদ-সংযোজক চিহ্নদ্বারাও সংযুক্ত করিয়া লেখা উচিত। কিন্তু বাংলা ভাষায় কয়েকটি ক্ষেত্রে সমাসের অন্তর্গত পদগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে লেখা হয়। **বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত সমাসকে অসংলগ্ন সমাস বলে।** [অলুক্ সমাসের অধিকাংশ উদাহরণ দেখ।] রাজার ছেলে, রাঘব বোয়াল, ষাঁড়ের গোবর, চায়ের দোকান, পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি, নিখিল ভারত শিল্প-সংস্কৃতি সংস্থা।

দ্রষ্টব্য : সমাস-সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় ব্যাসবাক্য যথাযথ লিখিয়া সমাসের নামটি সুনির্দিষ্টভাবে পুরাপুরি উল্লেখ করিবে ; বিশেষতঃ তৎপুরুষ, কর্মধারয়, বহুব্রীহি ও অলুক্ সমাসের ক্ষেত্রে কোন্ তৎপুরুষ, কোন্ কর্মধারয়, কোন্ বহুব্রীহি ইত্যাদি উল্লেখ করিতেই হইবে। প্রদত্ত শব্দটিতে একাধিক সমাস থাকিলে ব্যাসবাক্যসহ প্রতিটি সমাসের উল্লেখ করা চাই। যেমন,—(ক) **নাতিশীতোষ্ণ** : শীত ও উষ্ণ—শীতোষ্ণ (বিপরীতার্থক শব্দের দ্বন্দ্ব), অতি যে শীতোষ্ণ—অতিশীতোষ্ণ (সাধারণ কর্মধারয়), অতিশীতোষ্ণ নয়—নাতিশীতোষ্ণ (নঞ্-তৎপুরুষ)। (খ) **কোমরজলে** : কোমর-পরিমাণ জল—কোমরজল (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাহাতে। (গ) **রাজতরু** : তরুগণের রাজা (শ্রেষ্ঠ অর্থে)—রাজতরু (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। (ঘ) **ক্লেশহর** : ক্লেশ হরণ করেন যিনি—ক্লেশহর (উপপদ তৎপুরুষ)। (ঙ) **কথামৃত** : কথা অমৃতের মতো—কথামৃত (উপমিত কর্মধারয়)। (চ) **দিগম্বরিয়া** :

দিল-রূপ দরিয়া—দিলদরিয়া (রূপক কর্মধারয়)। (ছ) দরাদরি: পরস্পর দর হাঁকা—দরাদরি (ব্যতিহার বহুব্রীহি)। (জ) সাষ্টাঙ্গ: অষ্ট অঙ্গের সঙ্গে বিদ্যমান—সাষ্টাঙ্গ (সহার্থক বহুব্রীহি)। (ঝ) মনোজ: মনে জন্মে যে—মনোজ (উপপদ তৎপুরুষ)। (ঞ) মনসিজ: মনসি (মনেতে) জন্মে যে—মনসিজ (অলুক্ উপপদ তৎপুরুষ—পূর্বপদে অধিকরণের বিভক্তি অটুট রহিয়াছে)। (ট) দৃশ্যান্তর: অন্য দৃশ্য—দৃশ্যান্তর (নিত্য সমাস—'অন্য' স্থানে 'অন্তর', এবং পদদ্বয়ের পারস্পরিক স্থান-পরিবর্তন)। (ঠ) হাতেখড়ি: লিখিবার জন্য (শিশুর) হাতে প্রথম খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে—হাতেখড়ি (অলুক্ বহুব্রীহি বা অনুষ্ঠানবাচক বহুব্রীহি)। (ড) গোষ্পদ: গোরুর পদচাপে মাটির বুকে সৃষ্ট ক্ষুদ্র আধারস্থ যে জল—গোষ্পদ (ব্যাখ্যামূলক বহুব্রীহি)।

অনুশীলনী

১। সমাস কাহাকে বলে? সমাস প্রধানতঃ কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটি সমাসের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

২। উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর: দ্বন্দ্ব, খাঁটি বাংলা দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, উপপদ তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, বিগ্রহবাক্য, ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, নিত্য-সমাস, অলুক্, অব্যয়ীভাব, সমাসান্ত প্রত্যয়, বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব, সমাসান্ত ক, দ্বিগু, নঞর্থক বহুব্রীহি, ব্যতিহার বহুব্রীহি, সমানাধিকরণ বহুব্রীহি, মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি, উপমান কর্মধারয়, রূপক কর্মধারয়, নঞ্-তৎপুরুষ, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, তৎপুরুষ, অপাদান-তৎপুরুষ, অধিকরণ-তৎপুরুষ, অলুক্ তৎপুরুষ, বিশেষণপদের দ্বন্দ্ব, প্রায়-সমার্থক শব্দের দ্বন্দ্ব, সমার্থক শব্দের দ্বন্দ্ব, ক্রিয়ায় ক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব, সর্বনামপদের দ্বন্দ্ব, সামীপ্যার্থে অব্যয়ীভাব, অনতিক্রমার্থে অব্যয়ীভাব, অলুক্ বহুব্রীহি, সম্বন্ধ-তৎপুরুষ, সাদৃশ্যার্থে অব্যয়ীভাব, ব্যাপ্তি-অর্থে অব্যয়ীভাব, অভাবার্থে অব্যয়ীভাব, সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি, উপমিত কর্মধারয়, বিশেষণে বিশেষণে কর্মধারয়, বিশেষ্যে বিশেষ্যে কর্মধারয়, অলুক্ উপপদ, বিপরীতার্থক শব্দের দ্বন্দ্ব, কর্ম-তৎপুরুষ, সম্প্রদান-তৎপুরুষ, নিমিত্ত-তৎপুরুষ, সমাসান্ত অ, সমাসান্ত আ, একশেষ দ্বন্দ্ব।

৩। কর্মধারয় সমাস কাহাকে বলে? উপমান কর্মধারয়, উপমিত কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয় সমাসের মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

৪। তৎপুরুষ সমাস কাহাকে বলে? প্রত্যেক প্রকার তৎপুরুষের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৫। বহুব্রীহি সমাস কাহাকে বলে? অন্ততঃ পাঁচপ্রকার বহুব্রীহির নাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক প্রকারের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৬। উদাহরণযোগে পার্থক্য দেখাও: সন্ধি ও সমাস, বহুব্রীহি ও কর্মধারয়, ব্যধিকরণ ও সমানাধিকরণ বহুব্রীহি, উপমিত ও রূপক কর্মধারয়, কর্মধারয় ও দ্বিগু, দ্বিগু ও সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি, নঞর্থক বহুব্রীহি ও নঞ্-তৎপুরুষ, সমানাধিকরণ বহুব্রীহি ও কর্মধারয় সমাস, সমানাধিকরণ বহুব্রীহি ও উপপদ তৎপুরুষ সমাস, মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি, নিত্য-সমাস ও ব্যতিহার বহুব্রীহি।

৭। ব্যাসবাক্য উল্লেখ করিয়া সমাস নির্ধারণ কর: দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, রত্নাকর, অপয়া,

BANGODARSHAN.COM

অর্ধস্ফুট, ঘর্মাক্ত, ঘোড়দৌড়, রাতকানা, চৌরাস্তা, কটূক্তি, সদসৎ, নদীমাতৃক, হাতেখড়ি, মড়াকান্না, দেবর্ষি, ভিক্ষান্ন, করকমল, প্রাণপাখি, যথাশক্তি, দ্বিপ, বিমনা, সুপ্তোত্থিত, অধৈর্য, কানাকানি, বিগতাভ্র, মারমুখো, দম্পতি, শতবার্ষিকী, বিষাদসিন্ধু, মিঠেকড়া, কুম্ভকার, সীতারাম, কানাকানী, চুলোচুলি, অগ্নিভয়, দিগ্বিদিক, সংসারচক্র, অমৃতবাণী, অকুতোভয়, অন্নমুষ্টি, দেশানুরাগ, প্রত্যহ, রবাহূত, ঢেঁকিছাঁটা, পঞ্চভূত, উকিল-ব্যারিস্টার, মাথাপিছু, রান্নাঘর, বীরপূজা, হৃৎপদ্ম, ঘরজামাই, সপ্তাহ, ভূতপূর্ব, তেলেভাজা, আটচালা, নরসিংহ, মিশকালো, কাঁচকলা, অনুপরাঙা, ত্রিমূর্তি, নামঞ্জুর, গাছপাকা, শোকাকুল, পদ্মনাভ, ফি-বছর, জমাখরচ, স্নানযাত্রা, বর্ণচোরা, নীলোৎপল, সোনামুখী, প্রতিদিন, রোদেপোড়া, জিতেন্দ্রিয়, অষ্টাদশ, আঁখিপাখি, অহোরাত্র, পুরুষসিংহ, নিখোঁজ, আসমুদ্র, মধুমাখা, আগাগোড়া, গরমিল, গোচোরা, তেমাথা, লাঠালাঠি, আকর্ণ, হাটে-বাটে, মনমাঝি, নীলদর্পণ, রাজর্ষি, ধর্মান্তর, বিয়েপাগলা, সটান, বিশৃঙ্খল, মাতামাতি, দশানন, যথাশক্তি, লোকপিছু, রাজপথ, আকাল, জলজ, লক্ষ্মীছাড়া, ফুলবাবু, মুখচন্দ্র, শতাব্দী, বীণাপাণি, গলাগলি, পরীক্ষার্থী, অনর্থক, পাদপদ্ম, মাঝনদী, মাধব, বেবন্দোবস্ত, কাজলকালো, সপ্তদশ, মুখপোড়া, প্রোষিতভর্তৃকা, বিপত্নীক, বিদ্যুদ্দীপ্ত, বিদ্যুদ্দীপ্তি, কামনাপ্রেমত্ত, হরিচরণ-চ্যুতা, মধ্যবিত্ত, ছ-ঘরা, রাগগর্ভ, দুধেভাতে, সেতার, পদাম্বুজ, হারামণি, রোগমুক্ত, নোলক-নাকে, শিক্ষাপ্রদ, সারদা, শ্মশান, হৃদয়মুদ্গর, সূচীভেদ্য, কাজের লোক, ছেলেধরা, হরিহর, শ্রীহীন, সুশ্রী, তলায়-ফুটো, যথাবিধি, হাতাহাতি, চন্দ্রচূড়, আকাশপটে, দুধেসাগু, পানসাজা, নৌকা-বোঝাই, শত্রুর, মামার বাড়ি, ত্রিভুবন, শীতোষ্ণ, খ্যাতনামা, ধামাধরা, বাজার-সরকার, মুখপদ্ম, হাতেকাটা, বিলাতফেরত, তেলধুতি, চন্দ্রভূষণ, কালসাপ, মধুপ, কাপুরুষ, বউভাত, হাটবাজার, দশগজী, জন্মান্ধ, জনপিছু, কোলকুঁজো, ডাকমাসুল, চালাকচতুর, গ্রামান্তর, লুচিভাজা, পিছপা, রাজনীতি, উপকণ্ঠ, নিলাজ, চড়ামেজাজ, মাথাভাঙ্গা, হাড়কাঁপানো, হতভাগী, সাঁজঘুমুনে, ঘিয়েভাজা, ছড়িহাতে, ন্যাপিতপুরুত, ছিঁচকাঁদুনে, জ্ঞানহীন, অনুচ্ছিষ্ট, বিড়ালাক্ষী, নির্জলা, উপবন, কুয়োয়পড়া, পাকাচুলো, ঘরপালানো, দধি-থলথল, রণবীর, আদায়-কাঁচকলায়, হীরককঠিন, পূর্ণকাম, শীলবৃধ, তপস্যানির্মল, নরশার্দুল, ডাকাবুকো, উটকপালী, ফি-সন, যথাকর্তব্য, ধামাসুদ্ধ, সস্ত্রীক, কালসিন্ধু, গালাগালি, একচোখো, চিনির বলদ, পরাৎপর, পাশ্বাসক্তি, সচিত্র, কৃতবিদ্য, নয়ন-লোভন, হংসডিম্ব, দুখ-জাগানিয়া, দেশভ্রমণ, শয়নরত, শরণাগত, মনোজিৎ, কবিরাজ, পাতাচাটা, নীড়হারা, সর্বহারা, আকাশভরা, গোলাভরা, ধর্মঘট, অনীশ, অনিশ, লাভের গুড়, শাপমুক্ত, ঘৃতপক্ক, শতদল, ত্রুটিপূর্ণ, অগ্নিশর্মা, বহুব্রীহি, মধ্যপদলোপী, পারিজাত, অব্জ, রাধিকারমণ, ঘুমপাড়ানী, ফিবার-মিক্সচার, তদূর্ধ্ব, নরাধম, দ্বিগু, পিঠভরা, বিগতাশ্রু, শ্রীমান্, শ্রীভ্রষ্ট, নয়নভরা, বুকভরা, বেহায়া, শ্রীবৃদ্ধি, গবাদি, গত্যন্তর, শ্রীযুক্ত, হা ঘর, হাফহাতা, চন্দ্রমৌলি, উপমহাদেশ, লাটকে-লাট, শিশুফুল, আধাসরকারী, তেতলা, আজানু, শোকমগ্ন, কেনাকাটা, হাতি-কাঁদা, নিখরচে, তাঁতিশিল্প, হয়গ্রীব, শরম-সাধ্বস, কাজের কাজ, মনরাখা, সহজ, অব্যয়, অলুক্, শয়নঘর, গবাক্ষ, তারানেভা, ফলাহার, শ্রীশ, তৎসদৃশ, কোকিলথামা, ভয়মুক্ত, পিছপা, ধন্তাধস্তি, নবান্ন, বিমাতা, ঘিভাত, স্বগত, তেপান্তর, জয়যুক্ত, সগর, ঘৃতান্ন, দূরবস্থ, দূরবস্থা, গোষ্ঠ-গোপাল, গোষ্ঠবিহারী, দৃষ্টিকটু, ফলান্বিত, গোষ্পদ, চৌকাঠ, আহারনীরত, আহারনিরত,

শিবনাথ, চন্দ্রনাথ, বেণুগোপাল, সনিষ্ঠ, নাড়ুগোপাল, পদব্রজ, কৃষিগান, অস্পৃহ, নিস্পৃহ, ভুলচুক, ভোলানাথ, বিশ্বনাথ, দাঁতকপাটি, খগ, কালবৈশাখী, নগ, নভশ্চুম্বী, নাতিঘন, হরগৌরী, শ্যামসুন্দর, নৌকাভ্রমণ, মণিকুন্তলা, বালগঙ্গাধর, বিশ্বমাতা।

৮। সমাসের সাহায্যে একপদে পরিণত কর : যাহার দুইপ্রকার অর্থ ; বিগত হইয়াছে মেঘ যাহা হইতে ; বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় ; যাহার পুত্র হয় নাই ; যাহার কুলশীল জানা নাই ; উপায় নাই যাহার ; পা হইতে মাথা পর্যন্ত ; যে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে ; অক্ষরজ্ঞান নাই যাহার ; যাহার অন্য গতি নাই ; মহান্ রাজা ; মুখ চন্দ্রের ন্যায় ; হস্তিনীর শাবক ; পঞ্চ বর্ষের সমাহার ; কর্ম করে যে ; বোঝাই নৌকা যাহার দ্বারা ; নাই ক্রিয়া যাহার ; কমলের মত অক্ষি যাহার ; শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া ; জীবিত অথচ মৃতবৎ ; যাহা চিরস্থায়ী নয় ; বোধ নাই যাহার ; নদী মাতা যাহার ; যাহার কোনও কর্ম নাই ; জায়া ও পতি ; পঞ্চনদীর সমাহার ; হাল নাই যাহার ; সমান ধর্ম যাহার ; সুন্দর গন্ধ যাহার ; কুৎসিত আচার ; শোভন হৃদয় যাহার ; পুরুষ ঋষভের ন্যায় ; অমৃতের ন্যায় মধুর ; জলে চরে যে ; ঘৃতের দ্বারা পক্ক ; গমনের পশ্চাৎ ; অতিবিরল নয় ; ষট্ আনন যাঁহার।

৯। সমাসের নাম করিয়া সমাসবদ্ধ কর : বিদ্বান্ + সমাজ ; ছাগী + দুগ্ধ ; অন্য + জন্ম ; পূর্ব + অহ্ন ; খর + স্রোতঃ ; শত + অব্দ ; কু (কুৎসিত) + অন্ন ; ছিন্ন + শাখা ; জনী + গণ ; পক্ষী + শাবক ; শ্রোতা + বর্গ ; ভ্রাতা + প্রেম ; রজনী + দিশ ; হস্তী + যূথ ; ঘৃত + অন্ন।

১০। অর্থপার্থক্য দেখাও : পূর্বাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ ; মহদাশয়, মহাশয় ; শশাঙ্ক, সশঙ্ক ; পিতৃমাতৃহীন, পিতৃমাতৃহীন ; অগণ্য, নগণ্য ; সুগন্ধি, সুগন্ধ ; পূর্বরাত্রি, পূর্বরাত্র ; সজাতি, স্বজাতি ; বসন্তসখা, বসন্তসখ ; স্বপত্নী, সপত্নী ; অনর্থ, অনর্থক ; গতিহীন, হীনগতি ; মতিচ্ছন্ন, ছন্নমতি ; মহাধন, মহদ্ধন ; স্বরূপ, সরূপ ; স্বপুত্র, সপুত্র ; দ্বিপ, দ্বীপ ; ভগ্নশাখ, ভগ্নশাখা ; জবারাঙা, রাঙাজবা ; মহেন্দ্রসখা, মহেন্দ্রসখ ; মহাপ্রাণ, মহৎপ্রাণ ; মহাপরাক্রম, মহৎপরাক্রম ; চারুগন্ধি, চারুগন্ধ ; জামাতৃপুত্র, জামাতাপুত্র ; মিলনাত্মক, মিলনান্তক ; সোদর, সহোদর ; পূর্ণাকাঙ্ক্ষা, পূর্ণাকাঙ্ক্ষ ; স্ববর্ণ, সবর্ণ ; নীরাকার, নিরাকার ; দূরবস্থা, দূরবস্থ।

১১। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম বল ও সন্ধিবিচ্ছেদ কর : মন্বন্তর, যক্ষ, বিদ্যানুরাগ, গত্যন্তর, যথার্থ, বিদ্যোৎসাহিনী, স্পর্ধোক্তি, শ্রীশ, কাঁচকলা, পিত্রাদেশ, পুরুষর্ষভ, সুপ্তোত্থিত, নিজন্ত, সরলোন্নত, অব্জ, বিদ্যুদ্বিভা, নীরদ, ত্রয়োদশ, নায়ুদক, চতুরানন, আদ্যন্ত, পয়োদ, সদসৎ, মনোবল, জীবন্মৃত, সরোবর, হতোদ্যম, যথেষ্ট, সুবস্ত, গবাক্ষ, দূরবস্থা, নীরাকার, গ্রাসাচ্ছাদন, দূরাকাঙ্ক্ষা, চাটুক্তি, গবাদি, দুর্বৃত্ত, দেশোদ্ধার, মনোজ্ঞ, ষোড়শ, রাজর্ষি, নীরজা, সিংহাসন, নিরীহ, সূর্যেন্দু, শুশ্রূষসত্ত্বান্বিত, ছায়াবৃতা, মহাবিদ্যা, সুরাসুর, কৃষ্ণার্জুন, চিদানন্দ।

BANGODARSHAN.COM

চতুর্থ অধ্যায়

শব্দ-প্রকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শব্দ ও পদের পার্থক্য

তোমরা পড়িয়াছ, বাক্যের অর্থযুক্ত প্রতিটি অংশকে পদ বলে। পদ গঠিত হয় দুইভাবে—শব্দের সহিত শব্দবিভক্তিযোগে নামপদ এবং ধাতুর সহিত ধাতুবিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদ। এই শব্দ কাহাকে বলে?

১৫৬। শব্দ : নামপদের বিভক্তিহীন মূল অংশই শব্দ।

প্রতিটি শব্দই অর্থবাচক হওয়া চাই। এক বর্ণেও শব্দ হয়, একাধিক বর্ণের সুষ্ঠু সংযোগেও শব্দ হয়। অ, আ, এ, ও ইত্যাদি এক বর্ণের শব্দ। একাধিক বর্ণের অর্থহীন সংযোগে কখনই শব্দ গঠিত হয় না।

শব্দ ও পদের পার্থক্য এই যে, শব্দ বিভক্তিযুক্ত হইয়া পদে পরিণত হইলে তবেই বাক্যে স্থানলাভের যোগ্যতা পায়। বাক্যে স্থানলাভের যোগ্যতা শব্দের নাই, মাত্র পদেরই আছে। [এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় প্রভৃতি নামপদ এবং সমাসবদ্ধ পদকে পদ না বলিয়া শব্দ বলা উচিত।] অতএব প্রত্যেকটি নামপদই মূলতঃ শব্দ ; কিন্তু কেবল শব্দ কদাপি পদ নয়।

গঠনরীতির দিক্ দিয়া শব্দ দুইপ্রকার—মৌলিক ও সাধিত।

১৫৭। মৌলিক শব্দ : যে শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না তাহা মৌলিক শব্দ। মা, ভাই, হাত, পা, নাক, কান, ঘোড়া, উট, এক, দুই, হাঁ, রে, না, উঃ, ওঃ, ইশ্, ধিক্ ইত্যাদি। প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব প্রভৃতি উপসর্গগুলিও মৌলিক শব্দ, কারণ ইহাদের নিজস্ব অর্থ আছে, এবং ইহাদের বিশ্লেষণও করা যায় না। বাংলায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দগুলিরও বিশ্লেষণ চলে না, তাই তাহাদের মৌলিক শব্দ বলিয়া গণ্য করা হয়। বাস, রেল, দোয়াত, কাগজ, পেনসিল, চেআর, টেবিল, স্কুল, ক্লাস, সিনেমা, বেহালা, থিয়েটার ইত্যাদি।

১৫৮। সাধিত শব্দ : সমাসের দ্বারা গঠিত অথবা ধাতু বা শব্দের উত্তর প্রত্যয়-যোগে গঠিত শব্দকে সাধিত শব্দ বলে। সাধিত শব্দমাত্রই বিশ্লেষণযোগ্য।

(ক) লজ্জার সহিত বিদ্যমান = সলজ্জ ; মনঃরূপ কোকনদ = মনঃকোকনদ ; কাগজে ও কলমে = কাগজেকলমে। আয়তাক্ষর শব্দগুলি সমাসের সাহায্যে গঠিত সাধিত শব্দ।

(খ) গম্ (ধাতু) + অনট্ (প্রত্যয়) = গমন ; মুচ্ (ধাতু) + ক্তি (প্রত্যয়) = মুক্তি ; পড়্ (ধাতু) + অন্ত (প্রত্যয়) = পড়ন্ত ; খা (ধাতু) + আ (প্রত্যয়) = খাওয়া ! এখানে আয়তাক্ষর শব্দগুলি কৃৎ-প্রত্যয়-যোগে গঠিত সাধিত শব্দ।

(গ) দশরথ (শব্দ) + ফি (প্রত্যয়) = দাশরথি ; ঘর (শব্দ) + ওয়া (প্রত্যয়) = ঘরোয়া ; ধূর্ত (শব্দ) + আমি (প্রত্যয়) = ধূর্তামি ; রূপা (শব্দ) + আলি (প্রত্যয়) = রূপালী। এখানে আয়তাক্ষর শব্দগুলি তদ্ধিত-প্রত্যয়ের সাহায্যে গঠিত সাধিত শব্দ।

প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দের দুইটি অংশ। প্রথম অংশ শব্দ কিংবা ধাতু, দ্বিতীয় অংশ প্রত্যয়। প্রথম অংশকে বলা হয় প্রকৃতি।

১৫৯। প্রকৃতি : প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দের প্রথম অংশ যে শব্দ বা ধাতু তাহাকে প্রকৃতি বলে। প্রকৃতি দুইপ্রকার—(১) শব্দ-প্রকৃতি বা প্রাতিপদিক, (২) ক্রিয়া-প্রকৃতি বা ধাতু।

বিভক্তিযুক্ত নয় এমন বিশেষ্য, সর্বনাম ও বিশেষণই হইল প্রাতিপদিক।

শব্দের অর্থগত বা ব্যুৎপত্তিগত বিভাগ

সাধিত শব্দকে অর্থের দিক্ দিয়া তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।—যৌগিক, রূঢ় ও যোগরূঢ়।

১৬০। যৌগিক শব্দ : যে সাধিত শব্দের অর্থ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সম্মিলিত অর্থ হইতে পাওয়া যায়, তাহাই যৌগিক শব্দ।

বাংলা ভাষায় যৌগিক শব্দের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশী। কৃ ধাতুর অর্থ করা; অনীয় প্রত্যয়টি উচিত অর্থে প্রযুক্ত হয়। এখন উভয়ের সম্মিলনে করণীয় শব্দটির সৃষ্টি। এই শব্দটির অর্থ হইতেছে 'করা উচিত'। এই অর্থটি প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সম্মিলিত অর্থের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। অতএব করণীয় শব্দটি যৌগিক। গা ধাতুর অর্থ গান করা; ইয়ে প্রত্যয়টি চলিত ভাষায় দক্ষতা বুঝাইতে কর্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হয়। এখন গা+ইয়ে=গাইয়ে শব্দটির অর্থ 'গান করিতে পটু যে'। শব্দটির অর্থ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সম্মিলিত অর্থের সহিত এক হইতেছে বলিয়া গাইয়ে শব্দটি যৌগিক। পুত্র শব্দটির অর্থ সন্তান; অপত্য অর্থে ষ্ক প্রত্যয়টি প্রযুক্ত হয়। এখন পুত্র+ষ্ক=পৌত্র (পুত্রের পুত্র)। ঠাকুর শব্দটির অর্থ দেবতা; আলি প্রত্যয়টি ভাব বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। এখন ঠাকুর+আলি=ঠাকুরালি (ঠাকুরের ভাব)। পৌত্র, ঠাকুরালি শব্দ দুইটিরও অর্থ ইহাদের প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সম্মিলিত অর্থের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। বৃক্ষ=গাছ; শাখা=ডাল। বৃক্ষের শাখা সমাসবদ্ধ হইয়া বৃক্ষশাখা (গাছের ডাল) শব্দটির সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং পৌত্র, ঠাকুরালি, বৃক্ষশাখা প্রভৃতি যৌগিক শব্দ। মনে রাখিও, প্রকৃতি-প্রত্যয়লব্ধ অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থে যৌগিক শব্দ ব্যবহৃত হয় না।

১৬১। রূঢ় শব্দ : যে-সকল সাধিত শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থ বহন না করিয়া মাত্র লোকপ্রচলিত অর্থই বহন করে, তাহাদিগকে রূঢ় (রূঢ়ি) শব্দ বলে।

রূঢ় শব্দের সংখ্যা বাংলা ভাষায় অত্যন্ত অল্প। মণ্ডপ (=মণ্ড-√পা+ক) শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ 'মণ্ড বা ফেন পান করে যে'। কিন্তু 'মণ্ডপ' শব্দটি এই অর্থে কোথাও প্রযুক্ত হয় না; 'দেবালয়' বা 'গৃহ' অর্থেই শব্দটির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ। অথচ 'দেবালয়' বা 'গৃহের' সঙ্গে ফেনের কোনো সম্পর্ক নাই। কুশল (=কুশ-√লা+ড) শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ 'যজ্ঞের জন্য কুশ আহরণ করে যে'। কিন্তু শব্দটি এই অর্থে কোথাও প্রযুক্ত হয় না; 'নিপুণ' বা 'মঙ্গল' অর্থেই ইহার প্রয়োগ সীমাবদ্ধ। অথচ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে নিপুণ বা মঙ্গল কথাটির কোনো সম্পর্ক নাই। হরিণ (=√হৃ+ণিন্) শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থ 'যে হরণ করে'। কিন্তু শব্দটির দ্বারা আমরা এক নিরীহ ও নিরুপম পশুবিশেষকেই বুঝি

BANGODARSHAN.COM

যাহার সহিত 'হরণ করা'র কোনো সম্পর্ক নাই। সেইরূপ সন্দেশ (=সম্-√দিশ্+অল্)—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সংবাদ, প্রচলিত অর্থ মিষ্টান্নবিশেষ; শ্বশুর (=আশু-√অশ্+উর—নিপাতনে)—প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ 'যিনি অতি শীঘ্র খান' কিন্তু প্রসিদ্ধ অর্থ স্বামী বা স্ত্রীর পিতা; প্রবীণ (=প্র-√বীণি+অচ্)—শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থ 'বীণাবাদনে দক্ষ', প্রসিদ্ধ অর্থ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বৃদ্ধ।

১৬২। যোগরূঢ় শব্দ : যে-সকল শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থগুলির মধ্যে একটি বিশেষ অর্থেই প্রসিদ্ধ, তাহাদিগকে যোগরূঢ় শব্দ বলে।

একাধারে যৌগিক ও রূঢ় বলিয়াই নাম যোগরূঢ়। প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থের সহিত যোগ থাকায় যৌগিক, অথচ প্রত্যয়জাত অর্থগুলির মধ্যে একটি বিশেষ অর্থে সীমাবদ্ধ বলিয়া রূঢ়। পঙ্কজ (=পঙ্ক-√জন্+ড) শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থ 'যাহা পঙ্কে জন্মে'। শেওলা, শামুক, শালুক, কেঁচো, মাগুর, পাঁকাল, পদ্ম—অনেককিছুই পঙ্কে জন্মে। অথচ 'পঙ্কজ' শব্দটির অর্থ কেবল পদ্মফুলেই সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পদ্ম পঙ্কে জন্মে তাই, পঙ্কজ যৌগিক; আবার পঙ্কজ শব্দটি অন্য সমস্ত অর্থ বাদ দিয়া মাত্র পদ্ম অর্থেই লোকপ্রসিদ্ধ হওয়ায় শব্দটি রূঢ়ও বটে। বারিধি (=বারি-√ধা+কি) 'বারি ধারণ করে যে' প্রকৃতি-প্রত্যয়গত এই অর্থটির দ্বারা পুষ্করিণী, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি অনেককিছুই বুঝায়; অথচ 'সমুদ্র' এই বিশেষ অর্থেই কথাটি সীমাবদ্ধ। সেইরূপ—জলদ (=জল-√দা+ক, জল দেয় যে,—বিশেষ অর্থ মেঘ); রাজপুত (<রাজপুত্র, রাজার পুত্র—বিশেষ অর্থ রাজস্থানের অধিবাসী); বীণাপাণি (বীণাধারণকারী,—বিশেষ অর্থ সরস্বতী); আদিত্য (=অদিতি+ষ্ণ্য, অদিতির সন্তান,—বিশেষ অর্থ সূর্য); বাঁশি (বংশনির্মিত যেকোনো বস্তু,—বিশেষ অর্থ ফুৎকার-বাদ্যযন্ত্রবিশেষ); সম্বন্ধী (=সম্বন্ধ+ইন্, যাহার সম্বন্ধ আছে, বিশেষ অর্থ—স্ত্রীর ভ্রাতা); অন্ন (=√অদ্+ক্ত) প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ খাদ্য, কিন্তু বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত, তাই শব্দটি এখন ভাত অর্থেই সীমায়িত। (মিষ্টান্ন শব্দে প্রত্যয়গত আদি অর্থটি পাওয়া যায়।)

রূঢ় ও যোগরূঢ় শব্দের পার্থক্যটি লক্ষ্য কর।—রূঢ় শব্দের প্রচলিত অর্থটির সহিত শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থের কোনো সম্বন্ধ নাই। কিন্তু যোগরূঢ় শব্দের প্রচলিত অর্থটি প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থগুলির মধ্যে বিশেষ একটিতেই সীমাবদ্ধ।

বাংলার মতো জীবন্ত ভাষায় শব্দার্থের এরূপ কালানুক্রমিক পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক। ফলে শব্দার্থ কোথাও উৎকর্ষ পায়, কোথাও-বা অপকর্ষ পায়; কোথাও শব্দার্থের সংকোচন ঘটে, আবার কোথাও-বা শব্দার্থের প্রসারণ।—

(ক) শব্দ যেখানে মূল অর্থ পরিত্যাগ করিয়া উন্নততর অর্থ বহন করে, সেখানে শব্দার্থের উৎকর্ষ হইয়াছে বলা হয়। সম্ভ্রান্ত : মূল অর্থ—সম্যক্ ভ্রান্ত, কিন্তু প্রচলিত অর্থ—মর্যাদাসম্পন্ন। মন্দির : মূল অর্থ—গৃহ, কিন্তু প্রচলিত অর্থ—দেবালয়। "দূতর পন্থ-গমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি" (গৃহ)। "তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে" (দেবালয়)।

(খ) মূল অর্থ পরিহার করিয়া শব্দ যখন নিম্নমানের অর্থ বহন করে, তখন শব্দার্থের অপকর্ষ হয়। মহাজন : মূল অর্থ—প্রাচীন পদকার বা ধার্মিক ব্যক্তি, কিন্তু প্রচলিত অর্থ—ঋণদাতা। ইতর : মূল অর্থ—অন্য, কিন্তু প্রচলিত অর্থ নীচ।

"মহাজ্ঞানী **মহাজন** যে পথে করে **গমন** হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়" (মনীষী)। **মহাজন**-ভয়ে দেনদার রহে সদা যে গা ঢাকা দিয়া (উত্তমর্ণ)।

(গ) **বর্ষ** শব্দটির মূল অর্থ ছিল বর্ষাকাল, এখন **প্রসারিত অর্থ** দাঁড়াইয়াছে **বৎসর**। গঙ্গা বিশেষ একটি নদীর নাম। গঙ্গা হইতে জাত গাঙ শব্দটিতে অর্থ **প্রসারিত** হইয়া যেকোনো নদী বুঝায়। "**বর্ষে বর্ষে** দলে দলে আসে বিদ্যামঠতলে।" দীর্ঘকাল পরে খোলামেলা **গাঙে** স্নান করছি।

(ঘ) স্নেহ শব্দটির মূল অর্থ ছিল—যেকোনো ধরনের প্রীতি : এখন **সংকুচিত অর্থ** দাঁড়াইয়াছে—**কনিষ্ঠে প্রীতি**।

শব্দের মূল অর্থের পরিবর্তন

নিম্নলিখিত শব্দগুলির **আদি অর্থ** (যাহা বন্ধনীমধ্যে দেওয়া হইল) পরিবর্তিত হইয়া কী **নূতন অর্থ** দাঁড়াইয়াছে, লক্ষ্য কর : অবরোধ (অন্তঃপুর)—প্রতিবন্ধক ; আদৌ (আদিতে)—মোটেই ; কালি (তরল কালো রঙ)—যেকোনো রঙের কালি ; ক্রন্দসী (চিৎকারকারী বিপক্ষ সেনাদল)—অন্তরীক্ষ (বৈদিক 'রোদসী' শব্দের অনুকরণে রাবীন্দ্রিক সৃষ্টি) ; ঝি (কন্যা)—দাসী ; তিরস্কার (অদৃশ্য হওয়া) —ভর্ৎসনা ; তৈল (তিল হইতে নিষ্পেষিত স্নেহজাতীয় পদার্থ)—সরিষা নারিকেল প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত তৈল, এমনকি মাটির বুক হইতে পাওয়া কেরোসিনও তৈল হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; নির্ঘাত (প্রবল বাতাসের পরস্পর সংঘাতধ্বনি—বি)—নিষ্ঠুর, অব্যর্থ (বিণ) ; পাষণ্ড (ধর্মসম্প্রদায়)—নির্দয় ব্যক্তি ; পেশল (সুকুমার)—পেশীবহুল ; প্রজাপতি (ব্রহ্মা)—পতঙ্গবিশেষ ; বাধিত (বাধাপ্রাপ্ত)—অনুগৃহীত ; মৃগ (যেকোনো পশু)—হরিণ ; যথেষ্ট (ইচ্ছামতো)—প্রচুর ; সংঘাত (সংহতি, সমষ্টি) —সংঘর্ষ ; সচরাচর (চরাচরের সহিত বিদ্যমান)—সাধারণতঃ ; সৎ (বিদ্যমান)—ভালো ; সাশ্রয় (আশ্রয়যুক্ত)—ব্যয়লাঘব ; সাঙ্গ (পূর্ণাঙ্গ)—শেষ ; সামান্য (সমানের ভাব)—অত্যন্ত অল্প ; নাগর (নগরের অধিবাসী)—অবৈধ প্রেমিক ; চামার (মুচি)—নীচাত্মা ব্যক্তি ; শশধর (খরগোশধারী)—চন্দ্র ; রাগী (অনুরাগযুক্ত) —ক্রোধী ; গ্রাম (সমূহ : গুণগ্রাম, স্বরগ্রাম)—পল্লী ; দারুণ (দারু-নির্মিত বস্তুর মতো কঠিন)—খুব, ভীষণ বা মর্মান্তিক ; শুশ্রূষা (শুনিবার ইচ্ছা)—সেবা ; অভিজ্ঞান (সম্যক্ জ্ঞান)—চিহ্ন, নিদর্শন ; সভ্য (সভায় সজ্জন)—সদস্য ; সমাচার (সম্যক্ আচরণ)—সংবাদ ; ঘাস (খাদ্য)—পশুর খাদ্য তৃণ ; অদৃষ্ট (যাহাকে দেখা যায় না)—ভাগ্য ; তাৎপর্য (তৎপরতা)—অন্তর্নিহিত ভাব ; মৌন (মুনির ভাব)—নীরবতা ; ঐশ্বর্য (ঈশ্বরের ভাব)—ধনসম্পত্তি।

॥ আরও কয়েক ধরনের শব্দ ॥

কিছু কিছু বিদেশী শব্দ দীর্ঘদিন এদেশীয় জনগণের মুখে মুখে প্রচলিত থাকায় কিছুটা নূতন রূপ পাইয়াছে (স্থানবিশেষে অর্থেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছে) ; এরূপ শব্দকে **লোকজন্যুৎপত্তিজাত শব্দ** বলে। যেমন,—ইংরেজী arm-chair শব্দ হইতে **আরামচেআর** শব্দটির উৎপত্তি (হাত দুইটি আরামে রাখিবার জন্য হাতল-বিশিষ্ট তথা আরামদায়ী যে চেআর)। **মার্তাবান** দ্বীপ হইতে আমদানীকৃত কদলীর

BANGODARSHAN.COM

নাম **মর্তমান** হইয়া গিয়াছে। **বাটাভিয়ায়** উৎপন্ন লেবু **বাতাবি** নাম পাইয়াছে। তুর্কী উজবেগ জাতির লোকেরা শারীরিক পটুতার অধিকারী ছিল কিন্তু তাহাদের বৌদ্ধিক উৎকর্ষ তেমনকিছু ছিল না ; তাই **উজবেগ** হইতে জাত **উজবুক** শব্দটি নির্বোধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

দুইটি শব্দের কিছু অংশ বর্জন করিয়া অবশিষ্ট অংশদ্বয় জোড়া দিয়া যে নূতন শব্দ গঠিত হয় তাহাকে **জোড়কলম শব্দ** বলে। পৃথু+স্থূল=পৃথুল ; পটোল+লতা =পলতা ; উন্মুখ+মুখর=উন্মুখর ; চন্দ্রিকা+চন্দ্রমা=চন্দ্রিমা। এইসব শব্দের প্রয়োগ সাহিত্যে নির্বাধ।

কোনো শব্দের একটি খণ্ডিত অংশ বা সংক্ষেপিত রূপ স্বাধীনভাবে যখন কথোপকথনে বা সাহিত্যে ঠাঁই পায় তখন তাহাকে **খণ্ডিত শব্দ** বলে। টেলিফোন> ফোন ; টেলিগ্রাম>গ্রাম ; মাইক্রোফোন>মাইক ; বাইসিকল>বাইক।

যেকোনো ভাষার শব্দ বিকৃত হইয়া কেবল অঞ্চলবিশেষের লোকমুখে প্রচলিত থাকিলে সেই শব্দকে **অপশব্দ** বলা হয়। কোন্ দিকে>কমদে ; এই দিকে> অ্যামদে ; কোন্ স্থিতে>কোথা থেকে>কুনঠে। এই ধরনের শব্দ সাহিত্যে ঠাঁই পায় না।

অনুশীলনী

১। সংজ্ঞার্থ লিখ ও উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও : মৌলিক শব্দ, সাধিত শব্দ, যৌগিক শব্দ, প্রকৃতি, রূঢ় শব্দ, যোগরূঢ় শব্দ, শব্দার্থের উৎকর্ষ, শব্দার্থের অপকর্ষ, শব্দার্থের সংকোচন, শব্দার্থের প্রসারণ, লোকব্যুৎপত্তিজাত শব্দ, খণ্ডিত শব্দ, জোড়কলম শব্দ, অপশব্দ, প্রাতিপদিক।

২। শব্দ, পদ ও বিভক্তি কাহাকে বলে? ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কী? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৩। গঠনরীতির দিক্ দিয়া শব্দকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়? প্রত্যেকটি ভাগের দুইটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৪। পার্থক্য দেখাও : শব্দ ও পদ ; যৌগিক শব্দ ও যোগরূঢ় শব্দ ; যোগরূঢ় শব্দ ও রূঢ় শব্দ।

৫। কোন্ শ্রেণীর শব্দ, বল এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনস্থলে শব্দার্থের উৎকর্ষ-অপকর্ষ অথবা সংকোচন-প্রসারণ কোন্‌টি ঘটিয়াছে তাহাও দেখাও : মনসিজ, নীরদ, রাখাল, জলধি, বরদা, অন্ন, কালি, হাতি, টেকোমাথা, ঝরনা, তৈল, শুশ্রূষা, রান্না, জলযোগ, বাঁশি, বাড়ন্ত, লাবণ্য, সতর্ক পাঞ্জাবি, ধীবর, গো, রাজকন্যা, অর্ধচন্দ্র, বাধিত, মাংস, পীতাম্বর, প্রসাদ, রাজপুত, মহাজন, সন্দেশ, ঝি, পেশল, সৎ, সামান্য, প্রজাপতি, ব্যক্তি, তিরস্কার, সংঘাত, নির্ঘাত, সিংহাসন।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা শব্দ-সম্ভার

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলীকে আমরা মোটামুটি পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। (১) তৎসম, (২) তদ্ভব, (৩) অর্ধ-তৎসম, (৪) দেশী ও (৫) বিদেশী।

১৬৩। তৎসম শব্দ : যে-সমস্ত শব্দ সংস্কৃত হইতে সরাসরি বাংলা ভাষায় আসিয়া অবিকৃত রূপে চলিতেছে, তাহাদিগকে তৎসম শব্দ বলে।

তৎ = সংস্কৃত, সম = সমান ; অতএব তৎসম কথাটির অর্থ হইতেছে 'সংস্কৃতের সমান' অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দই অপরিবর্তিত আকারে বাংলায় চলিতেছে। মূল সংস্কৃত শব্দের প্রথমার একবচনের রূপটিই বাংলায় গৃহীত হইয়াছে—অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে শব্দের শেষস্থ বিসর্গ বা ম্ (ং) বর্জন করা হইয়াছে। বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রায় অর্ধাংশ (৪৪%) এই তৎসম শব্দে পুষ্ট। সংস্কৃত, ভাণ্ডার, শব্দ, অবিকৃত, ব্যবহৃত, তৎসম, তদ্ভব, শর, উদাহরণ, পিতা, মাতা, শিক্ষালয়, আচার্য, শিক্ষক, সকল, পদ্ম, গজ (হস্তী), ঘাস, দিক্, প্রাক্, সূপ প্রভৃতি তৎসম শব্দ।

১৬৪। তদ্ভব শব্দ : যে-সমস্ত শব্দ সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার হইতে যাত্রা করিয়া প্রাকৃতের পথে নির্দিষ্ট নিয়মে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া নূতনরূপে বাংলা ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহাদিগকে তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দ বলে।

তদ্ = সংস্কৃত ; ভব = উৎপন্ন ; অতএব তদ্ভব কথাটির অর্থ হইতেছে 'সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন'। কয়েকটি উদাহরণ দেখ।—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	তদ্ভব	সংস্কৃত	প্রাকৃত	তদ্ভব
কৃষ্ণ >	কন্‌হ >	কানু, কানাই	অদ্য >	অজ্জ >	আজ
কর্ণ >	কন্ণ >	কান	রাধিকা >	রাহিআ >	রাই
চন্দ্র >	চান্দ >	চাঁদ	সন্ধ্যা >	সঞ্‌ঝা >	সাঁঝ
বধূ >	বহূ >	বউ	হস্ত >	হত্থ >	হাত

কয়েকটি সংস্কৃত ক্রিয়াও প্রাকৃতের মধ্য দিয়া তদ্ভবরূপে বাংলায় আসিয়াছে।—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	তদ্ভব	সংস্কৃত	প্রাকৃত	তদ্ভব
খাদতি	খাঅই	খায়	কথয়তি	কহেই	কহে, কয়
প্রবিশতি	পবিসই	পৈশে, পশে	শৃণোতি	সুণই	শুনে, শোনে

আমাদের অতি-পরিচিত কয়েকটি তদ্ভব শব্দ কোন্ সংস্কৃত শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, জানিয়া রাখ। অধস্তাৎ—হেঁট ; অপর—আর ; অপস্মরতি—পাসরে ; অবিধবা—এয়ো ; অলক্ত—আলতা ; অশীতি—আশি ; অষ্ট—আট ; অষ্টপ্রহরীয়—আটপৌরে ; অষ্টাদশ—আঠারো ; অষ্টাবিংশতি—আটাশ ; অর্গলয়তি—আগলায় ; অক্ষপাট—আখড়া ; আত্মন্—আপন ; আকর্ষণী—আঁকশি ; আদিত্য—আইচ (পদবী) ; আবিশতি—আইসে, আসে ; আরাত্রিক—আরতি ; ইন্দ্রাগার—ইঁদারা ;

BANGODARSHAN.COM

উপাধ্যায়—ওঝা ; এতদ্—এই ; একাদশ—এগারো ; এরণ্ড—ভেরেণ্ডা ; কঙ্কণ—কাঁকন ; কর্কট—কাঁকড়া ; কাঙ্ক্ষা—খাঁই ; কীদৃশন—কেন ; কুটজ—কুড়চি ; কুটির—কুঁড়ে ; কুণ্ঠিত—কুঁড়ে (অলস) ; কেতক—কেয়া ; কেতকট—কেওড়া ; কর্ণধারী—কাণ্ডারী ; খঞ্জ—খোঁড়া ; খড়্গ—খাঁড়া ; খণ্ড—খানা ; খুল্ল—খুড়া ; গঙ্গা—গাঙ ; গত+ইল—গেল (উচ্চারণ : গ্যালো) ; গড্ডিকা—গাড়ি ; গর্দভ—গাধা ; গৃহিণী—ঘরনী ; গৈরিক—গেরুয়া ; গোধূম—গম ; গোমিক—গুঁই ; গোরূপ—গোরু ; গোস্বামী—গোসাঁই ; গাত্র—গতর ; গ্রাম—গাঁও, গাঁ ; ঘট—ঘড়া ; ঘাত—ঘা ; চটক—চড়াই ; চক্র—চাক ; চন্দ্রাতপ—চাঁদোয়া ; চর্মচটিকা—চামচিকা ; চিচিণ্ড—চিচিঙ্গা ; জলৌকা—জোঁক ; জতু—জউ ; জ্যেষ্ঠতাত—জেঠা ; তন্ত্র—তাঁত ; তাম্র—তাঁবা, তামা ; ত্রীণি—তিন ; দলপতি—দলুই (পদবী) ; দীপবর্তিকা—দেউটি ; দীপরক্ষ—দেরকো ; দীপশলাকা—দিয়াশলাই ; দীপাবলী—দেওয়ালি ; দেবকুল—দেউল ; দেহলি—দেউড়ি ; দেবদারু—দেওদার ; নবনীত—ননী ; পতঙ্গ—ফড়িং ; পরীক্ষা—পরখ ; পর্ব—পাব ; পর্যঙ্ক—পালঙ ; পাটলি—পারুল ; প্রতিবেশী—পড়শী ; ফুল্ল—ফুল ; বন্যা—বান ; বভ্রু—বড় ; বহিত্র—বৈঠা ; বিহ্বল—বিভোর ; ব্রাহ্মণ—বামুন ; ব্যামোহ—ব্যামো ; ভক্ত—ভাত ; ভগিনী—বোন ; ভ্রাতা—ভাই ; ভ্রাতৃজায়া—ভাজ ; ভ্রাতৃশ্বশুর—ভাশুর ; ভেলক—ভেলা ; ভদ্রক—ভালো ; মণ্ডপ—মেরাপ ; মন্থর—মাঠো ; ময়া—মুই ; মাতা—মা ; মাতৃকা—মেয়ে ; মুণ্ড—মুড়া, মুড়ি ; মৃত—মড়া ; যাতি—যায় ; যুক্মাক্তি—[illegible] ; [illegible]—[illegible] ; [illegible]—[illegible] ; শুল্ক—শুখা, শুকো ; শোভাঞ্জন—শজিনা ; [illegible]—[illegible] ; যোজন—যোজ ; [illegible]—সাঁকো ; সংবরণ—সামলানো ; সত্য—সাচ্চা ; সপত্নী—সতিন ; সর্ব—সব ; সাগর—সায়র ; সামন্তপাল—সাঁওতাল ; সামন্তরাজ—সাঁতরা ; সূত্র—সুতা ; সূত্রধর—সুতার ; সৌভাগ্য—সোহাগ, [illegible] ; [illegible]—[illegible] ; [illegible]—[illegible] ; হস্ত—হাড় ; হস্তী—হাতি।

খাঁটী বাংলা বলিতে এইসব তদ্ভব শব্দকেই বুঝায়। বাংলা ভাষাভাণ্ডারের প্রায় অর্ধাংশ (৫১%) এই শ্রেণীর শব্দে পূর্ণ। **তদ্ভব শব্দ বাংলা ভাষায় প্রাণ, আর তৎসম শব্দ তাহার অলংকার।**

১৬৫। অর্ধ-তৎসম শব্দ : যে-সমস্ত সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতের পথ না ধরিয়া সরাসরি বাংলা ভাষায় আসিতে চাহিয়াছে, অথচ তৎসম শব্দের মতো নিজের রূপটি অটুট রাখিতেও পারে নাই, তাহাদের সেই বিকৃত রূপকেই অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে।

কৃষ্ণ—কেষ্ট ; তৃষ্ণা—তেষ্টা ; বৈষ্ণব—বোষ্টম ; উৎসন্ন—উচ্ছন্ন ; শ্রাদ্ধ—ছেরাদ্দ ; নিমন্ত্রণ—নেমন্তন্ন ; কীর্তন—কেত্তন ; প্রসন্ন—পেসন্ন ; প্রদীপ—পিদিম ; প্রণাম—পেন্নাম ; শ্রী—ছিরি ; ভ্রম—ভেরম ; বৃহস্পতি—বেস্পতি, বিসুদ্যত ; চন্দ্র—চন্দোর ; মহোৎসব—মচ্ছব ; গৃহিণী—গিন্নী ; ত্র্যহস্পর্শ—তেরস্পর্শ।

তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দের **পার্থক্যটি** লক্ষ্য কর। উভয় শ্রেণীরই মূল হইল সংস্কৃত, আর উভয়েই সংস্কৃতের মূল রূপটি হারাইয়া ফেলিয়াছে। তবে, তদ্ভব শব্দের রূপ-পরিবর্তনের মধ্যে ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের স্বাক্ষরটি স্পষ্ট, কিন্তু অর্ধ-তৎসম শব্দের উদ্ভবের পশ্চাতে উচ্চারণ-বিকৃতিই বড়ো কথা। মূল সংস্কৃত শব্দ কৃষ্ণ ধারাবাহিক রূপান্তরের ফলে কানু (কানাই) এই তদ্ভব রূপ দুইটি পাইয়াছে,

আর উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে অর্ধ-তৎসম **কেষ্ট** রূপটি পাইয়াছে। অবাঙালীর মুখে এই কেষ্ট শব্দটি আবার খুব তাড়াতাড়ি **কিষ্ট** রূপলাভ করিয়া ফেলিতেছে। সাধু-চলিত-নির্বিশেষে উভয়রীতির ভাষাতেই তদ্ভব শব্দাবলীর বিশেষ সমাদর রহিয়াছে; কিন্তু মৌখিক আলাপ-পরিচয় আর চলিত ভাষার রচনা ছাড়া সাধু ভাষায় অর্ধ-তৎসম শব্দের বড়ো-একটা স্থান নাই।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য কর—একই সংস্কৃত শব্দ হইতে অর্ধ-তৎসম শব্দ এবং তদ্ভব শব্দ দুইই পাইয়াছি, এমন উদাহরণও দুর্লভ নয়।—

সংস্কৃত	তদ্ভব	অর্ধ-তৎসম	সংস্কৃত	তদ্ভব	অর্ধ-তৎসম
কৃষ্ণ	কানু, কানাই	কেষ্ট	চক্র	চাক	চক্কোর
চন্দ্র	চাঁদ	চন্দোর	গৃহিণী	ঘরনী	গিন্নী
মিত্র	মিতা	মিত্তির	রাত্রি	রাত	রাত্তির

ফলে বাংলা ভাষার লাভই হইয়াছে বলা যায়। সংস্কৃত যেখানে কেবল কৃষ্ণ শব্দটি পাইয়াছে, আমরা সেখানে কমপক্ষে চারিটি শব্দ পাইয়াছি—কৃষ্ণ, কানু, কানাই, কেষ্ট; সেই সঙ্গে কেষ্ট-র তুচ্ছার্থক বা আদরার্থক রূপ কেষ্টাও বটে।

বঙ্গদেশে আর্যজাতির প্রভাব পড়িবার বহু পূর্ব হইতে কোল (অস্ট্রিক), দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্যজাতি এখানে বসবাস করিয়া আসিতেছে। তাহাদের ভাষার কিছু কিছু শব্দও বাংলা ভাষায় আসিয়াছে। এইসব শব্দকে **দেশী শব্দ** বলা হয়।

১৬৬। দেশী শব্দ: বঙ্গদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী কোল, ভিল প্রভৃতি অনার্য-জাতির ভাষা হইতে জ্ঞাতমূল বা অজ্ঞাতমূল যে-সমস্ত শব্দ বাংলা ভাষায় আসিয়াছে, সেগুলিকে দেশী শব্দ বলে। অঢেল, কাঁচুমাচু, কুলো, কুকুর, খোকা, খুকি, খাঁজ, গাড়ি, গোড়া, ঘাড়, ঘোড়া, চাউল, চাপাড়, চাল্লা, চিড়, চিংড়ি, চেঁচামেচি, চোঁচ, ছানা, ঝাঁকা, ঝাঁটা, ঝিঙে, ঝুলি, ঝানু, ঝোল, টাল, টের, টোল, ডগমগ, ডবকা, ডাহা, ডাগর, ডাক, ডাব, ডেয়ো, ডোবা, ডাঁটো, ডাঁসা, ডিঙি, ঢেঁকি, ঢেউ, ঢিল, ঢল, ঢাল, ঢোল, তেঁতুল, দরমা, থোড়, ধাঁচা, নাদা, পাঁঠা, পেট, বাদুড়, বাবা, বিটকেল, ভিড়, মুড়ি (খোলায় ভাজা চাউল)। এইসমস্ত দেশী শব্দের প্রচলন বাংলা প্রবচনে ও চলিত ভাষায় নিরঙ্কুশ।

১৬৭। বিদেশী শব্দ: ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ হইতে অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে যে-সকল শব্দ স্ব-রূপে বা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে বাংলা ভাষায় আসিয়াছে, সেগুলিকে বিদেশী শব্দ বলে।

আগন্তুক শব্দগুলির মধ্যে বহির্ভারতীয় ইংরেজী, আরবী, ফারসী ও পোর্তুগীজ শব্দই সংখ্যায় বেশী; আর, অন্তর্ভারতীয় প্রতিবেশী শব্দাবলীর মধ্যে হিন্দীর আধিক্যই উল্লেখনীয়।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে বঙ্গদেশ তুর্কী-কবলিত হওয়ার পর হইতেই ফারসী শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশলাভ করিতে থাকে। বঙ্গদেশ আকবরের শাসনে আসিবার পর হইতে বাংলায় ফারসী শব্দের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে, এমন-কি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদেও ফারসীর ভূরি ভূরি উদাহরণ রহিয়াছে। ফারসীর দৌলতে অসংখ্য আরবী শব্দও বাংলা ভাষায় আসিয়া পড়িল। ষোড়শ

BANGODARSHAN.COM

শতাব্দী হইতে এদেশে বাণিজ্যরত পোর্তুগীজ ফিরিঙ্গীদেরও বহু শব্দ বাংলায় আসিয়াছে। আবার, দীর্ঘদিন ইংরেজ-শাসনাধীনে থাকার ফলে বহু ইংরেজী শব্দ স্ব-রূপে বা ঈষৎ বিকৃতরূপে আমাদের মাতৃভাষার ভাণ্ডারে প্রবেশলাভ করিয়া বাংলাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে এবং এখনও তুলিতেছে। বাংলা ভাষা আপন স্বীকরণ-ক্ষমতার বলে এইসমস্ত বিদেশী শব্দকে এমন আশ্চর্যজনকভাবে আপন করিয়া লইয়াছে যে, ইহারা যে আদৌ বিদেশী, বেশ সচেতন না হওয়া পর্যন্ত তাহা বুঝিতেই পারা যায় না। অতি-পরিচিত বিদেশী শব্দগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল।—

আরবী—অকু (অবাঞ্ছিত ঘটনা), অকুফ, আছ, আছিলা, আকছার, আক্কেল, আখের, আজব, আজান, আতর, আদব, আদাব, আদম, আদায়, আদালত, আফিম, আমলা, আমানত, আমিন, আমির, আয়েশ, আরক, আরজি, আরশ, আলবত, আলাদা, আলেকুম, আলোয়ান, আল্লা, আসবাব, আসর, আসল, আসামী, আস্তাবল, আহম্মক, ইজারা, ইজ্জত, ইনাম, ইমান, ইমাম, ইমারত, ইল্লত, ইশারা, ইসলাম, ইস্তফা, ইস্তাহার, ইহুদী, ঈদ, উকিল, উজির, উসুল, এখতিয়ার, এজমালি, এজলাস, এজাহার, এলাকা, এলেম (বিদ্যা), ওকালতি, ওজন, ওজর, ওমরাহ্, ওয়াকিফ, ওয়ারিস, ওয়াসিল, ওরফে, কড়ার, কতল, কদম, কদর, কবজা, কবর, কবালা, কবুল, কর্জ, কলপ, কলম, কসরত, কসাই, কসুর, কাওয়ালি, কাজিয়া, কাজী, কাতার, কানুন, কাফের, কাবাব, কাবিল, কামিজ, কায়দা, কায়েম, কালিয়া, কাহিল, কিসমত, কিস্তি, কুর্সি, কুলুপ, কুল্লে, কেচ্ছা, কেতা (কায়দা), কেরামত, কেল্লা, কৈফিয়ত, খত, খতম, খবর, খয়রাত, খসড়া, খাজনা, খাতির, খারাপ, খারিজ, খালসা, খালাস, খালাসী, খালি, খাস, খাসা, খাসি, খুন, খেতাব, খেয়াল, খেলাত, খেলাপ, খেসারত, খোলসা, গজল, গরজ, গরমিল, গরিব, গল্দ, গাজী, গাপ, গাফিলতি, গায়েব, গোলাম, গোসল, গোসা, ছবি, জবাই, জবাব, জব্দ, জমা, জমানত, জমায়ত, জরিপ, জরুর, জলদি, জলসা, জলুস, জল্লাদ, জহর, জহরত, জাফরান, জাফরি, জাবদা, জামিন, জারি, জালিয়াতি, জাহাজ, জাহির, জিনিস, জিম্মা, জুম্মা, জুলুম, জেরা, জেলা, তছরূপ, তদারক, তফসিল, তফাত, তবক, তবলা, তবিয়ত, তরজমা, তরফ, তলব, তল্লাশ, তসবির, তাগাদা, তাগিদ, তাজ, তাজিয়া, তাজ্জব, তামাশা, তারিখ, তারিফ, তালাক, তালিকা, তালিম, তালুক, তাস, তুফান, তুলকালাম, তেজারত, তৈরিজ, তোফা, তোয়াক্কা, তোয়াজ, দখল, দপ্তর, দফা, দলিল, দাখিল, দাখিলা, দায়রা, দিক (বিরক্ত), দীন (ধর্ম), দুনিয়া, দেমাক, দোয়া, দোয়াত, দৌলত, নকশা, নকিব, নওবত, নগদ, নবাব, নবী, নসিব, নাগাত, নাজিম, নাজির, নাজেহাল, নায়েব, নুর, নেশা, ফকির, ফজর, ফতুয়া, ফতুর, ফতে, ফতোয়া, ফয়সালা, ফরাশ, ফসকা, ফসল, ফাজিল, ফানুস, ফায়দা, ফারাক, ফালাও, ফি, ফিকির, ফিরিস্তি, ফুরসত, ফেরার, ফেসাদ, ফৈজত, ফোয়ারা, ফৌজ, বকেয়া, বদর, বদল, বরকৎ (শ্রীবৃদ্ধি), বহর, বহাল, বাকী, বাজে, বাতিল, বাদ, বাবত, বায়না, বিদায়, বিলকুল, বিলাত< বিলায়ৎ, বিসমিল্লা, বুরুজ, বোরকা, মকদ্দমা, মকুব, মক্কেল, মক্তব, মখমল, মজবুত, মজলিস, মজুত, মজুর, মনিব, মফস্বল, মবলগ, মলম, মশগুল, মসজিদ, মসনদ, মসলন্দ, মসলা, মহকুমা, মহরম, মহল, মহল্লা, মাতব্বর, মানে, মাফ, মারফত, মালিক, মালুম, মাল্লা, মাসুল, মিছরি, মিছিল, মিয়াদ, মিসর, মুনশী, মুনাফা, মুরুব্বী, মুলুক, মুশকিল, মুসলিম, মুসাফির, মুহুরী, মেজাজ, মেয়াদ, মেরামত, মোকাবিলা, মোকাম,

মোক্তার, মোক্তম, মোতাবেক, মোতায়েন, মোলাকাত, মোলায়েম, মৌরুসী, মৌসুম, রকম, রদ্দী, রফা, রাজী, রায়, রায়ত, রুজু, রেওয়াজ, রেকাব, রেয়াত, লাখেরাজ, শখ, শরবত, শরাব, শরিফ, শরিয়ত, শর্ত, শহিদ, শামা, শামিল, শুরু, শোহরত (শোর-), শৌখিন, সওয়াল, সদর, সন, সনদ, সপ (লম্বা মাদুর), সফর, সরবতী, সলা, সাকিন, সাজিশ (কুকর্মে সহযোগ), সাফ, সাবুদ, সাবেক, সালিস, সাহেব, সুফী, সুবা, সেরকশ, সেরেফ, সেলাম, সোরাই, হক, হকিম, হজম, হজরত, হদিস, হদ্দ, হদ্দমুদ্দ (বড়ো জোর), হয়রান, হরফ, হলকা, হলফ, হাউই, হাওদা, হাওয়া, হাওলা, হাওলাত, হাকিম, হাজত, হাজির, হাজী, হাবশী, হাবেলী, হামলা, হামাম, হারাম, হাল, হালুইকর, হালুয়া, হাসিল, হিম্মত, হিসাব, হিস্সা, হুজ্জত, হুঁকা, হুকুম, হুজুর, হেপাজত।

ফারসী—অজু, অজুহাত, অন্দর, অস্তর, আইন, আওয়াজ, আঙুর, আহ্লাদ, আতশ, আনার (বেদানা, ডালিম), আন্দাজ, আপস, আপসোস, আবকার, আবরু, আবহাওয়া, আবাদ, আমদানি, আমেজ, আয়না, আরাম, আশকারা, আশরফি, আসমান, আসান, আস্তানা, আস্তিন, আস্তে, ইউনানী, ইয়ার, ইরান, ইসবগুল, উমেদ, ওস্তাগর, ওস্তাদ, কম, কাগজ, কাবাব, কামাই, কামান, কারকুন, কারখানা, কারচুপি, কারদানি, কারবার, কারসাজি, কারিগর, কিংখাব, কিনারা, কিশমিশ, কুর্নিশ, কুস্তি, খোয়ার, খঞ্জর, খরগোশ, খরচ, খরিদ, খসখস, খাকী, খানদান, খানসামা, খানা (স্থান—খানা-তল্লাশ, তোষাখানা), খাপ্পা, খাম, খামকা, খাস্তা, খুব, খুশি, খোদ, খোদা, খোদাবন্দ, খোরপোশ, খোরাক, খোশামোদ, গজ, গঞ্জ গরম, গরমি, গর্দান, গস্ত, গালচে, গুজরান, গুম, গুমর, গুমান (গর্ব), গুল (ফুল), গোমস্তা, গোয়েন্দা, গোল (উচ্চরব), গোলন্দাজ, গোলাপ, গোস্তাকি, গ্রেফতার, চরকা, চরকি, চশমখোর, চশমা, চাকর, চাকরি, চাকরান, চাদর, চাঁদা, চাপরাস, চাবুক, চারা (উপায়), চালাক, চিকন (কাপড়ের উপর রেশম, জরি ইত্যাদির নকশা), চেহারা, জখম, জঙ্গ (যুদ্ধ, মরিচা), জবর, জবান, জমি, জরি, জাদু, জান, জানোয়ার, জামা, জিগর, জিঞ্জির, জিন, জিন্দা, জিন্দেগি, জেব (পকেট), জের, জোয়ান, জোর, তক্ত, তছনছ, তরকারি, তরমুজ, তলাও, তাকিয়া, তাজা, তাফতা, তীর (শর), তীরন্দাজ, তৈয়ার, তোতা, তোশক, দম (নিশ্বাসপ্রশ্বাস), দরকার, দরখাস্ত, দরগা, দরজা, দরজী, দরদ, দরদালান, দরবার, দরবেশ, দরাজ, দরিয়া, দরুন, দস্তখত, দস্তানা, দাঙ্গাদার, দস্তুর, দহরম, দাগ, দাদন, দান, দাবি, দামামা, দায়ের, দারোয়ান, দালান, দিল, দিলখোশ, দিলাসা (সান্ত্বনা, ভরসা), দিস্তা, দুরস্ত (নির্ভুল), দুম্বা, দুশমন, দূরবীন, দেওয়াল, দেদার, দেরি, দেহাত, দেহাতী, দোকান, দোজখ, দোস্ত, নজর, নমাজ, নমুনা, নরম, নাচার, নাবালক, নামজাদা, নামঞ্জুর, নালিশ, নাশপাতি, নাস্তানাবুদ, নিমক, নিমকি, নিমখুন, নিশাদল, নিশান, পছন্দ, পনির, পয়গম্বর, পয়জার, পরওয়া, পরকলা, পরগনা, পরী, পরোয়া, পরোয়ানা, পর্দা, পল, পলক, পশম, পাইকার, পাঞ্জা, পাঞ্জী, পায়দান, পাপোশ, পায়জামা (পাজামা), পায়া, পালোয়ান, পিরান, পিলখানা, পুল, পেয়াদা, পেয়ালা, পেশকার, পেশা, পেস্তা, পোক্ত, পোলাও, পোশাক, পোস্তা, ফরমান, ফরমাশ, ফরিয়াদী, ফলসা (ফলবিশেষ), ফাঁস (গুপ্ত কথার প্রকাশ), বকশিশ, বখরা, বদলা, বজায়, বজ্জাত, বদ, বদখত, বদন (শরীর ঃ গুলবদন = পুষ্পতনু), বদমাস, বনাম, বনিয়াদ, বন্দর, বন্দুক, বন্দেগি, বরখাস্ত, বরদার (বাহক), বরদাস্ত, বরং, বরবাদ, বরাত

BANGODARSHAN.COM

(কাজের ভার, ভাগ্য), বরাদ্দ, বরাবর, বস্তা, বাগ, বাগিচা, বাচ্চা, বাজ (পাখি), বাজার, বাজি, বাজিকর, বাজু, বাজেয়াপ্ত, বাদশাহ্, বাদাম, বানু, বান্দা, বাঁদী, বারান্দা, বালাখানা, বালাপোশ, বহাল, বাস্, বেকার, বেগার, বেচারা, বেজার, বেদম, বেদস্তুর, বেদানা, বেনাম, বেপরোয়া, বেবন্দোবস্ত, বেমার, বেরাদার, বেলোয়ারী, বেশ, বেশরম, বেশী, বেশুমার, বেসরকার, বেহুঁশ, বেহেশত, মগজ, মজুমদার, মজুর, ময়দা, ময়দান, মরদ, মরিচা, মলিদা, মালাই, মালিশ, মাহিনা, মিনা, মিনার, মিসি, মিহি, মেথর, মোজা, মোম, মোরগ, মোহর, রওয়ানা (রওনা), রগ, রঙ্গিন, রপ্তানি, রবার, রসদ, রসিদ, রাস্তা, রাহা, রাহাজানি, রাহী, রিফু, রুমাল, রেজাগি, রেশম, রেহাই, রোজ, রোজগার, রোজা, রোশনাই, লশকর, লাগাম, লাশ, লেফাফা, শনাক্ত, সমশের (তরবারি), শরম, শরিক, শহর, শাগরেদ, শামিয়ানা, শায়েস্তা, শাল, শালগম, শাহ্, শিকার, শিরনামা, শিরনি, শিশা, শিশি, শুমার, শের (বাঘ, সিংহ), শোরগোল, শোরা, সওদা, সওদাগর, সওয়ার, সফেদ, সফেদা, সবজি, সবুজ, সবুর, সরকার, সরখেল, সরগরম, সরজমিন, সরঞ্জাম, সরবরাহ, সরাই, সরাসরি, সরোদ, সর্দার, সর্দি, সাজা, সাদা, সানাই, সারেং, সাল, সিপাহী, সিয়া (কালি), সুদ, সুপারিশ, সুর্মা, সে (তিন), সেতার, সেরা, সেরেস্তা, সোপরদ্দ (সোপর্দ), হপ্তা, হরকরা, হরদম, হাঙ্গামা, হাজার, হামেশা, হিন্দ্, হিন্দী, হিন্দু, হুঁশ, হুঁশিয়ার, হেস্তনেস্ত।

আরবী-ফারসীর মিশ্রণ—আদমশুমার, ওকালতনামা, কুচকাওয়াজ, কেতাদুরস্ত, কোহিনূর, খবরদার, খয়েরখাঁ, খামখেয়াল, জমাদার, জরিমানা, ত-খরচ, তাঁবেদার, না-মঞ্জুর, না-রাজ, না-হক, নেক-নজর, পিলসুজ, পোদ্দার, বকলম, বরকন্দাজ, বাহাল, বেআইন, বেআক্কেল, বেআদব, বেইজ্জত, বেইমান, বে-এক্তিয়ার, বে-ওজর, বে-ওয়ারিশ, বেকবুল, বেকসুর, বেকায়দা, বেকুফ, বেজায়, বেদখল, বেবাক (সমস্ত), বেমক্কা, বেমালুম, বেমেরামত, বেহদ্দ, বেহায়া, বেহিসাবী, শামাদান, সেরেফ, সেলাখানা (অস্ত্রাগার), হকদার, হুঁকাবরদার। [আরবী-ফারসী শব্দে প্রায় সর্বত্রই ত, কচিৎ ৎ—লক্ষ্য কর।]

তুর্কী—কলকা, কাঁচি, কানাত, কাবু, কুলি, কোর্মা, ক্রোক, খাঁ, চকমকি, চিক, তকমা, তোপ, দারোগা, বকশী, বাবুর্চী, বারুদ, বুঁচকি, বেগম, বোঁচকা, মুচলেকা।

শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধর্ম, সভ্যতা-ব্যবসায়বাণিজ্য-শিল্পকলা, শাসনকার্য-রাজস্ব-আইন-আদালত প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সংক্রান্ত এইসব আরবী-ফারসী-তুর্কী শব্দ আমাদের জীবনের সঙ্গে কেমন ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে, লক্ষ্য কর।

ইংরেজী—অক্সিজেন, আপিস, আপেল, আরদালী (<orderly), এরারুট, আর্ট, আস্তাবল (<stable), এনামেল, এজেনট, ঈশা, উল, এঞ্জিন, ওলকপি (<kohlrabi), কংগ্রেস, কনসার্ট, কনস্টেবল, কফ (আস্তিনের অগ্রভাগ), কফি, কমা, করগেট, কর্ক, কাপ্তেন (<captain), কার্নিস, কার্পেট, কুইনিন, কুইনটাল, কেক, ক্যাঙ্গারু, কেটলি, কেয়ার, কেরোসিন, কেস, কোকেন, কোম্পানি, কোচ, কৌঁসিলী (<council), ক্যাম্বিস (<canvas), ক্যামেরা, ক্রীশ্চান (<Christian), ক্লাব, ক্লাস, খাঁটি (চুয়ানো দেশী মদ<country), গারদ (<guard), গার্জেন (<guardian), গিনি, গেজেট, গেঞ্জি, গেট, গেলাস (<glass), চপ, চান্স, চিমনি, চেক, চেন, চেয়ার, জাঁদরেল (<general), জুবিলি, জিরাফ, জুরি, জেটি, জেল, জেলি, জ্যাকেট, টনিক, টাইপ, টায়রা, টাইম,

টিকিট, টিন, টিফিন, টেবিল (<table), টেলিগ্রাফ, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টোন, ট্যাক্সি, ট্রাম, ট্রেন, ডক, ডজন, ডবল, ডাক্তার (<doctor), ডিক্রি, ডিপো (<depot), ডেপুটি, ড্রাম, ড্রেন, তোরঙ্গ (<trunk), থিয়েটার, নম্বর, নিব, নোটিস, পকেট, পাইট, পাউডার, পানসি (<pinnace), পার্লামেন্ট, পার্সেল, পালিশ, পাস, পিয়ন, পিন, পিয়ানো, পীচ (ফলবিশেষ), পুলিস, পেট্রল, পেন, পেনশন, পেনসিল, ফিট, ফিটন, ফোটোগ্রাফ, ফ্যাশন, ফ্রক, ফ্রেম, ফ্ল্যাট, বয়কট, বাক্স (<box), বারিক (<barrack), বার্লি, বিসকুট, বুরুশ (<brush), বোনাস, মাইল, মার্কিন, মেহগনি, মেস, মোটর, ম্যানেজার, রাবিশ, রিহার্সেল, রেস, লিলি, লেবেল, লেমোনেড, সনেট, সার্কাস, সার্জ, সার্জন, সার্জেন্ট, সিগন্যাল, সীল, সুপ, সেমিকোলন, স্লো, স্লেট, স্ট্রো, হাইকোর্ট, হুইল, হুক, হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি।

পোর্তুগীজ—আচার, আতা, আনারস, নোনা (<এনোনা), আয়া, আলকাতরা, আলপিন, আলমারি, ইস্তিরি, ইস্পাত, এস্তার, ওলন্দাজ, কপি, কাতান, কানেস্তারা, কাফ্রী (<caffre), কাবার, কামরা, কিরিচ, কেদারা, খানা (ডোবা <cana), গরাদে, গামলা (<gambella), গির্জা, গুদাম, চাবি, জানালা, টোকা (পাতার তৈয়ারী ছাতা <touca), তামাক, তিজেল (পাকপাত্র), তোয়ালে, তোলো (হাঁড়ি), নিলাম, পাঁউরুটি, পাদরী, পিপা, পিস্তল, পেঁপে, পেয়ারা, পেরেক (<prego), ফরাসী, ফর্মা, ফিতা, ফিরিঙ্গী, বয়া, বরগা (<verga), বালতি, বেহালা, বোমা (<bomba), মাইরি (<Maria), মার্কা, মাস্তুল (<mastro), মিস্ত্রী, যীশু, সাগু, সান্তারা (<cintra—কমলালেবু), সাবান, সায়া, সালসা, সেঁকো ইত্যাদি।

অন্যান্য বিদেশী শব্দ—ফরাসী: কার্তুজ, কুপন, রেনেসাঁস, রেস্তরা। **জার্মান:** নাৎসী (Nazi), কিনডারগার্টেন। **স্পেনীয়:** ডেঙ্গু (dengue)। **ওলন্দাজী:** ইস্কাপন, রুইতন, হরতন। **গ্রীক:** কেন্দ্র (<kentron শব্দটি গ্রীক হইতে সংস্কৃতে আসে), দাম (<drakhme), সুরঙ্গ (<syringx)। **রাশিয়ান:** ভডকা, বলশেভিক, স্পুটনিক। **জাপানী:** জুজুৎসু, টাইফুন, রিকশা, হারাকিরি, হাসনুহানা। **চীনা:** চা, লিচু। **মালয়ী:** কাকাতুয়া। **সিংহলী:** বেরিবেরি। **বর্মী:** লুঙ্গী।

বিদেশী শব্দাবলীর মধ্যে এ-পর্যন্ত বহির্ভারতীয় শব্দের হিসাব লইলাম। এইবার অন্তর্ভারতীয় প্রতিবেশী শব্দ। **হিন্দী:** আলাল, ইস্তক, উতরাই, ওয়ালা, কচুরি কাহিনী, কেয়াবাত, কোরা, খাট্টা, খানা (খাদ্য), চাপকান, চামেলি, চালু, চাহিদা, চিকনাই, চৌকস, জাড়, ঝাড়ু, ঝাণ্ডা, টহল, ডেরা, তাগড়া, তাম্বু (তাঁবু), দাঙ্গা, পানি, পায়দল, ফালতু, বাত (কথা), বানি, বীমা, বেলচা, বেলদার, রঙ্গিলা, লাগাতার, লু, লোটা, সাঁটা, সোলা। **গুজরাটী:** গরবা, তকলি, হরতাল। **মারাঠী:** চৌথ, বর্গী। **তামিল:** চুরুট। **তেলুগু:** প্যানডেল।

এই যে তৎসম, তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম, দেশী বা বিদেশী শব্দরাশি বাংলা ভাষায় চলিতেছে, বাংলার সমন্বয়সাধনী প্রতিভা কয়েকটি স্থলে এই শব্দাবলীর শ্রেণীগত বৈষম্যের বালাই লোপ করিয়া দিয়া সঙ্কর শব্দের সৃষ্টি করিয়াছে।

১৬৮। সঙ্কর শব্দ: এক শ্রেণীর শব্দের সহিত অন্য শ্রেণীর উপসর্গ প্রত্যয় ইত্যাদির যোগে অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দের পারস্পরিক সংযোগে যেসব নূতন শব্দের সৃষ্টি হয়, তাহাদিগকে সঙ্কর শব্দ (Hybrid) বলে।

BANGODARSHAN.COM

(ক) **তৎসম শব্দ + বাংলা শব্দ:** পিতাঠাকুর, মাতাঠাকুরানী, নিভুল, নিখুঁত, কাজকর্ম, কুলবশত, ফুলপুঞ্জ, মায়াকান্না, বজ্রআঁটুনি, শ্বেতপাথর।

(খ) **তৎসম শব্দ + বিদেশী শব্দ:** হেডপণ্ডিত, বসন্তবাহার, লাটভবন, নৌবহর, ভোগদখল, আইনসম্মত, ভোটদাতা, গ্রেপ্তারিয়া, পর্দাপ্রথা, রাজসরকার, আরামপ্রিয়, সুরবাহার, কাগজপত্র, যোগসাজশ, দিনগুজরান, দরাজহস্ত, আদায়ীকৃত, খরচপত্র, সলাপরামর্শ, পুনর্বহাল, পেনশনভোগ।

(গ) **বিদেশী শব্দ + বাংলা শব্দ:** হাটবাজার, মাস্টারমশায়, দুধ-পাউরুটি, সাজসরঞ্জাম, গাড়িবারান্দা, দরাজহাত, মার্কামারা।

(ঘ) **বিদেশী শব্দ + বিদেশী শব্দ:** উকিল-ব্যারিস্টার, জজসাহেব, তোয়ালে-চাদর, কারিগর-মিস্ত্রী, খোদমালিক, কাগজ-পেনসিল, দরজা-জানালা, টাইমটেবিল, লেডী-ডাক্তার, হেডমাস্টার।

(ঙ) **তৎসম শব্দ + বাংলা প্রত্যয়:** একলা, দীপালী, ভাবুনে, আকাশ-ভরা, লক্ষ্মীমন্ত, বারমেসে, দেশী, পোষ্টাই, পুরুষালি (বি), পুরুষালী (বিণ), রোগা।

(চ) **তৎসম শব্দ + বিদেশী প্রত্যয়:** দাতাগিরি, শিক্ষানবিস, উপায়দার, প্রমাণসই, ধূপদানি, আশ্বিনতক, স্ফূর্তিবাজ।

(ছ) **বাংলা শব্দ + তৎসম প্রত্যয়:** আমিত্ব, কাঁকরময়, রানীত্ব।

(জ) **বাংলা শব্দ + বিদেশী প্রত্যয়:** ফুলদানি, বুকসই, ঘুষখোর, ঠিকাদার, বামুনগিরি, বাতিদান।

(ঝ) **বিদেশী শব্দ + তৎসম প্রত্যয়:** নাবালকত্ব, এজেন্টগণ, খ্রীষ্টীয়।

(ঞ) **বিদেশী শব্দ + বাংলা প্রত্যয়:** শহুরে, সাগরেদি, গোলাপী, খেয়ালী, জরুরী, গোলন্দাজী, মাস্টারি (বি), মাস্টারী (বিণ)।

(ট) **বিদেশী শব্দ + বিদেশী প্রত্যয়:** ডাক্তারখানা, হররোজ, নকলনবিস, সরাইখানা, সমঝদার, শামাদান, ডেপুটিগিরি।

কোনো কোনো শব্দ তৎসম-রূপে এক অর্থ এবং বাংলা বা বিদেশী-রূপে সম্পূর্ণ অন্য অর্থ প্রকাশ করে। (ক) বেশ (তৎ)—সজ্জা; বেশ (ফা)—ভালো। (খ) মঞ্জিল (তৎ)—রজকালয়; মঞ্জিল (আ)—প্রাসাদ। (গ) তীর (তৎ)—নদীকূল; তীর (ফা)—বাণ। (ঘ) অভ্যর্থনা (তৎ)—প্রার্থনা; অভ্যর্থনা (বাংলা)—সংবর্ধনা। (ঙ) খসখস (আ)—বেনার মূল; খসখস (বাংলা)—কাপড় খড় ইত্যাদি ঘর্ষণের আওয়াজ (ধ্বন্যাত্মক শব্দ)। (চ) বাধিত (তৎ)—বাধাপ্রাপ্ত; বাধিত (বাংলা)—কৃতজ্ঞ। (ছ) আচার (তৎ)—আচরণ; আচার (পো)—তৈল-মসলাদি-সংযোগে প্রস্তুত মুখরোচক অম্লজাতীয় খাদ্য। (জ) দীন (তৎ)—দরিদ্র; দীন (আ)—ধর্ম। (ঝ) মর্মর (তৎ)—শুষ্ক পত্রাদির শব্দ; মর্মর (ফা)—মারবেল পাথর। (ঞ) দিক্ (তৎ)—সীমা; দিক (আ)—বিরক্ত।

শব্দদ্বৈত

গরম জলে হাত দিও না। তোর গাটা কেন গরম-গরম লাগছে রে? গরম বিশেষণটি একবার বসিয়া গরম-সম্বন্ধে নিশ্চয়তার ভাবটি প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু

গরম-গরম বলায় গরম-সম্বন্ধে কি সন্দেহ জাগিতেছে না? সকাল অর্থে দিনের প্রথম ভাগ বুঝায়; কিন্তু সকাল-সকাল বলিলে আগেভাগে বা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বুঝায়। একই শব্দের দ্বিত্ব-প্রয়োগের দ্বারা ভাবের বৈচিত্র্য-সম্পাদন বাংলা ভাষার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

আবার, চনচনে রোদে কাপড়খানা মেলে দাও। বৃষ্টি এল বলে, কাপড়-চোপড় তুলে নাও। লক্ষ্য কর—কাপড় বলিলে শুধু কাপড় বুঝাইতেছে। কিন্তু কাপড়-চোপড় বলিলে কাপড় ছাড়া আরও কিছু বুঝাইতেছে—জামা জোঁজ ইত্যাদি। চোপড় কথাটির নিজস্ব অর্থ কিছুই নাই, কিন্তু কাপড় শব্দের সঙ্গে বসিলে কাপড় কথাটির অর্থ-বিস্তৃতি ঘটায়। এই ধরনের শব্দকে শব্দদ্বৈত বলে।

১৬৯। **শব্দদ্বৈত**: ভাবের বৈচিত্র্য-সম্পাদনের জন্য একই শব্দকে বা সমার্থক শব্দকে পরপর দুইবার পূর্ণরূপে বা ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে প্রয়োগ করিলে তাহাকে শব্দদ্বৈত বলা হয়।

শব্দদ্বৈত প্রধানতঃ তিন প্রকারের—(১) দ্বিরুক্ত শব্দের শব্দদ্বৈত, (২) যুগ্ম-শব্দের শব্দদ্বৈত ও (৩) পদবিকারবাচক শব্দদ্বৈত।

দ্বিরুক্ত শব্দের শব্দদ্বৈত

দ্বিরুক্ত শব্দের শব্দদ্বৈত (একই শব্দ অবিকৃত অবস্থায় পরপর দুইবার প্রযুক্ত) নিম্নলিখিত অর্থগুলি প্রকাশ করে।—

(ক) **পুনরাবৃত্তি, সমকালীনতা ও দীর্ঘকালীনতা**: "জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো।" ঘণ্টায়-ঘণ্টায় বাইরে যাস কেন রে? ছেলেটা ভুগে-ভুগে সারা হল। মেয়েটা কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল। এমন করে পড়ে-পড়ে মার খাচ্ছ কেন? সেইরূপ,—হেসে হেসে বলা; ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হওয়া।

(খ) **বহুলতা**: "জলে স্থলে আর গগনে গগনে বাঁশি বাজে যেন মধুর লগনে।" "আসে দলে দলে তব দ্বারস্থলে দিশি দিশি হতে তরণী।" "কুটিরে কুটিরে নবনব আশা।" "দিকে দিকে মাতা, কত আয়োজন।" "ভাণ্ডারে তব সুখ নবনব মুঠা-মুঠা লয় কুড়ায়ে।" তেমনি ঘরে ঘরে (চরকা); ধামা ধামা (লুচি); ভূরি ভূরি (প্রমাণ); টুকরা টুকরা (মেঘ); লাখ লাখ (পলাশ); মোটা মোটা (বাঁশ); রকম রকম (লোক); যাকে যাকে (চাও)।

(গ) **সংযোগ**: ছেলেটাকে একটু চোখে-চোখে রাখবেন। ভোরে উঠে সংস্কৃত শ্লোক বাবার কাছে মুখে-মুখে শিখতাম। খাতাগুলো হাতে-হাতে টেবিলে পাঠিয়ে দাও।

(ঘ) **নিশ্চয়তা বা গভীরতা**: গরম-গরম সিঙাড়া এনেছি। ঠিক-ঠিক উত্তর দিও। তাদের দুজনের গলায়-গলায় ভাব। তিনি তোমার ওপরে হাড়ে-হাড়ে চটেছেন। ভ্যাসগুলো একেবারে নীচে-নীচে বসান। তেমনি, সকাল-সকাল (ফেরা); পেটে-পেটে (বুদ্ধি); ভিতরে-ভিতরে (শয়তান)।

(ঙ) **দুঃখ-ঘৃণা-হর্ষ-বিস্ময়**: "আহা মরি মরি! সংকেত করিয়া কত-না যাতনা দিনু।" "শাবাশ! শাবাশ! তোরা বাঙালীর মেয়ে।" "সাধু! সাধু! আচার্য! আপনার শিক্ষাদান সফল।" "ধন্য! ধন্য! অর্জুন।"

BANGODARSHAN.COM

(চ) **আসন্নতা**: প্রদীপটা নিবুনিবু হয়ে এসেছে। আমার পরীক্ষার সময় বাবার যায়-যায় অবস্থা। এমন পড়োপড়ো বাড়িতে ছেলেপিলে নিয়ে রয়েছেন কেন? কয়েকদিন ধরেই মনটা যাই-যাই করছে।

(ছ) **ঈষদ্‌নতা, মৃদুতা, অসম্পূর্ণতা, ব্যস্ততা**: ঘরটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে কেন? গাটা শীত-শীত করছে। রমেশকে যেন রাগ-রাগ ভাবে যেতে দেখলুম? এখন মানে-মানে পালাতে পারলেই হল। ছেলেটির বেশ পাতলা-পাতলা গড়ন। শিশু-মুখের আধো-আধো বুলি, বল্ না তোরা কেমন করে ভুলি?

(জ) **সংক্ষেপ বা আশঙ্কা**: কথাটা বাবাকে বলি-বলি করেও বলা হয়নি। পরীক্ষা দিয়ে সকলেই তো আশায়-আশায় থাকে। শেষে পায়ে-পায়ে চললাম স্যারের কাছে। বাঙালী বাড়ির চাকরি, সর্বদাই ভয়ে-ভয়ে থাকতে হয়, কখন না খতম হয়।

(ঝ) **ঔৎকণ্ঠা, অসন্তোষ বা আগ্রহ**: পেনটাকে ধর ধর, এক্ষুনি পড়ে যাবে। চল চল, আর এখানে একতিলও নয়। রোগ রোগ করে আর পারি না, মা। এই ড্রাইভার, বেঁধে বেঁধে।

(ঞ) **অনুকরণমূলক ক্রীড়া**: "এখন আমি তোমার ঘরে বসে করব শুধু পড়া-পড়া খেলা।" ছেলেরা টিফিনে পুলিস-পুলিস খেলে। তেমনি, লড়াই-লড়াই বা চোর-চোর খেলা, নাবালক-নাবালক ভাব, খোকা-খোকা ভঙ্গী।

কয়েকটি ক্ষেত্রে শব্দদ্বৈতের উত্তরাঙ্গটি কিঞ্চিৎ বিকৃত হয়। ছোটো তরফের দেখাদেখি (অনুকরণে) বড় তরফও তিনতলা বাড়ি ফাঁদলেন। ডায়মনডহারবারে রাতারাতিই (রাত থাকিতেই) আমরা পৌঁছে গেলাম। "বড় টানাটানি (অভাব) পড়েছে মা।" কোনোকিছুরই অত বাড়াবাড়ি (মাত্রাধিক্য) ভালো নয়। ঝড়বাদলের দিন, বেলাবেলি (বেলা থাকিতেই) বাড়ি ফেরার চেষ্টা করো। শেষ পর্যন্ত হাঁটাহাঁটিই (অতিরিক্ত হাঁটা) সার হল। যা বলবার খোলাখুলি (স্পষ্টভাবে) বল। "আশ্বিনের মাঝামাঝি (ঠিক মাঝে নয়, দুই-একদিন আগে-পিছে) উঠিল বাজনা বাজি।" তাঁকে এ-মাসের দেখাদেখি আসতে বলব। এ-বিষয়ে এমন কোনো বাঁধাবাঁধি (ধরাবাঁধা) নিয়ম নেই। ছেলেটা কাঁদছে আর সারা উঠোনটায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। ব্যবস্থা পাকাপাকি (চূড়ান্ত) করে এলাম। সামান্য ব্যাপার নিয়ে এমন মাতামাতি (মত্ততা) মোটেই ভালো নয়। লাইনটা কোনাকুনি টান।

অবশ্য দেখাদেখি, টানাটানি, বাঁধাবাঁধি, মাতামাতি স্থলবিশেষে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসজাতও হইতে পারে, এবং দেখাদেখি, হাঁটাহাঁটি প্রভৃতি শব্দ অর্থবিশেষে নিত্য-সমাসজাতও হইতে পারে।

মোটামুটি, আড়াআড়ি, তাড়াতাড়ি প্রভৃতি শব্দকে হঠাৎ দেখিয়া ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন শব্দ বলিয়া মনে হওয়াটা এমনকিছু আশ্চর্য নয়। রূপসাদৃশ্যের জন্যই এই ভ্রমের সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের এইটুকু মনে রাখিলেই হইবে যে, ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন শব্দে একইপ্রকার পারস্পরিক ক্রিয়া-বিনিময়টাই মুখ্য। এখানে সেই পারস্পরিকতা নাই। সুতরাং শব্দগুলি শুদ্ধ শব্দদ্বৈতের উদাহরণ।

যুগ্মশব্দের শব্দদ্বৈত

সমার্থক, প্রায়-সমার্থক ও বিপরীতার্থক—এই তিন শ্রেণীর যুগ্মশব্দে শব্দদ্বৈত হয়।

সমার্থক—গরিবদুঃখী, রাজাবাদশা, জনমানব, গুরুপুরুত, ডাক্তার-বৈদ্য, ভাগ-বাঁটোয়ারা, দরদাম, পূজার্চনা, মাঠ-ময়দান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, অসুখ-বিসুখ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঠাকুরদেবতা, বাড়িঘর, ভীতত্রস্ত, বনবাদাড়, বাঁকাটেরা, মামলা-মকদ্দমা, ধনদৌলত, ছাইপাঁশ, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজপোশাক, মাথামুণ্ড, ক্ষেত-খামার, মনমেজাজ, সলা-পরামর্শ, শাকসবজি, পাইক-পেয়াদা, তত্ত্বতল্লাশ, লোক-লশকর, কল-কারখানা ইত্যাদি বিশেষ্য বা বিশেষণ ছাড়াও ভেবেচিন্তে, বলেকয়ে, বেঁচেবর্তে, করেকম্মে প্রভৃতি ক্রিয়াও এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

প্রায়-সমার্থক—দোল-দুর্গোৎসব, ভাবগতিক, আদর-আপ্যায়ন, আদব-কায়দা, সভা-সমিতি, সাধ-আহ্লাদ, গল্প-গুজব, সাক্ষীসাবুদ, বন্ধুবান্ধব, বাধাবিঘ্ন, ধারেকাছে, উঁকি-ঝুঁকি, হাসি-ঠাট্টা, ফন্দি-ফিকির, উলটা-পালটা, রয়েবসে, ফেলেছড়িয়ে, কেঁদে-কঁকিয়ে, নেচে-কুঁদে, খেয়েবেঁধে, হেসেখেলে, পড়েশুনে, রেখে-ঢেকে প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

বিপরীতার্থক—হাসি-কান্না, আলো-অন্ধকার হিতাহিত, মেঘ-রৌদ্র, শত্রুমিত্র, সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, সন্ধিবিগ্রহ, ভূত-ভবিষ্যৎ, অল্পবিস্তর, চেনা-অচেনা, যাওয়া-আসা, সোনারুপা, মরেবেঁচে ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

প্রয়োগ ঃ কী সব **ছাইপাঁশ** (অপ্রয়োজনীয়) লিখেছ, মাথামুণ্ডু বোঝা দায়। যা-ই কর না কেন, **ভেবেচিন্তে** (পরিণাম দেখে) করবে। তাকে **বলেকয়ে** (বিশেষভাবে অনুরোধ করে) অনেক কষ্টে রাজী তো করিয়েছি। ভদ্রলোকের অনেক **পড়াশোনা** (গভীর পাণ্ডিত্য) আছে দেখছি। **হেসে-খেলে** (আমোদ-আহ্লাদের মধ্য দিয়ে) জীবনটাকে কোনোরকমে কাটিয়ে দাও। এমন **চেয়েচিন্তে** (অন্যের অনুগ্রহে) ক'দিন আর চলবে ? যেমনই হোক **করেকম্মে** (কায়ক্লেশে জীবিকানির্বাহ করে) চালাচ্ছে তো ?

বিপরীতার্থক শব্দগুলির প্রয়োগ বড় বিচিত্র। কখনও কখনও দুইটি অংশেরই অর্থ প্রকট।—বয়স হয়েছে, নিজের **ভালোমন্দ** বুঝতে শেখ। কিন্তু—"ছুটি আসছে, বাইরে গিয়ে **ভালোমন্দ** খেয়ে শরীরটা সারিয়ে নাও।"—এখানে ভালোমন্দ পদটির মন্দ অর্থটি অনুপস্থিত। তদ্রূপ, এ-বিষয়ে রুমাদির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।—এখানেও যোগ-এর অর্থই প্রাধান্য পাইতেছে, অযোগ-এর অর্থ অনুপস্থিত।

চেষ্টাচরিত্র কথাটির দুইটি অংশেরই নিজস্ব অর্থ আছে, কিন্তু শব্দদ্বৈতরূপে প্রযুক্ত হইলে দ্বিতীয় অংশটির অর্থ লোপ পাইয়া সামগ্রিকভাবে চেষ্টা তদ্বির ইত্যাদি প্রথমাংশেরই অর্থব্যাপ্তি বুঝায়।

পত্র শব্দটির যোগেও কয়েকটি যুগ্মশব্দের সৃষ্টি হয়। হিসাবপত্র, দানপত্র, খরচপত্র, জিনিসপত্র, ঔষধপত্র, খাতাপত্র, পুঁথিপত্র ইত্যাদি। এখানে "পত্র" কথাটির নিজস্ব কোনো অর্থ না থাকিলেও সামগ্রিকভাবে যুগ্মশব্দটির অর্থবৈচিত্র্য ঘটাইতেছে।

পদবিকারবাচক শব্দদ্বৈত

পদবিকারমূলক শব্দদ্বৈতের বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলির প্রথমাংশ অর্থপূর্ণ, কিন্তু দ্বিতীয়াংশটি প্রথমাংশেরই বিকৃতি। অর্থহীন বলিয়া ভাষায় দ্বিতীয়াংশটির স্বাধীন প্রয়োগ হয় না। অথচ প্রথমাংশের অর্থটিকে বিস্তৃতি দিয়া ব্যঞ্জনাময় করিয়া তুলিবার এক বিস্ময়কর ক্ষমতা ইহার রহিয়াছে। দ্বিতীয়াংশটির বিকৃতিগঠনে ট ফ স ব—এই কয়টি ব্যঞ্জনেরই কৃতিত্ব বেশী। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া—সবরকম

BANGODARSHAN.COM

পদের শব্দদ্বৈতেই দ্বিতীয়াংশটির বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়।—ভাতটাত, জলটল, মুড়িটুড়ি, বাঁশটাঁশ, ভাবটাব, ভাবসাব, আঁটসাঁট, নরমসরম, ডাগরডোগর, গোলগাল, জড়সড়, বুড়োসুড়ো, লুচিটুচি (ক্ষুধার আগ্রহে), লুচিফুচি (বিরক্তিতে), মাংসটাংস, মাংসফাংস (বিরক্তি), রকমসকম, বাসনকোসন, মুড়িসুড়ি, মোটাসোটা, ছেলেপিলে, কাপড়চোপড়, পয়সাটয়সা, বাড়িটাড়ি, নাদুসনুদুস, আলাপসালাপ, বোঁচকাবুঁচকি, ঘুমোঘুমো, আঁকাজোকা, মাপাজোখ, এলোমেলো, শুয়েটুয়ে, গিয়েটিয়ে, বুঝেসুঝে, রেগেমেগে, খেয়েদেয়ে, লুটেপুটে, কিনেটিনে, বকাঝকা, কিম্ভুতটিম্ভু ইত্যাদি।

আঁকাবাঁকা, আশপাশ, অদলবদল, আলগাল, হিল্লিদিল্লি, হাবুডুবু—প্রথমটি বিকৃত। কিন্তু আঁকুপাঁকু, লণ্ডভণ্ড, হন্তদন্ত, তছনছ, ছিনিমিনি—শব্দগুলির কোন্ অংশ বিকৃত, বুঝা কঠিন।

প্রয়োগ ঃ "হ্যাঁ-রে ইন্দু, এদিকে খোট্টামোট্টাদের বস্তিটস্তি নেই ? মুড়িটুড়ি পাওয়া যায় না ?" "তাহারই আশেপাশে দাঁড়াইয়া সেগুলা (কুকুরগুলা) এখনও চেঁচাইয়া মরিতেছে।" সবাইকে দিয়েটিয়ে যদি কিছু থাকে তবে খাই। মাংসটাংস কী রেঁধেছ, দাও। এরকম বেজায় গরমে কি লুচিফুচি খাওয়া যায় ? ছেলেটির বেশ গোলগাল চেহারা। পোঁটলাপুঁটলি বাঁধ, তল্পিতল্পা তোল। ঝড়ো আম যা পার, লুটেপুটে নাও। ছেলেপিলেদের দিনরাত বকাঝকা করতে নেই। বুড়োসুড়ো লোককে বসবার একটু জায়গাটায়গা দেবে, বাবারা ? বয়স হয়েছে, এখন কি আর রাগমাগ করে ? বুঝেসুঝে চলতে হয়। ছেলেটা মুড়িসুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। মানুষের প্রাণ নিয়ে মানুষ এমন ছিনিমিনি খেলতে পারে ? মেয়েটির বেশ ছিমছাম গড়ন।

প্রতিবর্ণীকরণ

প্রতিবর্ণীকরণ কথাটির অর্থ হইল এক ভাষার শব্দকে অন্য ভাষার লিপিমাধ্যমে লেখা। কিন্তু এক ভাষার শব্দাবলীকে অন্য ভাষার অক্ষরে প্রকাশ করা বেশ দুরূহ ব্যাপার, বিশেষতঃ ইংরেজীর ক্ষেত্রে। আমাদের শিক্ষাসংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, আইন-আদালত—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অসংখ্য ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। অথচ ইংরেজী শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ আয়ত্ত করাই বিশেষ শিক্ষা ও অনুশীলন-সাপেক্ষ। তদুপরি "cut-এর u, cat-এর a এবং f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ" আমাদের বাংলা ভাষায় নাই। তাই ইংরেজী শব্দের বিশুদ্ধ প্রতিবর্ণীকরণ বাংলায় সম্ভব নয়। এত অসুবিধা সত্ত্বেও ইংরেজী শব্দের উচ্চারণশুদ্ধি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাংলা লিপিতে প্রকাশ করিবার কয়েকটি নিয়ম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা সেই নিয়মাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম।—

(ক) খুব পরিচিত শব্দে হস্ চিহ্ন দিবার প্রয়োজন নাই ঃ School—স্কুল ; College—কলেজ ; Pass—পাস ; Seat—সীট। ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে স্থানবিশেষে হস্ চিহ্ন দেওয়া উচিত। Unlawful—আন্‌লফুল (নতুবা আনলফুল উচ্চারণ করিবার সম্ভাবনা)।

(খ) মূল উচ্চারণ যেখানে s, সেখানে স, আর যেখানে sh, সেখানে শ বসিবে ঃ Dish—ডিশ ; Notice—নোটিস ; Class—ক্লাস ; Chivalry—শিভালরি ; Sugar

—শুগার ; Circus—সার্কাস ; Shirt—শার্ট ; Rush—রাশ ; Asia—এশিয়া ; Extension—এক্সটেনশন ; Tension—টেনশন।

(গ) Si-স্থানে শ্ট লিখিতে হইবে : Master—মাস্টার ; Post—পোস্ট ; Station—স্টেশন ; State Bank—স্টেট ব্যাঙ্ক ; Magistrate—ম্যাজিস্ট্রেট।

(ঘ) S-এর মূল উচ্চারণ যেখানে z, সেখানে জ দিয়াই চালাইতে হইবে, তবে এই জ-এর উচ্চারণ য-এর মতো বাংলার সাধারণ উচ্চারণ নয়, z-এর মতো : Television—টেলিভিজন ; Chemise—শেমিজ ; Design—ডিজাইন।

(ঙ) মূল উচ্চারণে যেখানে long sound বুঝাইবে, সেখানে প্রয়োজনমতো ঈ বা ঊ হইবে : East Bengal—ঈস্ট বেঙ্গল ; Æsop—ঈশপ ; Speed—স্পীড ; Spoon—স্পুন ; Soup—সুপ ; Lose—লুজ ; Loose—লুস ; League—লীগ।

(চ) মূল উচ্চারণ অ্যা হইলে শব্দের আদিতে অ্যা ; অন্যত্র া বিধেয় : Act—অ্যাক্ট ; Mansion—ম্যানশন ; Fashion—ফ্যাশন ; Map—ম্যাপ।

(ছ) ঋ না লিখিয়া র-ফলাযুক্ত ই বা ঈ (ি, ী) লেখা উচিত : Britain—ব্রিটেন ; Prescription—প্রেসক্রিপশন ; British—ব্রিটিশ ; Bristol—ব্রিস্টল ; Christ—খ্রীষ্ট বা খ্রীস্ট।

(জ) গ না লিখিয়া কেবল ন লেখাই উচিত : Run—রান ; Corner—কর্নার ; Governor—গভর্নর ; Furniture—ফার্নিচার ; Eastern—ঈস্টার্ন ; Cornwallis—কর্নওআলিস।

এই প্রসঙ্গে nd স্থানে ন্ড এবং nt স্থানে ন্ট চলিতেছে বটে, কিন্তু হওয়া উচিত যথাক্রমে নড এবং নট : Friend—ফ্রেনড ; Bond—বনড ; Fund—ফানড ; London—লনডন ; Badminton—ব্যাডমিনটন ; Indian—ইনডিআন।

(ঝ) উ-বর্ণ ও ও-কারের পর যদি য়-এর উচ্চারণ না আসে, তবে য়, য়া, য়ো লেখা উচিত নয় : January—জানুআরি ; War—ওঅর ; Work-house—ওআর্ক-হাউস ; Edward—এডওআর্ড ; Radio—রেডিও ; Waterproof—ওআটারপ্রুফ ; Tube-well—টিউবওএল ; Word-Book—ওআর্ড বুক ; Chair—চেআর।

তবে, এ-কার, ই-কার ও ও-কারের পর যেখানে য়-এর উচ্চারণ আসিতেছে, সেখানে য় চলিতে পারে। Radium—রেডিয়ম ; Sweater—সোয়েটার ; Theatre—থিয়েটার ; Hardware—হার্ডওয়ার।

এইবার অতি-পরিচিত কয়েকটি ইংরেজী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ দেওয়া হইল।—

Association—অ্যাসোসিয়েশন ; Artist—আর্টিস্ট ; August—অগস্ট ; Administration—অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ; Attorney—আর্টর্নি ; Action—অ্যাকশন ; Esthetic—এস্থেটিক ; Acid—অ্যাসিড ; Admission—অ্যাডমিশন ; Agriculture—অ্যাগ্রিকালচার ; Australian—অস্ট্রেলিআন ; Abstract—অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ; Ballet—ব্যালেই ; Beethoven—বীঠোভেন ; Budget—বাজেট ; By-law—বাই-ল ; Cabin—ক্যাবিন ; Christian—খ্রীশ্চান ; Christmas—খ্রীষ্টমাস ; Chief Minister—চীফ মিনিস্টার ; Current—কারেনট ; Colonel—কর্নেল ; Cashier—ক্যাশিয়ার ; Chest—চেস্ট ; Crane—ক্রেন ; Darwin—ডারউইন ; Dysentery—ডিসেনট্রি ; Duke—ডিউক ; End—এনড ; East Indies—

ঈস্ট ইনডিজ ; Examination—এগজামিনেশন ; Express—এক্সপ্রেস ; Expression—এক্সপ্রেশন ; Extension—এক্সটেনশন ; Economist—ইকনমিস্ট ; European—ইওরোপীআন ; French—ফ্রেনচ ; France—ফ্রানস ; Foreign—ফরেন ; February—ফেব্রুআরি ; Focus—ফোকাস ; First floor—ফার্স্ট ফ্লোর ; German—জার্মান ; Government—গভর্নমেনট ; Gnomic—নোমিক ; Greece—গ্রীস ; Hugo—হুগো ; Hospital—হসপিটল ; Honourable—অনরেবল ; Humanism—হিউম্যানিজম ; Humanity—হিউম্যানিটি ; Humour—হিউমার ; Idealist—আইডিআলিস্ট ; Institution—ইনস্টিটিউশন ; Jam—জ্যাম ; Justice—জাস্টিস ; Judge—জজ ; Judas—জুডাস ; Journalist—জার্নালিস্ট ; Knack—ন্যাক ; Keats—কীটস ; Load shedding—লোড শেডিং ; Lantern—ল্যানটার্ন ; Library—লাইব্রেরি ; Licence—লাইসেনস ; Lieutenant—লেফটনানট ; Majority—মেজরিটি ; Minority—মাইনরিটি ; Mandatory—ম্যানডেটরি ; Munshi—মুনশী ; Machine—মেশিন ; Museum—মিউজিয়ম ; Marks sheet—মার্কস শীট ; Moeterlinck—মেটারলিঙ্ক ; Max Muller—ম্যাকস মুলার ; Missionary—মিশনরী ; Napoleon—নেপোলিয়ঁ ; Oriental—ওরিয়েনটল ; Optional—অপশনাল ; Operation—অপারেশন ; Opposition—অপজিশন ; Opportunist—অপারচুনিস্ট ; Panchayat—পঞ্চায়ত ; Police—পুলিস ; Promotion—প্রমোশন ; Publisher—পাবলিশার ; Psychology—সাইকলজি ; Planning Commission—প্ল্যানিং কমিশন ; Plaster—প্লাস্টার ; Plastic—প্ল্যাস্টিক ; Protein—প্রোটীন ; Pneumonia—নিউমোনিয়া ; Pension—পেনশন ; Polish—পালিশ ; Parliament—পার্লামেনট ; Runner—রানার ; Renaissance—রেনেসাঁস ; Ration Card—র‍্যাশন কার্ড ; Registered—রেজিস্টার্ড ; Romantic—রোম্যানটিক ; Realist—রিআলিস্ট ; Reality—রিঅ্যালিটি ; Scholarship—স্কলারশিপ ; Shakespearian—শেকসপিয়ারিয়ান ; Shah—শাহ্ ; Shoot—শুট ; Socrates—সক্রেটিস ; Steamer—স্টীমার ; Street—স্ট্রীট ; Suburban—সাবার্বান ; Superintendent—সুপারিনটেনডেনট ; Supervisor—সুপারভাইজার ; Syllabus—সিলেবাস ; Stadium—স্টেডিয়াম ; Standard—স্ট্যানডার্ড ; Session—সেশন ; Season Ticket—সীজন টিকিট ; Sugar—শুগার ; Suggestion—সাজেশন ; Studio—স্টুডিও ; Suit—সুট ; Second—সেকেনড ; Sports—স্পোর্টস ; Subway—সাবওয়ে ; Summons—সমন ; Stores—স্টোর্স ; Tram—ট্রাম ; Table Tennis—টেবল টেনিস ; Thames—টেমস ; Thomas—টমাস ; Tourist Lodge—টুরিস্ট লজ ; Trustee—ট্রাস্টী ; Test Tube—টেস্ট টিউব ; Tata—ট্যাটা ; Tournament—টুর্নামেনট ; Tragedy—ট্র্যাজিড ; University—ইউনিভারসিটি ; Von—ফন ; Warrant—ওআরানট ; War-bond—ওঅর-বনড ; X-Mas—খ্রীষ্টমাস ; X-ray—এক্স রে ; Zonal—জোনাল।

একটি কথা মনে রাখিবে—প্রতিবর্ণীকরণ অনুবাদ নয়। Wool (উল) কথাটির অনুবাদ—পশম ; Possession (পজেশন)—দখল ; Condition (কানডিশন)—শর্ত ; Street (স্ট্রীট)—সরণী ; Interpreter (ইনটারপ্রিটার)—দোভাষী ; Nephew (নেভিউ)—ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় ; Fancy—খেয়ালী কল্পনা ; Imagination—

BANGODARSHAN.COM

সৃজনী কল্পনা ; Hospital (হস্‌পিটল)—হাসপাতাল ; Leap year (লীপ-ইয়ার) —অধিবর্ষ ; Report (রিপর্ট)—প্রতিবেদন ।

অনুশীলনী

১। সংজ্ঞার্থ লিখ ও উদাহরণদ্বারা বুঝাইয়া দাও : তৎসম শব্দ, তদ্ভব শব্দ, অর্ধ-তৎসম শব্দ, বিদেশী শব্দ, দেশী শব্দ, শব্দদ্বৈত, প্রাকৃতজ শব্দ, সংকর শব্দ ।

২। উদাহরণ দাও : বিদেশী শব্দে সংস্কৃত ও বাংলা প্রত্যয় ; বাংলা শব্দে সংস্কৃত ও বিদেশী প্রত্যয় ; সংস্কৃত শব্দে বাংলা ও বিদেশী প্রত্যয় ; বিদেশী শব্দে বিদেশী প্রত্যয় ; ভিন্নার্থক যুগ্মশব্দ ।

৩। (ক) পার্থক্য দেখাও : তৎসম ও তদ্ভব শব্দ ; তৎসম ও অর্ধ-তৎসম শব্দ ; তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দ । (খ) শব্দদ্বৈত বা একই শব্দের দুইবার উচ্চারণ কীরূপে উহার অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, উদাহরণযোগে দেখাইয়া দাও ।

৪। বাংলায় ব্যবহৃত পাঁচটি বিদেশী শব্দের উল্লেখ করিয়া সেগুলির আকরের নাম কর ।

৫। কোন্‌টি কোন্ শ্রেণীর শব্দ, বল : (ক) স্যাকরা, সোনা, চা, খাঁচা, আশ্চর্য, হম্বিতম্বি, দেশবিদেশ, হাত, লোক, ডাগর, শিক্ষা, লাঠি, পরমেশ্বর, বুড়ো, আত্মরক্ষা, ভাত, খুব, নায়েব, চেষ্টা, লেঠেল, হুকুম, হাকিম, রাগ, কাবু, বাবু, খবর, সন্ধ্যা, হাতি, চাঁদ, সিনেমা, শনাক্ত, মজলিস, অক্ষর, রেস্তরাঁ, হরতাল, দুর্বল, খাজনা, বিদ্রোহী, কেষ্ট, বকশিস, নির্বিকার, চিত্ত, হেডমিস্ত্রী, বাদল, বাগড়া, ম্যাগাজিন, বগল, প্যান্ডাল, বিড়াল, তিনভুবন, গুড়, বদমায়েশি, পটল, নখ, ঘাস, বাদামী, ধূপ, নল, স্টোর্স, রুমাল, হিন্দু, মুসলিম, রোজ, শ্বেতপাথর, উজবুক, মুড়ি, চন্দ্রিমা ।

(খ) হেডপণ্ডিতমশায়ের বাড়িতে থাকতে থাকতে কেষ্টর শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠল । পেট খারাপ হলে ঢেঁকিছাটা চালের ভাত আর ঝিঙের ঝোল খুব উপকারী ।

(গ) "জানালা থেকে গামছাখানা আর তোয়ালেটা নিয়ে গামলায় নয় বালতির সাবানজলে ডুবিয়ে দাও । শুকিয়ে গেলে ইস্তিরি করে আলমারিতে তুলে দিও ।" উকিল তাঁর মক্কেলকে এজাহার দেবার জন্য আদালতে হাজির হতে বললেন ।

৬। লোক, ভয়, সামন্ত, লজ্জা, জঙ্গল, দয়া—শব্দগুলিকে সমার্থক শব্দযোগে শব্দদ্বৈতে পরিণত করিয়া প্রত্যেকটি শব্দদ্বৈতদ্বারা বাক্যরচনা কর ।

৭। আয়তাক্ষর অংশগুলির প্রয়োগবৈশিষ্ট্য দেখাও : "দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু ।" ভগবান্ না করুন, তার ভালোমন্দ যদি কিছু ঘটে যায় । কোলের ভাইটা ধিদি ধিদি করেই সারা হল । সব বিষয়েই এমন মাথায়-মাথায় পাসনম্বর পেলে অ্যাগ্রিগেটে আটকে যাবে যে । কথাটা অনেকদিন থেকেই বলি বলি করছি, কিন্তু বলতে গিয়ে কেমন বাধো-বাধো ঠেকেছে । "গোর আধো-আধো চাঁদবদনে রাধা রাধা বলিছে ।" এমন ছাড়ি-ছাড়ি মন নিয়ে বিদেশে চাকরি করা চলে ? কথাটা এরই মধ্যে কানে-কানে অনেকদূর গড়িয়েছে । "শিলা রাশি-রাশি পড়িছে খসে ।" যাচ্ছ তো হাসিমুখে, কাঁদো-কাঁদো চোখে না ফিরতে হয় । এমন ভাসা-ভাসা উত্তরে ভালো নম্বর মেলে কি ? বেশ কাঠে-কাঠে পড়েছে । বিস্যুৎবার বারবেলায় বেরিয়েছি, ভালোয়-ভালোয় বাড়ি ফিরলে বাঁচি । "দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠেছে শিখ ।"

BANGODARSHAN.COM

ধুতিখানা নতুন নতুন লাগছে । "বেঁচে-বর্তে রও সুখে ।" ঢের ঢের লোক দেখেছি, এমনটি আর দেখলাম না । এমন গলায়-গলায় ভাব টিকলে হয় । লোকটি যে কী, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি । "বাকী তিনটির যায়-যায় অবস্থা ।"

৮। তৎসম রূপ লিখ : পরান, ভাত, সাঁঝ, পরশ, চামড়া, আইচ, গাঙ, বাছা, নেমন্তন্ন, ঘর, দেরকো, পুরুত, মাচা, পুকুর, দেউল, বোষ্টম, নেওটা, দেউটি ।

৯। বাক্যরচনা কর : হাড়ে-হাড়ে, মাথায়-মাথায়, হাতে-হাতে, পায়ে-পায়ে, চোখে-চোখে, মুখে-মুখে, লম্ফঝম্ফ, শুনতে-শুনতে, আসতে-আসতে, কাচ্চাবাচ্চা, মুঠো-মুঠো, মাস-মাস, আদায়পত্তর, কায়দাকানুন, গোলমাল, মতন-মতন ।

১০। একই শব্দ তৎসম হিসাবে এক অর্থ, আবার বাংলা বা বিদেশী হিসাবে আরেক অর্থ প্রকাশ করে এমন পাঁচটি উদাহরণ উল্লেখ কর ।

১১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি হইতে (১) সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক শব্দ, এবং (২) বিপরীতার্থক শব্দ বাহির কর : জয়, দাক্ষিণ্য, বিগ্রহ, হ্রস্ব, দয়া, কার্পণ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, দুঃখ, পরাজয়, দৈন্য, সুখ, বাধা, দান, তাঁবা, গ্রহীতা, নিত্য, দাতা, বালাখানা, দুঃখ, দোল, কোঠা, দীর্ঘ, নৈমিত্তিক, প্রতিদান, দুর্গোৎসব, বদান্যতা, সমষ্টি, হ্রাস, বিঘ্ন, ব্যষ্টি, জমা, বৃদ্ধি, জমি, তুলসী ।

১২। বাংলা হরফে লিখ : Art Gallery, Easy chair, Industrial Exhibition, Politics, Injection, Shylock, Rail station, Shakespeare, Poetics, Park Street, Metric System, Hostel, State bus, School master, Doctor, West Indies, Physiology, Planet, Steam-roller, Post Office, Oxygen, Shelley, Dante, Goethe, Folk Tales, Column, Esplanade, November, Chest Clinic, Cement, Photograph, Subway, Communication, Investment, Canteen, Carbon, Power House, Modern civilisation, Dynamic, Recitation, Spectacles, Burdwan, Knight, Chivalry, Flute, Inspiration, First floor, Second Division, Leisure hour, Compound interest, Ratio, Cheque, League, Tournament, Bicycle, Sponge, Sir, Phosphorus, Cash, Mayor, By-pass, Wilson, Pencil, Lotion, Romance, Sentiment, Research Scholar, Agency, Style, Compulsory, Optional, Police case, Tourism, Insurance, Provident Fund, Koran, Stockist, Chorus, Platform, Taxi, Spirit, Third power, George, Fine, Common Wealth, Subscription, Salutation, Hockey stick, Constantinople, Boycott, Asian, Thermometer, Water-Polo, Passenger, Napthalene, Prize, Aeroplane, Placard, Pill, Will, France, Greece, Indian Team, Century, Stationery, Foreman, Commission, Television, Frankenstein, Reuter, Pattern, Rousseau, Mission, Schopenhauer, Sulphuric Acid, Peaceful, Louis Pasteur, Machiaveli, Aristotle, Cleopatra, Stegomyia, Archimedes, Aryabhat, Michelangelo, Bismarck, Maupassant, Nazi, Bureau.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রত্যয়

১৭০। **প্রত্যয় :** শব্দ-প্রকৃতি ও ধাতু-প্রকৃতির উত্তর যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করিয়া নূতন শব্দ সৃষ্টি করা হয় সেই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় হইল নূতন নূতন শব্দগঠনের বিজ্ঞানসম্মত কৌশল।

একবর্ণের প্রত্যয় অ, আ ই, ঈ, উ ইত্যাদি ; একাধিক বর্ণের প্রত্যয় ক্তি (ক্+ত্+ই), ঘঞ্, অন্ত, ষ্ণেয়, ষ্ণায়ন ইত্যাদি।

প্রত্যয় প্রধানতঃ ত্রিবিধ—কৃৎ, তদ্ধিত ও ধাত্ববয়ব প্রত্যয়।

১৭১। **কৃৎ-প্রত্যয় :** ধাতুর উত্তর যে প্রত্যয়যোগে নূতন শব্দ সৃষ্টি হয় তাহাকে **কৃৎ-প্রত্যয়** বলে। √গম্+ক্তি (প্রত্যয়)=গতি ; √চল্+অন্ত (প্রত্যয়)=চলন্ত। এখানে ক্তি ও অন্ত হইতেছে কৃৎ-প্রত্যয়। কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দই **কৃদন্ত শব্দ**। নবগঠিত **গতি** ও **চলন্ত** কৃদন্ত শব্দ। বাক্যে প্রয়োগ করিবার সময় শব্দগুলিতে প্রয়োজনমতো শব্দবিভক্তি যোগ করিতে হইবে।

কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ হইলে তাহাকে **কৃদন্ত বিশেষণ** বলে। [১৬৫ পৃষ্ঠায় সূত্র ৯১ (ড)]

১৭২। **তদ্ধিত-প্রত্যয় :** শব্দের উত্তর যে প্রত্যয়যোগে নূতন শব্দ সৃষ্টি হয়, তাহাকে **তদ্ধিত-প্রত্যয়** বলে। গঙ্গা+ষ্ণেয়=গাঙ্গেয় ; দোকান+দার=দোকানদার। এখানে ষ্ণেয় ও দার হইতেছে তদ্ধিত-প্রত্যয়। গাঙ্গেয় ও দোকানদার তদ্ধিতান্ত শব্দ। শব্দবিভক্তিযুক্ত হইয়া শব্দগুলি বাক্যে প্রযুক্ত হয়।

স্ত্রী-প্রত্যয় মূলতঃ তদ্ধিত-প্রত্যয়েরই অন্তর্ভুত। কারণ পুংলিঙ্গবাচক শব্দের উত্তর স্ত্রী-প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ গঠিত হয়।

ধাত্ববয়ব প্রত্যয় [সূত্র ১০১] ও কৃৎ-প্রত্যয়ের পার্থক্যটি জানিয়া রাখ।—

কৃৎ-প্রত্যয় ও ধাত্ববয়বের পার্থক্য : (১) কৃৎ-প্রত্যয় ধাতুর উত্তর যুক্ত হয়, ধাত্ববয়ব ধাতু ও নামশব্দের উত্তর যুক্ত হয়। (২) কৃৎ-প্রত্যয়যোগে নূতন শব্দ সৃষ্টি হয়, আর ধাত্ববয়বের যোগে নূতন ধাতু সৃষ্টি হয়।

কোনো কোনো বৈয়াকরণ বিভক্তি ও প্রত্যয়কে অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। প্রত্যয় ও বিভক্তির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যটুকু লক্ষ্য করিলে বিষয়টি সহজে বোধগম্য হইবে।

প্রত্যয় বা বিভক্তি কাহারও স্বতন্ত্র ব্যবহার বাক্যে নাই, উভয়েই শব্দ বা ধাতুর উত্তর যুক্ত হয়। এই পর্যন্ত উভয়ের সাদৃশ্য। কিন্তু বৈসাদৃশ্যটুকু বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।—

(১) প্রত্যয়যুক্ত হইলেও ধাতু বা শব্দ ধাতু বা শব্দই থাকে, বাক্যে প্রযুক্ত হইবার উপযুক্ততা লাভ করে না, কিন্তু বিভক্তিযুক্ত ধাতু বা শব্দ পদে পরিণত হইয়া বাক্যে স্থানলাভের যোগ্যতা পায়। (২) ধাতু বা শব্দে প্রথমে প্রত্যয় যোগ হয়, পরে বিভক্তি আসে। শব্দে শব্দবিভক্তি বা ধাতুতে ধাতুবিভক্তি যোগ করার পর আর কোনো প্রত্যয় যোগ করা চলে না।

ধাতু বা শব্দে প্রত্যয় যুক্ত হইলে প্রত্যয়ের কিছু অংশ শব্দ বা ধাতুর সহিত মিশিয়া

BANGODARSHAN.COM

যায়, বাকী অংশটুকু লোপ পায়। **প্রত্যয়ের লোপ পাওয়া অংশকে ইৎ বলে।** প্রত্যয় যুক্ত হইলে ধাতু বা শব্দের স্বরধ্বনির কিছু পরিবর্তন ঘটে ; **কখনও-বা কোনো স্বর বা** ব্যঞ্জনের বিলোপ হয় ; কখনও-বা নূতন বর্ণের আবির্ভাবও ঘটে। পরিবর্তন বা বর্ণলোপ অথবা বর্ণাগম সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুযায়ী হয়। এ-বিষয়ে গুণ, বৃদ্ধি, **সম্প্রসারণ** প্রভৃতি সূত্রগুলি (৫২-৫৩ পৃষ্ঠায়) বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

১৭৩। **উপধা : ধাতু বা শব্দের অন্ত্যবর্ণের পূর্ববর্ণকে উপধা বলে।** লক্ষ্মী শব্দের অন্ত্যবর্ণ ঈ-র পূর্ববর্ণ ম্—ইহাই উপধা। গম্ ধাতুর অন্ত্যবর্ণ ম্-এর পূর্ববর্তী বর্ণ অ হইল উপধা। সুতরাং এখন হইতে প্রতিটি শব্দপ্রকৃতি, ধাতুপ্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অন্তর্গত বর্ণগুলির ক্রমাবস্থান-সম্বন্ধে সচেতন থাকিবে।

কৃৎ-প্রত্যয়

কোনো ধাতুর উত্তর একই সময়ে একটিমাত্র প্রত্যয় যুক্ত হয়। অবশ্য ধাতুর পূর্বে একটি উপপদ কিংবা এক বা একাধিক উপসর্গ থাকিতে পারে। ধাতুর পূর্বে উপসর্গ বা উপপদ থাকিলে সন্ধির দিক্‌টি লক্ষ্য রাখিবে। যেমন, বি-উদ্- √পদ্+ক্তি=ব্যুৎপত্তি, সরঃ-√জন্+ড=সরোজ, অধি- √বস্+ক্ত=অধ্যুষিত।

॥ বাচ্যসম্পর্ক ॥

ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত হয় বলিয়া কৃৎ-প্রত্যয়ে বাচ্যসম্পর্ক থাকে অর্থাৎ কৃৎ-প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দটি কর্তৃ, কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ প্রভৃতি কারকবাচ্যে অথবা কেবল ক্রিয়ার্থে ভাববাচ্যে প্রযুক্ত হয়।

প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দটি যখন কর্তৃপদরূপে বা কর্তৃপদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন প্রত্যয়টি কর্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা হয়। দা+ণক=দায়ক (দান করিবার কর্তা) ; জল-দা+ক=জলদ (জল দেয় যে) ; গা+ইয়ে=গাইয়ে (যে গান গাইতে পারে) ; শী+ক্ত=শয়িত (যে শুইয়া আছে)।

প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দটি যখন কর্মপদরূপে বা কর্মপদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন প্রত্যয়টি কর্মবাচ্যে প্রযুক্ত হয়। অনু-বদ্+ক্ত=অনূদিত (যেটিকে অনুবাদ করা হইয়াছে) ; সেব্+শানচ্=সেব্যমান (যে ব্যক্তির সেবা করা হইতেছে) ; তুল্+আ=তোলা (জল বা ফুল) ; শী+ণিচ্+ক্ত=শায়িত (যাহাকে শোয়ানো হইয়াছে)।

প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দটি করণের অর্থে ব্যবহৃত হইলে প্রত্যয়টি করণবাচ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা হয়। নী+অনট্=নয়ন (যাহার দ্বারা নীত হয়) ; চর্+অনট্=চরণ (যাহার দ্বারা বিচরণ করা হয়) ; চল্+ণিচ্+অন+ঈ=চালনী (যাহার দ্বারা চালা হয়) ঝাড়্+অন=ঝাড়ন (যাহার দ্বারা ঝাড়ামোছা হয়)।

প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দটি অপাদান অর্থে ব্যবহৃত হইলে প্রত্যয়টি অপাদানবাচ্যে প্রযুক্ত হয়। ঝর্+না=ঝরনা (যাহা হইতে ঝরে)।

প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দটি অধিকরণ অর্থে ব্যবহৃত হইলে প্রত্যয়টি অধিকরণবাচ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা হয়। উদ্-সূ+অল্=উৎসব ; শী+অনট্=শয়ন (শয্যা অর্থে—যেখানে শোয়া হয়) ; স্থা+অনট্=স্থান (থাকা কাজটি যেখানে হয়)। "কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে।"

প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দটি যখন ক্রিয়ার অর্থটিকেই বুঝায়, তখন প্রত্যয়টি ভাববাচ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা হয়। গম্ + অনট্ = গমন (যাওয়া কাজটি); গাঁথ্ + অনি = গাঁথনি (গাঁথা-রূপ কাজটি)। "এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি দেখয়ে খসায়ে চুলি।"—চণ্ডীদাস।

বাংলা ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দগুলির উৎপত্তি কী করিয়া হইল তাহা জানিবার সুবিধার জন্য এখন আমরা কয়েকটি প্রধান প্রধান সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ের আলোচনা করিব। তাহার পরেই বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়।

সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়

॥ তব্য, অনীয়, ণ্যৎ, যৎ, ক্যপ্ ॥

করা উচিত বা করার যোগ্য বুঝাইতে কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে এই প্রত্যয়গুলি যুক্ত হয়। এইসমস্ত প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ সাধারণতঃ বিশেষণ।

(ক) **তব্য:** দা—দাতব্য, জ্ঞা—জ্ঞাতব্য, স্থা—স্থাতব্য, অনু-স্থা—অনুষ্ঠাতব্য [সন্ধি লক্ষ্য কর], গম্—গন্তব্য [সন্ধিতে ম্ স্থানে ত্-এর পঞ্চমবর্ণ ন্ হইয়াছে], মন্—মন্তব্য, হন্—হন্তব্য, কৃ—কর্তব্য [ধাতুর অন্ত্যস্বর ঋ-এর গুণ অর্ হইয়াছে], ধৃ—ধর্তব্য, স্মৃ—স্মর্তব্য, শ্রু—শ্রোতব্য, জি—জেতব্য, বচ্—বক্তব্য [চ্-স্থানে ক্ হইয়াছে], দৃশ্—দ্রষ্টব্য [ঋ-স্থানে র], পঠ্—পঠিতব্য [ধাতুর শেষে ই-ধ্বনি আসিয়াছে], জীব্—জীবিতব্য, ভূ—ভবিতব্য [উ-র গুণ অব্, পরে ই-র আগম], ভিক্ষ্—ভিক্ষিতব্য, গ্রহ্—গ্রহীতব্য, কহ্ (বাংলা ধাতু)—কহতব্য।

(খ) **অনীয়:** পূজ্—পূজনীয়, বন্দ্—বন্দনীয়, মান্—মাননীয়, সেব্—সেবনীয়, সহ্—সহনীয়, রক্ষ্—রক্ষণীয় (ণত্ব-বিধি লক্ষ্য কর), ভক্ষ্—ভক্ষণীয়, গ্রহ্—গ্রহণীয়, লক্ষ্—লক্ষণীয়, শিক্ষ্—শিক্ষণীয় (শিখিবার বিষয় এবং শিখাইবারও বিষয়), রম্—রমণীয়, স্পৃহ্—স্পৃহণীয়, পা—পানীয়, দা—দানীয়, কৃ—করণীয় (ধাতুর অন্ত্যস্বরের গুণ), হৃ—হরণীয়, স্মৃ—স্মরণীয়, বৃ—বরণীয়, দৃশ্—দর্শনীয় (উপধা লঘুস্বরের গুণ), কৄৎ—কীর্তনীয়, অর্চ্—অর্চনীয়, অর্প্—অর্পণীয়, শুচ্—শোচনীয়, যুজ্—যোজনীয়, শ্রু—শ্রবণীয় (অন্ত্যস্বরের গুণ), স্তু—স্তবনীয়, ঈর্ষ্—ঈর্ষণীয়, রোপি (রুহ্ + ণিচ্)—রোপণীয়, পালি (পা + ণিচ্)—পালনীয়। সেইরূপ ত্যজনীয়, আচরণীয়, যাচনীয়, উপেক্ষণীয়, আদরণীয়, প্রচরণীয়, গণনীয়, চিন্তনীয়, কমনীয়।

(গ) **ণ্যৎ:** (সাধারণতঃ ঋ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত ধাতু এবং উপসর্গযুক্ত চর্, মদ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ণ্যৎ হয়; ণ্ ও ৎ লোপ পায়, য থাকে): কৃ—কার্য [ধাতুর অন্ত্যস্বরের বৃদ্ধি], ধৃ—ধার্য, পরি-হৃ—পরিহার্য, ভৃ—ভার্যা [স্ত্রী-প্রত্যয় আ যুক্ত হইয়াছে], ঋ (গমন করা)—আর্য, শ্রু—শ্রাব্য [অন্ত্যস্বরের বৃদ্ধি], ভূ—ভাব্য, ভিদ্—ভেদ্য [উপধা লঘুস্বরের গুণ], বিদ্—বেদ্য, বি-বিচ্—বিবেচ্য, ভক্ষ্—ভক্ষ্য, লক্ষ্—লক্ষ্য, ভুজ্—ভোজ্য, ভোগ্য [উপভোগ-অর্থে ভুজ্ ধাতুর জ্-স্থানে গ্], প্র-যুজ্—প্রযোজ্য, নি-যুজ্—নিয়োজ্য ['নিয়োজনের যোগ্য' (ভৃত্য) অর্থে কর্মবাচ্যে], এবং নি-যুজ্—নিয়োগ্য ['নিয়োগ করিবার অধিকারী' (প্রভু) অর্থে কর্তৃবাচ্যে], হস্—হাস্য [উপধা স্বরের বৃদ্ধি], ত্যজ্—ত্যাজ্য, [তদ্রূপ **পরিত্যাজ্য—বানানটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'পরিত্যজ্য' সংস্কৃত অসমাপিকা ক্রিয়া, ইহার অর্থ:**

BANGODARSHAN.COM

পরিত্যাগ করিয়া। ঐ সব ক্রিয়াপদ বাংলায় চলে না], পঠ্—পাঠ্য, মান্—মান্য, বহ্—বাহ্য, আ-চর্—আচার্য, বি-চর্—বিচার্য, উদ্-চারি (চর্ + ণিচ্)—উচ্চার্য, প্র-মদ্—প্রমাদ্য, বচ্—বাচ্য [বলিবার যোগ্য] এবং বাক্য [শব্দসমষ্টি অর্থে বচ্ ধাতুর চ্-স্থানে ক্], পচ্—পাচ্য; বাংলা √কাট্ + ণ্যৎ = কাট্য।

(ঘ) **যৎ** (স্বরান্ত ধাতুর উপধায় অ-কারযুক্ত প-বর্গান্ত ধাতু, শক্, সহ্ ধাতু ও উপসর্গহীন গদ্, মদ্, চর্ প্রভৃতি কয়েকটি ধাতুর উত্তর যৎ হয়। ৎ ইৎ, য থাকে): দা—দেয় [অন্ত্য আ-স্থানে এ], ধা—ধেয়, জ্ঞা—জ্ঞেয়, পা—পেয়, অনু-মা—অনুমেয়, হা—হেয়, গৈ—গেয়, সহ্—সহ্য, শক্—শক্য, চর্—চর্য, লভ্—লভ্য, রম্—রম্য, গদ্—গদ্য, গম্—গম্য, চর্ব্—চর্ব্য, শস্—শস্য, মদ্—মদ্য, নম্—নম্য, হন্—বধ্য [হন্ স্থানে বধ্ আদেশ]; জি—জেয় [অন্ত্যস্বরের গুণ], চি—চেয়, নী—নেয়, শ্রু—শ্রব্য, ভূ—ভব্য। উপ-আ- √দা + যৎ = উপাদেয়। বি-আ- √খ্যা + যৎ = ব্যাখ্যেয়। √ধ্যৈ + যৎ = ধ্যেয়।

ধাতুতে **একই সঙ্গে ণ্যৎ [বা যৎ] প্রত্যয় এবং অনীয় প্রত্যয় হয় না।** যেমন পূজ্য, কিন্তু পূজনীয়; মান্য, মাননীয়; দূষ্য, দূষণীয়; গণ্য, গণনীয়; বন্দ্য, বন্দনীয়; অচিন্ত্য, অচিন্তনীয়; লক্ষ্য, লক্ষণীয়; গ্রাহ্য, গ্রহণীয়; শ্লাঘ্য, শ্লাঘনীয়; নম্য, নমনীয়; বর্ণ্য, বর্ণনীয়; চর্ব্য, চর্বণীয়; রম্য, রমণীয়; কাম্য, কামনীয়; অসহ্য, অসহনীয়।

(ঙ) **ক্যপ্** (ক্ ও প্ ইৎ, য থাকে। এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দগুলি বিশেষ্য): কৃ—কৃত্য [হ্রস্বস্বরান্ত ধাতুর উত্তর ৎ-এর আগম হয়], বৃ—বৃত্য (বরণীয়), ভৃ—ভৃত্য; শাস্—শিষ্য [উপধা আ-কার-স্থানে ই-কার; ষত্ব-বিধিও লক্ষ্য কর]; দৃশ্—দৃশ্য; √বিদ্ + ক্যপ্ + আ = বিদ্যা। √হন্ + ক্যপ্ + আ = হত্যা। √শী + ক্যপ্ + আ = শয্যা।

॥ শতৃ, শানচ্ ॥

ক্রিয়া-ব্যাপারটি হইতেছে বা চলিতেছে বুঝাইলে পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে শতৃ ও আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর কর্তৃ ও কর্ম উভয়বাচ্যে শানচ্ প্রত্যয় হয়। এই দুই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দগুলি বিশেষণ।

(ক) **শতৃ** (শ্ ও ঋ ইৎ, অৎ থাকে): চল্—চলৎ, পঠ্—পঠৎ, জীব্—জীবৎ, ধাব্—ধাবৎ, জ্বল্—জ্বলৎ, জাগৃ—জাগ্রৎ (পদটি বিশেষণ; কদাপি জাগ্রত নয়। জাগ্রত পদটি সংস্কৃত লোট্ মধ্যমপুরুষ বহুবচনের ক্রিয়াপদ; অর্থ 'জাগিয়া উঠ'। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ বাংলায় চলে না), গৈ—গায়ৎ, মহ্ (পূজা করা)—মহৎ, অস্—সৎ, বিদ্—বিদ্বস্ ["বিদেঃ শতুর্বসুঃ" সূত্রানুসারে বিদ্ ধাতুর শতৃ-স্থানে বস্ হইয়াছে]। এইসমস্ত শব্দের মধ্যে মহৎ, সৎ ও বিদ্বস্ ব্যতীত অন্যগুলির স্বাধীন প্রয়োগ বাংলায় নাই; সমাসে অবশ্য ইহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—চলদ্ভুবন, গলদশ্রু, গলদ্ঘর্ম, পঠদ্দশা, জীবদ্দশা, জাগ্রদবস্থা, জীবন্মুক্ত, চলচ্চিত্র, জ্বলজ্জ্যোতি, স্খলদ্বচন, স্খলদ্বসন, জ্বলদর্চিরেখা। বাবা যখন দেহ রাখেন, তখনও ছোটো ভায়ের **পঠদ্দশা** চলিতেছিল।

মহৎ, সৎ ও বিদ্বস্ শব্দের পুংলিঙ্গ-রূপ যথাক্রমে মহান্, সৎ ও বিদ্বান্ এবং স্ত্রীলিঙ্গ-রূপ যথাক্রমে মহতী, সতী ও বিদুষী—বাংলায় বেশ চলে। ক্লীবলিঙ্গ হিসাবেও মহৎ ও সৎ শব্দ দুইটির বহুল প্রচলন বাংলায় রহিয়াছে। তবে সৎ শব্দটি সংস্কৃতে

বিদ্যমান অর্থে ব্যবহৃত হয়, বাংলায় ভালো অর্থে ব্যবহৃত হয়। [বিদ্বান্ এবং বিদ্যা শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তি ও বানান বিশেষভাবে লক্ষ্য কর।] বিদ্বস্ শব্দটির কয়েকটি সমাসবদ্ধ রূপ মনে রাখিও ঃ বিদ্বৎসমাজ, বিদ্বদ্‌বল্লভ বা বিদ্বদ্বল্লভ, বিদ্বন্মণ্ডলী, বিদ্বদ্‌ভূষণ।

(খ) শানচ্ (শ্ ও চ্ ইৎ, আন থাকে। এই আন কখনও মান হয়, কখনও বা ঈন হয়) ঃ বৃৎ—বর্তমান, বৃধ্—বর্ধমান, জন্—জায়মান, শী—শয়ান, বিদ্—বিদ্যমান, উৎ-পদ্—উৎপদ্যমান, দীপ্—দীপ্যমান, মুহ্—মোহ্যমান [মুহ্যমান ব্যাকরণসিদ্ধ নয় ; চন্দ্রিকা দ্রষ্টব্য], শুভ্—শোভমান, সম্-চর্—সঞ্চরমাণ (মেঘ), আ-বহ্—আবহমান (কাল), ম্—ম্রিয়মাণ [বানানটি বিশেষভাবে লক্ষ্য কর], পরা-অয়্—পলায়মান [র্ স্থানে ল্], বি-লী—বিলীয়মান, আ-রভ্—আরভমাণ, সেব্—সেবমান (পুত্র বা শিষ্য), অপ-স্—অপসরমাণ (যিনি নিজেই সরিয়া পড়িতেছেন), ধাব্—ধাবমান, প্রতি-ঈক্ষ্—প্রতীক্ষমাণ, আস্—আসীন। তদ্রূপ নিরীক্ষমাণ, বীক্ষমাণ। এই উদাহরণগুলি কর্তৃবাচ্যের।

প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দটি কর্মবাচ্যে প্রযুক্ত হইলে কর্মের বিশেষণ হইবে। সেব্—সেব্যমান (পিতা বা গুরু ; কর্মবাচ্যে য্-এর আগম হইয়াছে, লক্ষ্য কর), অপ-স্—অপস্রিয়মাণ (যাহাকে অপসারিত করা হইতেছে), দৃশ্—দৃশ্যমান (জগৎ), দা—দীয়মান (বস্তু), নী—নীয়মান, আ-লোচ্—আলোচ্যমান (বিষয়), প্রতি-ঈক্ষ্—প্রতীক্ষ্যমাণ, আ-রভ্+ণিচ্—আরভ্যমাণ, ভ্রম্+ণিচ্—ভ্রাম্যমাণ, নিঃ-মা—নির্মীয়মাণ, প্রতি-ই—প্রতীয়মান। আ প্রত্যয়যোগে শানচ্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দগুলির স্ত্রী-রূপ পাওয়া যায়। যেমন, শয়ান—শয়ানা, বিদ্যমান—বিদ্যমানা ; সেইরূপ নিরীক্ষ্যমাণা, বীক্ষ্যমাণা।

শতৃ অপেক্ষা শানচ্ প্রত্যয়ের দিকে বাংলা ভাষার আগ্রহ বেশী বলিয়া পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তরও শানচ্ প্রত্যয়-যোগে প্র-বহ্—প্রবহমান, চল্—চলমান, ভাস্—ভাসমান প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণবিরুদ্ধ অথচ ব্যবহারসিদ্ধ শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে।

পৌনঃপুনিকতা বা আতিশয্য বুঝাইতে যঙন্ত ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে শানচ্ প্রত্যয়যুক্ত কয়েকটি শব্দ বাংলায় বেশ প্রচলিত রহিয়াছে। জ্বল্+যঙ্—জাজ্বল্যমান (আতিশয্য), রুদ্+যঙ্—রোরুদ্যমান (পৌনঃপুনিকতা), দুল্+যঙ্—দোদুল্যমান, দীপ্+যঙ্—দেদীপ্যমান।

কাঙ্ প্রত্যয়যুক্ত কয়েকটি তৎসম নামধাতুর উত্তর শানচ্ প্রত্যয়ের যোগে লব্ধ কয়েকটি শব্দ বাংলায় বেশ সমাদর পাইতেছে। শব্দ+ক্যঙ্—শব্দায়মান, ঘন+ক্যঙ্—ঘনায়মান, দুর্মনস্+ক্যঙ্—দুর্মনায়মান, শ্যাম+ক্যঙ্—শ্যামায়মান ; অনুরূপভাবে অমৃতায়মান, ধূমায়মান, অনুভূয়মান। বাংলাতেও নূতন শব্দ তৈয়ারী হইতেছে—সবুজায়মান, অস্তায়মান। ঊর্ধ্বে অমৃতায়মান আকাশ, নিম্নে সবুজায়মানা বসুন্ধরা।

॥ ক্ত (ত) ॥

"হইয়াছে" অর্থে বর্তমান কালে কর্তৃবাচ্যে অকর্মক ধাতুর উত্তর এবং অতীতকালের সকর্মক ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হয়। ক্ ইৎ, ত থাকে। ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ। জ্ঞা—জ্ঞাত, স্না—স্নাত, যা—যাত, ভী—ভীত, ক্রী—ক্রীত, প্রী—প্রীত, আ-নী—আনীত, প্র-নী—প্রণীত, চ্যু—চ্যুত, অনু-ই—অনূদিত [সন্ধি লক্ষ্য কর], অনু-উদ্-ই—অনুদিত

BANGODARSHAN.COM

[কর্তৃবাচ্যে ঃ পরে উদিত অর্থে], অধি-ই—অধীত, বি-পরি-ই—বিপরীত, সম্-অব-ই—সমবেত, অভি-প্র-ই—অভিপ্রেত, শ্রু—শ্রুত, দ্রু—দ্রুত, অন্তঃ-ভূ—অন্তর্ভূত, খ্যা—খ্যাত, আ-হ্বে—আহূত, আ-হেব—আহূত [হেব স্থানে হ্বে], কৃ—কৃত, ঋ—ঋত (বিণ) ও ঋণ (বি), আ-ঋ—আর্ত, সম্-কৃ—সংস্কৃত [সন্ধি দেখ], অপ-স্—অপসৃত, স্মৃ—স্মৃত, ধৃ—ধৃত, পর-ভৃ—পরভৃত (কোকিল), মৃ—মৃত, আ-হ্ব—আহূত, নিঃ-বা—নির্বাণ [ত-স্থানে ন হইয়াছে, ণত্ব-বিধিমতে সেই ন ণ হইয়াছে], ক্ষি—ক্ষীণ [অন্ত্য ই দীর্ঘ হইয়াছে], দী—দীন, লী—লীন, শৃ—শীর্ণ (ঋ-স্থানে ঈর্, ত-স্থানে ন এবং ণত্ব-বিধি), দৃ—দীর্ণ, জৃ—জীর্ণ, বি-তৃ—বিতীর্ণ ["বিতরিত" ব্যাকরণসংগত নয়], আ-কৃ—আকীর্ণ, উদ্-তৃ—উত্তীর্ণ, বি-স্তৃ—বিস্তীর্ণ, পা—পীত [আ-স্থানে ঈ], হা—হীন [শেষস্বর অনুচ্চারিত], স্থা—স্থিত [আ-স্থানে ই], পরি-মা—পরিমিত, প্রতি-স্থা—প্রতিষ্ঠিত [সন্ধি লক্ষ্য কর], উপ-স্থা—উপস্থিত [উচ্চারণটি হলন্ত, লক্ষ্য কর] ; শাস্—শিষ্ট, ধা—হিত [ধা-স্থানে হি], অভি-ধা—অভিহিত, অন্তঃ-ধা—অন্তর্হিত ; দা—দত্ত [দা-স্থানে দৎ] ; গৈ—গীত [ঐ-স্থানে ঈ] ; শী—শয়িত [ঈ-স্থানে অয়ি], শী+ণিচ্—শায়িত ; বি-জ্ঞাপি (জ্ঞা+ণিচ্)—বিজ্ঞাপিত ; জাগৃ—জাগরিত ; গম্—গত [ধাতুর অন্ত্যবর্ণের লোপ], নম্—নত, প্র-নম্—প্রণত [ণত্ব-বিধি লক্ষ্য কর], বি-রম্—বিরত, নি-রম্—নিরত (নিষক্ত), নিঃ-রম্—নীরত (বিরত), আ-যম্—আয়ত, সম্-যম্—সংযত, উদ্-যম্—উদ্যত, ক্ষণ্—ক্ষত [বিশেষ্য-বিশেষণ দুইই], সম্-মন্—সম্মত, অভি-মন্—অভিমত (উচ্চারণ হলন্ত), বি-তন্—বিতত (ব্যাপ্ত), নি-হন্—নিহত, জন্—জাত [ধাতুর অন্ত্যবর্ণের লোপের সঙ্গে আ-এর আগম হইয়াছে], সু-খন্—সুখাত ; শক্—শক্ত, ক্ষিপ্—ক্ষিপ্ত, তৃপ্—তৃপ্ত, লিপ্—লিপ্ত, লুপ্—লুপ্ত, গুপ্—গুপ্ত, বৃধ্—বৃদ্ধ, বৃধ্+ণিচ্—বর্ধিত, দৃপ্—দৃপ্ত, ত্রস্—ত্রস্ত, ত্রস্—ত্রস্ত, দিশ্—দিষ্ট, আ-বিশ্—আবিষ্ট, দৃশ্—দৃষ্ট, অস্—অস্ত, অভি-অস্—অভ্যস্ত, নি-অস্—ন্যস্ত, বি-অস্—ব্যস্ত, ক্লিশ্—ক্লিষ্ট, আ-কৃষ্—আকৃষ্ট, তুষ্—তুষ্ট, ইষ্—ইষ্ট (অভিলষিত অর্থে বিণ, বাঞ্ছিত বস্তু অর্থে বি), পিষ্—পিষ্ট, পুষ্—পুষ্ট, হৃষ্—হৃষ্ট, রুষ্—রুষ্ট, বি-শ্বস্—বিশ্বস্ত, মদ্—মত্ত, আ-যৎ—আয়ত্ত, ক্রুধ্—ক্রুদ্ধ, যুধ্—যুদ্ধ, রুধ্—রুদ্ধ, শুধ্—শুদ্ধ, সিধ্—সিদ্ধ, লভ্—লব্ধ, লুভ্—লুব্ধ, আ-রভ্—আরব্ধ, দুহ্—দুগ্ধ (বি), দহ্—দগ্ধ, স্নিহ্—স্নিগ্ধ, দিহ্—দিগ্ধ (লিপ্ত), মুহ্—মুগ্ধ, মূঢ় ; রুহ্—রূঢ়, সম্-আ-রুহ্—সমারূঢ়, গৃহ্—গূঢ়, দৃহ্—দৃঢ়, বি-বহ্—ব্যূঢ় (ধাতুর ব উ হইয়াছে), ক্ষুদ্—ক্ষুণ্ণ, খিদ্—খিন্ন, ক্লিদ্—ক্লিন্ন, স্বিদ্—স্বিন্ন, অদ্—অন্ন (বি), ছিদ্—ছিন্ন, ভিদ্—ভিন্ন, আ-পদ্—আপন্ন, বি-উদ্-পদ্—ব্যুৎপন্ন, আ-সদ্—আসন্ন, অব-সদ্—অবসন্ন, বি-সদ্—বিষন্ন [ষত্ব-বিধি], নি-সদ্—নিষন্ন [অবস্থিত, উপবিষ্ট, শয়িত তিনটি অর্থেই], পূ—পূর্ত, পূর্—পূর্ণ (নিপাতন), ত্বর্—তূর্ণ (ব্-স্থানে উ), ম্লৈ—ম্লান, ভঞ্জ্—ভগ্ন [জ্-স্থানে গ্], যুজ্—যুক্ত, ত্যজ্—ত্যক্ত, উদ্-ত্যজ্—উত্ত্যক্ত, মুচ্—মুক্ত, উদ্-মুচ্—উন্মুক্ত, উদ্-মোচি (মুচ্+ণিচ্)—উন্মোচিত, আ-ছাদি (ছদ্+ণিচ্)—আচ্ছাদিত, অভি-সিচ্—অভিষিক্ত [ষত্ব-বিধি লক্ষ্য কর], পচ্—পক্ক [চ্-স্থানে ক্, ত-স্থানে ব] ; শুষ্—শুষ্ক [ত-স্থানে ক] ; বচ্—উক্ত [ব-স্থানে উ, চ্-স্থানে ক্] ; বপ্—উপ্ত, বদ্—উদিত, অনু-বদ্—অনূদিত [কর্মবাচ্যে ভাষান্তরিত অর্থে। বানানটি লক্ষ্য কর] ;

স্বপ্—সুপ্ত [ব-স্থানে উ] ; যজ্—ইষ্ট [য স্থানে ই, শব্দটিতে যজ্ঞাদি ক্রিয়া বুঝায় ; ইস্ ধাতুনিষ্পন্ন 'ইষ্ট' শব্দটির সহিত এই ইষ্ট শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত ও অর্থগত পার্থক্যটি লক্ষ্য কর] ; ব্যধ্—বিদ্ধ [য-স্থানে ই], প্রচ্ছ্—পৃষ্ট [র-স্থানে ঋ]. গ্রহ্—গৃহীত [ঈ-র আগম, স্ত্রীলিঙ্গে গৃহীতা] ; ক্রম্—ক্রান্ত [উপধার অ-স্থানে আ] শম্—শান্ত, প্র-শম্ + ণিচ্—প্রশমিত, শ্রম্—শ্রান্ত, কম্—কান্ত, ক্ষম্—ক্ষান্ত, রন্জ্—রক্ত [ধাতুর উপধা ন্ লোপ, জ্-স্থানে ক্ ; শব্দটি বিশেষ্য], বন্ধ্—বন্ধ [ধাতুর উপধা ন্ লুপ্ত, ধ্ হইয়াছে দ্, ত হইয়াছে ধ], অনু-রন্জ্—অনুরক্ত, অন্চ্—অঞ্চিত (পূজিত বা উত্থিত), অন্জ্—অক্ত, বি-অন্জ্—ব্যক্ত, আ-সন্জ্—আসক্ত, দন্শ্—দষ্ট, ভ্রন্শ্—ভ্রষ্ট, মন্থ্—মথিত [ই আসিয়াছে ; মন্থিত শব্দটি ব্যাকরণসিদ্ধ নয়], গ্রন্থ্—গ্রথিত, মস্জ্—মগ্ন [স্ লোপ, জ্-স্থানে গ্, ত-স্থানে ন], সম্-লস্জ্—সংলগ্ন, ভন্জ্—ভগ্ন, উদ্-বিজ্—উদ্বিগ্ন [জ্-স্থানে গ্, ত স্থানে ন], রুজ্—রুগ্ণ [জ্-স্থানে গ্, ত-স্থানে ন, পরে ণত্ব-বিধি । রুগ্ণ বানানটি বিশেষভাবে লক্ষ্য কর ; কদাপি রুগ্ন নয়], নি-স্তন্ভ্—নিস্তব্ধ, স্রন্স্—স্রস্ত (স্খলিত), প্র-শন্স্—প্রশস্ত, প্রশংসিত ; শ্রু + ণিচ্—শ্রাবিত (শুনানো হইয়াছে এমন) ভী + ণিচ্—ভীষিত (ভয় দেখানো হইয়াছে এমন), স্তন্ভ্ + ণিচ্—স্তম্ভিত, সৃজ্—সৃষ্ট, কৃপ্ + ণিচ্—কল্পিত । "নৌকা ভেসে চলে যায় পূর্ণ বায়ুভরে তৃপ্ত স্রোতোবেগে ।"

লিখ্—লিখিত [ধাতুর উত্তর ই-কারের আগম], লঙ্ঘ্—লঙ্ঘিত, অর্চ্—অর্চিত, বঞ্চ্—বঞ্চিত, বাঞ্ছ্—বাঞ্ছিত, রাজ্—রাজিত, পুরা-ঘট্—পুরাঘটিত, পঠ্—পঠিত, প্রথ্—প্রথিত, পৎ—পতিত, নিন্দ্—নিন্দিত, নন্দ্—নন্দিত (আনন্দিত), কিন্তু নন্দ্ + ণিচ্—নন্দিত (তোষিত অর্থে), বিদ্—বিদিত, বাধ্—বাধিত, স্পর্ধ্—স্পর্ধিত, ক্ষুভ্—ক্ষুভিত [কিন্তু ক্ষুব্ধ রূপটি প্রচলিত], ক্ষুধ্—ক্ষুধিত, শিক্ষ্—শিক্ষিত, শ্বস্—শ্বসিত, কৃৎ—কীর্তিত, কৃৎ—কীর্তিত, গর্হ্—গর্হিত, রহ্—রহিত, পরি-ঈক্ষ্—পরীক্ষিত [সন্ধি লক্ষ্য কর], আ-কাঙ্ক্ষ্—আকাঙ্ক্ষিত, পর-অয্—পলায়িত [র-স্থানে ল্] ; অনুরূপভাবে কম্পিত, চুম্বিত, মিলিত, শীলিত, সেবিত, রক্ষিত, তৃষিত, চর্চিত, গর্জিত, চেষ্টিত, বেষ্টিত, কথিত, লুণ্ঠিত, ঘূর্ণিত, মুদিত, চুম্বিত, কুপিত, বিলম্বিত, আচরিত, স্ফুরিত, ধাবিত, ভর্ৎসিত ইত্যাদি ; রন্জ্ (ণিচ্)—রঞ্জিত, [কিন্তু রণ-জি + ক্বিপ্ = রণজিৎ ; শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তি, অর্থ ও বানান ভালোভাবে দেখ ।] বস্—ঊষিত [ব-স্থানে উ, পরে ষত্ব-বিধি], অধি-বস্—অধ্যুষিত, প্র-বস্—প্রোষিত ; দিব্—দ্যূত (বি) । [সংস্কৃতে ক্ত ও ক্তবতু প্রত্যয়কে **নিষ্ঠা প্রত্যয়** বলে ।]

॥ ক্তি ॥

ক্রিয়ার ভাব বুঝাইতে ক্তি প্রত্যয় হয়। ক্তি প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষ্য ও স্ত্রীলিঙ্গ। ক্ ইৎ, তি থাকে। (ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে অধিকাংশ স্থলে ই-যোগে ক্তি প্রত্যয়ান্ত শব্দ পাওয়া যায়) : খ্যা—খ্যাতি, স্থা—স্থিতি, সম্-স্থা—সংস্থিতি, প্রতি-ই (গমন করা)—প্রতীতি, ক্ষি—ক্ষিতি, নী—নীতি, প্রী—প্রীতি, ভী—ভীতি, শ্রু—শ্রুতি (বেদ), স্রু—স্রুতি (ক্ষরণ), স্তু—স্তুতি, ঋ—ঋতি (গমন), কৃ—কৃতি, অনু-ভূ—অনুভূতি, কৃ—কীর্তি, বি-স্মৃ—বিস্মৃতি, প্র-কৃ—প্রকৃতি, গৈ—গীতি, গ্লা—গ্লানি [তি-স্থানে নি], হা—হানি, মন্—মতি [ন্ লুপ্ত], গম্—গতি [ম্ লুপ্ত]. প্র-নম্—প্রণতি [ণত্ব-বিধি], উদ্-যম্—উদ্যতি [ধাতুর ম্ লুপ্ত, য হইয়াছে], আ-বৃৎ—আবৃত্তি, আ-যম্—আয়তি [য হইয়াছে], আ-রম্—আরতি, জন্—জাতি, সম্-হন্—সংহতি, ক্ষণ্—ক্ষতি, দীপ্—দীপ্তি, পরি-তৃপ্—পরিতৃপ্তি, বি-আপ্—ব্যাপ্তি, স্বপ্—সুপ্তি, কম্—কান্তি, সম্-ক্রম্—সংক্রান্তি, ক্ষম্—ক্ষান্তি, ভ্রম্—ভ্রান্তি, ক্লম্—ক্লান্তি, শম্—শান্তি, শ্রম্—শ্রান্তি, শক্—শক্তি, মুচ্—মুক্তি, বচ্—উক্তি, যুজ্—যুক্তি, ভজ্—ভক্তি, যজ্—ইষ্টি [য-স্থানে ই, শব্দটির অর্থ যজ্ঞ], আ-ঋ—আর্তি, সম্-কৃ—সংস্কৃতি (সন্ধি লক্ষ্য কর), সৃজ্—সৃষ্টি, বৃৎ—বৃত্তি, আ-যৎ—আয়ত্তি (অধীনতা), ভিদ্—ভিত্তি, আ-পদ্—আপত্তি, বি-পদ্—বিপত্তি, সম্-পদ্—সম্পত্তি, বি-উদ্-পদ্—ব্যুৎপত্তি [সন্ধি দেখ], আ-সদ্—আসত্তি (নৈকট্য), বুধ্—বুদ্ধি, উপ-লভ্—উপলব্ধি [ভ্-স্থানে ব্, ত-স্থানে ধ]. সম্-ঋধ্—সমৃদ্ধি, বুধ্—বুদ্ধি, শুধ্—শুদ্ধি, ইষ্—ইষ্টি (ইচ্ছা), দৃশ্—দৃষ্টি, কৃষ্—কৃষ্টি, তুষ্—তুষ্টি, পুষ্—পুষ্টি, বৃষ্—বৃষ্টি, পূর্—পূর্তি, বি-অন্জ্—ব্যক্তি, আ-সন্জ্—আসক্তি, প্র-শন্স্—প্রশস্তি, বি-রন্জ্—বিরক্তি, অনু-রন্জ্—অনুরক্তি ।

প্রয়োগ : "অনিমিত্তা **ভক্তি মুক্তির** থেকেও গরীয়সী ।" **"তুষ্টি রুষ্টি** দুই-ই তোমার মঙ্গলস্পর্শ ।" প্রাণবান্ বস্তুমাত্রেরই মধ্যে একই সঙ্গে **বিকৃতি ও সংস্কৃতি** চলতেই থাকে ।

॥ ণক, ষক, তৃচ্, তৃন্ ॥

"যে করে" এই অর্থে কর্তৃবাচ্যে এই প্রত্যয়গুলি হয়। এইসকল প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য ।

(ক) **ণক** (ণ্ ইৎ, অক থাকে) : নী—নায়ক [ধাতুর অন্ত্যস্বরের বৃদ্ধি], পরি-চি—পরিচায়ক, শ্রু—শ্রাবক, পূ—পাবক, গৈ—গায়ক, দা—দায়ক [আ-কারান্ত ধাতুর উত্তর য হয়], কৃ—কারক, ধৃ—ধারক, স্মৃ + ণিচ্—স্মারক ; জৃ—জারক, দৃ—দারক (পূর্ব) ; পচ্—পাচক [উপধা স্বরের বৃদ্ধি], বচ্—বাচক, যজ্—যাজক, পঠ্—পাঠক, হন্—ঘাতক [হ্-স্থানে ঘ্], নশ্ + ণিচ্—নাশক ; সিচ্—সেচক [উপধা স্বরের গুণ], ছিদ্—ছেদক, ক্ষিপ্—ক্ষেপক, শুষ্—শোষক, শিক্ষ্ + ণিচ্—শিক্ষক, সূচ্ + ণিচ্—সূচক, পরি + ঈক্ষ্—পরীক্ষক, অধি-আপি (ই + ণিচ্)—অধ্যাপক, দ্যুত্—দ্যোতক, পূজ্—পূজক, নিন্দ্—নিন্দক ; জ্ঞপি (জন্ + ণিচ্)—জনক [ধাতুর শেষবর্ণের লোপ], পালি (পা + ণিচ্)—পালক, রন্জ্ + ণিচ্—রঞ্জক । [ণক প্রত্যয়ান্ত শব্দের অক স্থানে ইকা যোগে স্ত্রী-রূপ পাওয়া যায় ।] বি-ভীষ (ভী + ণিচ্) + ণক + স্ত্রীলিঙ্গে অক স্থানে ইকা = বিভীষিকা ।

(খ) **ষক** (শিল্পী বুঝাইলে নৃৎ, খন্ ও রন্জ্ ধাতুর উত্তর ষক প্রত্যয় হয় । ষ্ ইৎ, অক থাকে । ষক প্রত্যয়ান্ত শব্দে ঈ-যোগে স্ত্রী রূপ পাওয়া যায় ।) : নৃৎ—নর্তক (উপধা স্বরের গুণ), খন্—খনক, রন্জ্—রঞ্জক [উপধা ন্ লুপ্ত । রঞ্জক ও রঞ্জক শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তি, বানান ও অর্থগত পার্থক্য লক্ষ্য কর] ।

(গ) **তৃচ্** (চ্ ইৎ, তৃ থাকে) : পা (পালন করা)—পিতৃ (কর্তৃকারকের একবচনে পিতা), মা—মাতৃ (মাতা), ভ্রাজ্—ভ্রাতৃ (ভ্রাতা) ।

(ঘ) **তৃন্** (ন্ ইৎ) : দা—দাতৃ (কর্তৃকারকে ১বচনে দাতা), বিশ্ব-পা—

BANGODARSHAN.COM

বিশ্বপাতৃ (বিশ্বপাতা), বি-ধা—বিধাতৃ (বিধাতা), প্র-মা—প্রমাতৃ (**প্রমাতা : পরিমাণ-**কর্তা, পুংলিঙ্গ ; স্ত্রী-রূপ—প্রমাত্রী), বি-জি—বিজেতৃ (বিজেতা), নী—নেতৃ (নেতা), আ-নী—আনেতৃ, প্র-নী—প্রণেতৃ (প্রণেতা), শ্রু—শ্রোতৃ (শ্রোতা), কৃ—কর্তৃ (কর্তা), ভৃ—ভর্তৃ (ভর্তা), অপ-হৃ—অপহর্তৃ (অপহর্তা), বিদ্—বেত্তৃ (বেত্তা), বুধ্—বোদ্ধৃ (বোদ্ধা), যুধ্—যোদ্ধৃ (যোদ্ধা), হন্—হন্তৃ (হন্তা), যম্—যন্তৃ (যন্তা) নি-যম্—নিয়ন্তৃ (নিয়ন্তা), বপ্—বপ্তৃ (বপ্তা), অনু-স্থা—অনুষ্ঠাতৃ (অনুষ্ঠাতা), শিক্ষি (শিক্ষ্+ণিচ্)—শিক্ষয়িতৃ (শিক্ষয়িতা), স্থাপি (স্থা+ণিচ্)—স্থাপয়িতৃ (স্থাপয়িতা), রচি (রচ্+ণিচ্)—রচয়িতৃ (রচয়িতা), জনি (জন্+ণিচ্)—জনয়িতৃ (জনয়িতা), সু—সবিতৃ [অন্ত্যস্বরের গুণ, ই-র আগম ; কর্তৃকারক ১বচন সবিতা—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ—সবিত্রী], স্তু—স্তোতৃ (স্তোতা), গ্রহ্—গ্রহীতৃ (গ্রহীতা, স্ত্রীলিঙ্গে গ্রহীত্রী ; গৃহীতা শব্দটির সহিত ব্যুৎপত্তি, রূপ ও অর্থগত পার্থক্য দেখ)। [তৃন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দে ঈ-যোগে স্ত্রী-রূপ পাওয়া যায় ; তখন ঋ র্-ফলা হয় : দাত্রী, কর্ত্রী, অর্পয়িত্রী, শিক্ষয়িত্রী, নেত্রী ইত্যাদি।]

॥ অন ॥

ণিজন্ত ও অণিজন্ত ধাতুর কর্তৃবাচ্যে ও ভাববাচ্যে এই প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি বিশেষ্য ও পুংলিঙ্গ। আ-প্রত্যয়-যোগে ইহাদের স্ত্রী-রূপ পাওয়া যায়।

(ক) **কর্তৃবাচ্যে :** নন্দি—নন্দন (যে আনন্দ দেয়), রমি—রমণ, লোভি—লোভন, মধু-সূদি—মধুসূদন, নাশি—নাশন, ভীষি (ভী+ণিচ্)—ভীষণ, জন-অর্দি (অর্দ্+ণিচ্)—জনার্দন, ঘট্—ঘটন, দহ্—দহন, তপ্—তপন, তাপি (তপ্+ণিচ্)—তাপন, মণ্ড্—মণ্ডন (প্রসাধক), ক্রুধ্—ক্রোধন, কুপ্—কোপন, শুভ্—শোভন, যুধ্—যোধন, মোহি (মুহ্+ণিচ্)—মোহন (মুগ্ধকারী)।

(খ) **ভাববাচ্যে** (এখানে ক্রিয়ার অর্থটিই প্রধান) : অর্চ—অর্চন, গণ্—গণন, বন্দ্—বন্দন, বন্ধ্—বন্ধন, বিদ্—বেদন, গ্রন্থ্—গ্রন্থন, মন্ত্র্—মন্ত্রন, রচ্—রচন, অব-সো—অবসান, কৃপ্—কল্পন, ধারি (ধৃ+ণিচ্)—ধারণ, পাঠি (পঠ্+ণিচ্)—পাঠন, সাধি (সাধ্+ণিচ্)—সাধন, সম্-আ-লোচ্—সমালোচন, দ্যুৎ—দ্যোতন, শুচ্—শোচন, সূচ্—সূচন, সম্-বর্ধি (বৃধ্+ণিচ্)—সংবর্ধন, সান্ত্ব্—সান্ত্বন, বি-বিচ্—বিবেচন, ইষ্—এষণ, উপ-আস্—উপাসন, অভি-অর্থ্—অভ্যর্থন, বস্—বাসন (কামনা), বি-অন্জ্—ব্যঞ্জন, অধি-আপি (ই+ণিচ্)—অধ্যাপন, অর্পি (ঋ+ণিচ্)—অর্পণ, রন্জ্+ণিচ্—রঞ্জন, বি-চক্ষ্—বিচক্ষণ, ছলি (ছল্+ণিচ্)—ছলন। "বাসর শয়ন করেছি **রচন** কুসুমথরে।" "অগ্নি **অবন্ধনে**।" "দিব্য এ সদন-মাঝে তাহার **সূচন**।" "**ভজন পূজন সাধন আরাধনা** সমস্ত থাক্ পড়ে।"

॥ অনট্ ॥

বিবিধ কারকবাচ্যে ও ভাববাচ্যে এই প্রত্যয়টির প্রয়োগ হয়। এই প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। অনট্-এর ট্ ইৎ, অন থাকে।

(ক) **করণবাচ্যে :** নী—নয়ন (যাহার দ্বারা নীত বা চালিত হয়), চর্—চরণ, লোচ্—লোচন, ভূষ্—ভূষণ, অব-গুণ্ঠ্—অবগুণ্ঠন, যা—যান (**যাহাতে করিয়া যাওয়া যায়**), বাহি (বহ্+ণিচ্)—বাহন, আ-বহ্+ণিচ্—আবাহন।

BANGODARSHAN.COM

(খ) **অধিকরণ-বাচ্যে :** ই বা অয়্ (গমন করা)—অয়ন, শী—শয়ন (শয্যা অর্থে), ভূ—ভুবন (পৃথিবী) ও ভবন (গৃহ), স্থা—স্থান, প্রতি-স্থা—প্রতিষ্ঠান [সন্ধি লক্ষ্য কর], উদ্-যা—উদ্যান। "কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও **শয়নে**।" "সেই মুকুল-আকুল বকুলকুঞ্জ **ভবনে**।"

(গ) **ভাববাচ্যে :** শ্রু—শ্রবণ, ভূ—ভবন (উৎপত্তি), গম্—গমন, মণ্ড্—মণ্ডন (আভরণ), মুহ্—মোহন (মুগ্ধ করা), বৃধ্—বর্ধন, দৃশ্—দর্শন, গৈ—গান, ভুজ্—ভোজন, মৃদ্—মর্দন, তৃপ্—তর্পণ (সন্তোষ), তর্পি (তৃপ্+ণিচ্)—তর্পণ (সন্তোষসাধন), দা—দান, অধি-ই—অধ্যয়ন, শিক্ষ্—শিক্ষণ (অধ্যয়ন অর্থে, অধ্যাপনা অর্থে : শিক্ষ্+ণিচ্+অনট্ হইবে : শব্দটিতে ণ লক্ষ্য কর), অনু-ইষ্—অন্বেষণ, উদ্-চারি (চর্+ণিচ্)—উচ্চারণ, পত্—পতন, লিখ্—লিখন, লেখন ; ঘ্রা—ঘ্রাণ, জ্ঞা—জ্ঞান, অনু-স্থা—অনুষ্ঠান, রুদ্—রোদন, রক্ষ্—রক্ষণ, কৃ—করণ, মৃ—মরণ, স্মৃ—স্মরণ, বৃ—বরণ, ভৃ—ভরণ, শৄ—শরণ, বি-তৄ—বিতরণ, জারি (জৄ+ণিচ্)—জারণ, প্র-যা—প্রয়াণ, হৃ—হরণ, আ-রুহ্—আরোহণ, সম্-বুধ্—সম্বোধন, বি-ঈক্ষ্—বীক্ষণ, লালি (লড্+ণিচ্)—লালন, প্লাবি (প্লু+ণিচ্)—প্লাবন, নিঃ-বাচি—নির্বাচন, তোষি (তুষ্+ণিচ্)—তোষণ, পালি (পা+ণিচ্)—পালন, হন্—ঘাতন, মন্—মনন, বি-ধা—বিধান, পরি-মা—পরিমাণ, পরা-অয়্—পলায়ন, সম্-চি—সঞ্চয়ন, সিচ্—সেচন, ধ্যৈ—ধ্যান, সৃজ্—সর্জন [সৃজন ব্যাকরণ-সঙ্গত নয়], বি-সৃজ্—বিসর্জন, বৃজ্—বর্জন, আ-হ্বে—আহ্বান, আ-লিন্গ্—আলিঙ্গন। অনুরূপভাবে চলন, ক্ষরণ, স্খলন, গর্জন, লঙ্ঘন, স্তম্ভন, স্পন্দন, নিষ্পেষণ, স্নান, ক্রন্দন, জ্বলন, বন্ধন, বসন, পঠন, স্পর্শন, সেবন, মন্থন, বিকাশন, অবস্থান। "সেই কুহুকুহরিত **বিরহরোদন** থেকে থেকে পশে **শ্রবণে**।" তোমাদের আনন্দে দীপ্তি থাকুক, **দহন** যেন না থাকে। "তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের **ক্রন্দনে**।" "ধ্বনিল **আহ্বান** ধ্বনিল রে।"

॥ ইষ্ণু, ক্বিপ্, আলু, উক, উক, বর ॥

স্বভাব বা ধর্ম অর্থে কর্তৃবাচ্যে এই প্রত্যয়গুলি হয়। ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষ্য ; বাকীগুলি বিশেষণ।

(ক) **ইষ্ণু :** সহ্—সহিষ্ণু, বৃধ্—বর্ধিষ্ণু, বৃৎ—বর্তিষ্ণু, চল্—চলিষ্ণু, চর্—চরিষ্ণু, ক্ষি—ক্ষয়িষ্ণু, গ্রহ্—গ্রহিষ্ণু।

(খ) **ক্বিপ্** (সুবন্ত পদের পরবর্তী ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ হয়। ক্বিপ্-এর সমস্তটাই ইৎ ; তাই এই প্রত্যয়টিকে শূন্যপ্রত্যয় বলে) : ইন্দ্র-জি—ইন্দ্রজিৎ (হ্রস্বস্বরান্ত ধাতুর উত্তর ৎ-এর আগম), পর-ভৃ—পরভৃৎ [কাক : পরভৃত (কোকিল) শব্দটির সহিত এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি, বানান ও অর্থগত পার্থক্যটি লক্ষ্য কর] ; সেনা-নী—সেনানী, উদ্-ভিদ্—উদ্ভিদ্, পথি-কৃ—পথিকৃৎ, পরি-ঈক্ষ্—পরীক্ষিৎ, সম্-রাজ্—সম্রাজ্ (কর্তৃকারক ১ব সম্রাট্), বি-রাজ্—বিরাজ্ (বিরাট্), আ-শাস্—আশিস্ (বানানটি মনে রাখিবে), দিশ্—দিক্, সম্-পদ্—সম্পদ্, প্র-আ-বৃষ্—প্রাবৃষ্ (কর্তৃকারক ১ব প্রাবৃট্), সৃজ্—স্রক্ (মালা), প্র-সূ—প্রসূ, শাস্ত্র-বিদ্—শাস্ত্রবিৎ, সভা-সদ্—সভাসদ্, পরি-সদ্—পরিষদ্ (ষত্ব-বিধি দেখ), উপ-নি-সদ্—

উপনিষদ্, সম্-ইন্ধ্—সমিধ্ (ধাতুর উপধা ন্ লোপ)। তদ্রূপ—ধর্মবিৎ, রণজিৎ, লোকজিৎ (বুদ্ধদেব), বিশ্বজিৎ, শত্রুজিৎ, দেবজিৎ, শাপজিৎ, মনোজিৎ, আপদ্, বিপদ্, যুগপৎ, বিদ্যুৎ, সংবিৎ, ফলপ্রসূ, অগ্রণী প্রভৃতি। গম্ + ক্বিপ্ = জগৎ (নিপাতনে)। তৃষ্ + ক্বিপ্ + আ = তৃষা (কিন্তু √তৃষ্ + ন + আ = তৃষ্ণা)। "সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট্ যে আপনার রাজ্য আপনি সৃষ্টি করে।" মনীষী হরিনাথ দে-র **জ্ঞানতৃষ্ণা** আমাদের অবাক্ করে।

লক্ষ্য কর—ক্বিপ্ **প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দটি যেখানে ব্যঞ্জনান্ত সেখানে শব্দটির শেষে হস্ চিহ্ন একান্ত আবশ্যক।**

(গ) **আলু**: দয়্—দয়ালু, ঈর্ষ্—ঈর্ষালু, লুভ্—লোভালু, নি-দ্রা—নিদ্রালু, তন্-দ্রা—তন্দ্রালু। (ঘ) **উক**: জাগৃ—জাগরূক, শো—শুক। (ঙ) **উক**: ভূ (চিন্তা করা)—ভাবুক, কম্—কামুক। (চ) **বর**: ঈশ্—ঈশ্বর, স্থা—স্থাবর, ভাস্—ভাস্বর, পৈ—পীবর।

॥ ণিন্ ॥

"যে করে" এই অর্থে ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ণিন্ প্রত্যয় হয়। (ণ্ ইৎ, ইন্ থাকে): বদ্—বাদিন্ (কর্তৃকারক বাদী), বস্—বাসিন্ (বাসী), অপ-রাধ্—অপরাধিন্ (অপরাধী), সম্-চর্—সঞ্চারিন্ (সঞ্চারী), পা—পায়িন্ (পায়ী), স্থা—স্থায়িন্ (স্থায়ী), জি—জয়িন্ (জয়ী), ত্যজ্—ত্যাগিন্ (ত্যাগী), ভুজ্—ভোগিন্ (ভোগী), রুজ্—রোগিন্ (রোগী), যুজ্—যোগিন্ (যোগী), অনু-গম্—অনুগামিন্ (অনুগামী), সম্-সৃ—সংসারিন্ (সংসারী), বি-দ্বিষ্—বিদ্বেষিন্ (বিদ্বেষী), বি-দ্রুহ্—বিদ্রোহিন্ (বিদ্রোহী), অধি-কৃ—অধিকারিন্ (অধিকারী), জীব্—জীবিন্ (জীবী, বানানটি বিশেষভাবে লক্ষ্য কর), অভি-লষ্—অভিলাষিন্ (অভিলাষী), রন্জ্—রাগিন্ (রাগী—ধাতুর উপধা ন্ লোপ পাইয়াছে); পিতৃ-হন্—পিতৃঘাতিন্ (পিতৃঘাতী—হ্-স্থানে ঘ্, ন্-স্থানে ত্), প্রতি-রুধ্—প্রতিরোধিন্ (প্রতিরোধী), বি-বিচ্—বিবেকিন্ (বিবেকী—চ্-স্থানে ক্), স্তন্য-পা—স্তন্যপায়িন্ (স্তন্যপায়ী)। তদ্রূপ—প্রতিবাদী, প্রিয়বাদী, মিথ্যাবাদী, সত্যবাদী, মঞ্জুভাষী, প্রবাসী, অধিবাসী, ব্যভিচারী, সহগামী, মসীজীবী, কৃষিজীবী, নভশ্চারী ইত্যাদি। ণিন্ প্রত্যয়জাত শব্দটি পুংলিঙ্গ; মূল শব্দে ঈ-যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হয়; তখন রোগিণী, অনুরাগিণী, অভিলাষিণী, বিদ্রোহিণী প্রভৃতি ক্ষেত্রে ণত্ব-বিধি লক্ষ্য রাখ।

॥ সন্ ॥

"ইচ্ছা" অর্থে ধাতুর উত্তর সন্ + অ কৃৎ-প্রত্যয়টি যুক্ত হয়। সন্ + অ প্রত্যয়-জাত শব্দের উত্তর ভাববাচ্যে পুনরায় স্ত্রীবাচক আ প্রত্যয়যোগে বিশেষ্যপদ পাওয়া যায়। জ্ঞা + সন্ + অ + আ = জিজ্ঞাসা (জানিবার ইচ্ছা); পা + সন্ + অ + আ = পিপাসা; জি + সন্ + অ + আ = জিগীষা; তদ্রূপ বিজিগীষা (বানানটি লক্ষ্য কর); বি-ধা + সন্ + অ + আ = বিধিৎসা; হন্ + সন্ + অ + আ = জিঘাংসা (ধাতুর হ-স্থানে ঘ); শ্রু + সন্ + অ + আ = শুশ্রূষা (শুনিবার ইচ্ছা); জীব্ + সন্ + অ + আ = জিজীবিষা (বাঁচিবার ইচ্ছা); তদ্রূপ কৃ—চিকীর্ষা (করিবার ইচ্ছা); অনু-কৃ—অনুচিকীর্ষা; উপ-কৃ—উপচিকীর্ষা; লভ্—লিপ্সা; বি-আপ্—বীপ্সা; ভুজ্—

বুভুক্ষা (ভোজনের ইচ্ছা); তিজ্—তিতিক্ষা; বচ্—বিবক্ষা (বলিবার ইচ্ছা); বিশ্—বিবিক্ষা (প্রবেশের ইচ্ছা); মুচ্—মুমুক্ষা (মুক্তির ইচ্ছা); সেব্—সিষেবিষা (সেবা করিবার ইচ্ছা); গুহ্—জুঘুক্ষা (গোপন করিবার ইচ্ছা); মান্—মীমাংসা; কিৎ—চিকিৎসা; সৃজ্—সিসৃক্ষা।

সন্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে উ প্রত্যয় যোগ করিয়া বিশেষণপদ পাওয়া যায়। জ্ঞা + সন্ + উ = জিজ্ঞাসু (জানিতে ইচ্ছুক)। তদ্রূপ পিপাসু, জিগীষু, বিজিগীষু, জিঘাংসু, শুশ্রূষু (শুনিতে ইচ্ছুক), চিকীর্ষু, অপচিকীর্ষু, প্রিয়চিকীর্ষু, লিপ্সু, বিবক্ষু (বলিতে ইচ্ছুক), বিবিক্ষু (প্রবেশে ইচ্ছুক), মুমুক্ষু, বিধিৎসু, সিষেবিষু, যুযুৎসু, জুঘুক্ষু, সিসৃক্ষু।

॥ ঘঞ্ (অ), অল্ (অ) ॥

ভাববাচ্যে ও কর্তৃভিন্ন কারকবাচ্যে এই দুইটি প্রত্যয় যুক্ত হয়। এই প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি বিশেষ্য ও পুংলিঙ্গ।

(ক) **ঘঞ্** (ঘ্ ঞ্ ইৎ, অ থাকে): পচ্—পাক (চ্-স্থানে ক্), যজ্—যাগ (জ্-স্থানে গ্), প্র-যজ্—প্রয়াগ (য য় হইয়াছে), প্র-যস্—প্রয়াস, লভ্—লাভ, পঠ্—পাঠ, নম্—নাম, প্র-নম্—প্রণাম, তপ্—তাপ, বদ্—বাদ, শপ্—শাপ, শ্বস্—শ্বাস, বস্—বাস, ত্যজ্—ত্যাগ, বি-শ্রম্—বিশ্রাম, দহ্—দাহ, প্র-বহ্—প্রবাহ, অব-সদ্—অবসাদ, প্র-সদ্—প্রসাদ, বি-সদ্—বিষাদ (ষত্ব-বিধি লক্ষ্য কর); নি-হৃ—নীহার (উপসর্গের হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হইয়াছে লক্ষ্য কর); বি-রট্—বিরাট (দেশবিশেষ), সম্-তন্—সন্তান, ভজ্—ভাগ, যুজ্—যোগ, ভুজ্—ভোগ, রুজ্—রোগ, শুচ্—শোক; ভূ—ভাব, বি-নশ্—বিনাশ, সম্-অস্—সমাস, বি-নি-অস্—বিন্যাস, অভি-সিচ্—অভিষেক, চি—কায়, প্র-কৃ—প্রকার, বি-অব-হৃ—ব্যবহার, নি-সৃজ্—নিসর্গ, আ-রভ্—আরম্ভ (ম্ আগম), সন্জ্—সঙ্গ, ভন্জ্—ভঙ্গ (ভঙ্গ ও ভগ্ন শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তি অর্থ ও পদগত পার্থক্য লক্ষ্য কর); অনু-রন্জ্—অনুরাগ (ভাব বা করণবাচ্যে ন্ লুপ্ত; ভাববাচ্যে রন্জ্ + ঘঞ্ = রঙ্গ: ন্ অটুট রহিয়াছে); অদ্—ঘাস (অদ্ স্থানে ঘস্); আ-হন্—আঘাত, অব-তৃ—অবতার, প্রতি-কৃ—প্রতিকার, প্রতীকার (উপসর্গের অন্ত্যস্বর বিকল্পে দীর্ঘ হয়), মৃজ্—মার্গ, প্র-সৃ—প্রসার (বিশেষ্য; প্রসারতা শব্দটি ব্যাকরণসঙ্গত নয়); প্র-স্তু—প্রস্তাব। সেইরূপ প্রভাব, প্রবাস, নির্ঘাত, ব্যাঘাত, উপসর্গ।

(খ) **অল্** (ল্ ইৎ, অ থাকে): জি—জয়, ক্ষি—ক্ষয়, আ-শ্রি—আশ্রয়, ভী—ভয়, প্র-লী—প্রলয়, অভি-নী—অভিনয়, প্র-নী—প্রণয় (ণত্ব-বিধি দেখ); অনু-ভূ—অনুভব, স্তু—স্তব, বৃষ্—বর্ষ, স্পৃশ্—স্পর্শ, হৃষ্—হর্ষ, উদ্-কৃষ্—উৎকর্ষ (শব্দটি বিশেষ্য; ইহাতে কদাপি তা যোগ করিও না); আ-দৃ—আদর, মুহ্—মোহ, ক্রুধ্—ক্রোধ, বি-নুদ্—বিনোদ, সম্-আ-রুহ্—সমারোহ, সম্-যম্—সংযম, চি—চয়, সম্-চি—সঞ্চয়, প্র-সৃ (গমন করা)—প্রসর (চলন); উদ্-ই—উদয়, প্রতি-ই—প্রত্যয়, অনু-ই—অন্বয়, ক্ষুভ্—ক্ষোভ, সম্-তুষ্—সন্তোষ, বি-ভিদ্—বিভেদ, শ্লিষ্—শ্লেষ, বুধ্—বোধ, প্র-নু—প্রণব, দিশ্—দেশ, আ-দিশ্—আদেশ, খিদ্—খেদ, পরি-শ্রম্—পরিশ্রম, ভ্রন্শ্—ভ্রংশ, পরা-মৃশ্—পরামর্শ, হন্ (বধ্)

BANGODARSHAN.COM

—বধ, বন্ধ্—বন্ধ, সম্-বন্ধ্—সম্বন্ধ (কিন্তু সম্বন্ধ=সম্-বন্ধ্+ক ; সম্বন্ধ ও সম্বন্ধ শব্দের ব্যুৎপত্তি, বানান ও অর্থপার্থক্য দেখ)। সেইরূপ প্রভব, প্রবহ, বিচ্ছেদ, বিদেশ, আবেশ, প্রবেশ, সন্নিবেশ, সমন্বয়, আক্ষেপ, প্রক্ষেপ, নিক্ষেপ, উদ্বেগ, বিবেক।

প্রয়োগ : "মুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্ত করো হে **বন্ধ**।" **সম্ভোষ** ভোগ্য বস্তুতে নয়, মানুষের মনেই রয়েছে।

॥ ট ॥

(ক) **দিবা প্রভৃতি কর্মবাচক পদের পরবর্তী কৃ ধাতু, পুরঃ অগ্র শব্দের পরবর্তী সৃ ধাতু, এবং অধিকরণবাচক পদের পরস্থিত চর্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ট প্রত্যয় হয়।** ট্ ইৎ, অ থাকে। দিবা-কৃ—দিবাকর ; তদ্রূপ বিভাকর, নিশাকর, ভাস্কর, চিত্রকর, প্রভাকর, শোককর, অর্থকর, শ্রেয়স্কর, যশস্কর, ক্লেশকর, বলকর, হিতকর, প্রীতিকর, ভীতিকর ; পুরঃ-সৃ—পুরঃসর ; তদ্রূপ অগ্রসর ; জল-চর্—জলচর ; তদ্রূপ স্থলচর, ভূচর, খেচর (অধিকরণবাচক পদ এখানে বিভক্তিযুক্ত রহিয়াছে, লক্ষ্য কর), বনচর, পার্শ্বচর, নিশাচর, নভশ্চর, রাত্রিচর বা রাত্রিঞ্চর।

(খ) **মনুষ্যভিন্ন কর্তা হইলে কর্মবাচক পদের পরবর্তী হন্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ট হয়, এবং হন্ স্থানে ঘ্ন হয়।** পাপ-হন্—পাপঘ্ন ; তদ্রূপ তমোঘ্ন, রসঘ্ন, পিত্তঘ্ন। [কিন্তু মনুষ্য কর্তা হইলে ক প্রত্যয় হয় : শত্রু-হন্+ক=শত্রুঘ্ন (স্ত্রী—শত্রুঘ্না) ; তদ্রূপ কৃতঘ্ন।]

॥ ড ॥

(ক) **উপসর্গ বা উপপদের পরবর্তী জন্, ত্রৈ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ড প্রত্যয় হয়।** ড্ ইৎ, অ থাকে। পঙ্ক-জন্—পঙ্কজ (ধাতুর অ ও ন্ লুপ্ত), পুং-ত্রৈ (ত্রাণ করা)—পুত্র, আতপ-ত্রৈ—আ পত্র (ছাতা) ; গায়ৎ-ত্রৈ—গায়ত্র (স্ত্রী গায়ত্রী)। তদ্রূপ তন্ত্রাজ, পূর্বজ, অণ্ডজ, আত্মজ, অনুজ, দ্বিজ, খনিজ, বনজ, সহজ, উদ্ভিজ্জ।

(খ) **সুবন্ত পদের পরবর্তী গম্ ধাতুর উত্তর :** দূর-গম্—দূরগ (ধাতুর অ-কার ও ম্ লুপ্ত), বিহায়স্-গম্—বিহগ, ত্বরা-গম্—তুরগ, উরস্-গম্—উরগ (স্ লুপ্ত)। তদ্রূপ পারগ, সর্বত্রগ, খগ, ভুজগ। (কিন্তু ভুজ-গম্+খচ্=ভুজঙ্গম ও ভুজঙ্গ ; সেইরূপ বিহঙ্গম, বিহঙ্গ ; তুরঙ্গম, তুরঙ্গ।)

(গ) **ক্লেশ, তমঃ প্রভৃতি শব্দের পরবর্তী অপ-হন্ ধাতুর উত্তর :** ক্লেশ-অপ-হন্—ক্লেশাপহ ; তদ্রূপ দুঃখাপহ, ভয়াপহ। যিনি ভয়াবহ, তিনিই ভয়াপহ।

॥ ক ॥

কর্ম, করণ ও অধিকরণপদের পরস্থিত আ-কারান্ত ধাতু ও উপসর্গের পরবর্তী স্থা ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক প্রত্যয় হয়। ক্ ইৎ, অ থাকে এবং ধাতুর আ-কার লোপ পায়। বারি-দা—বারিদ, মধু-পা—মধুপ, রস-জ্ঞা—রসজ্ঞ, পাদ-পা—পাদপ, নি-স্থা—নিষ্ঠ, বিশাল-দা—বিশারদ (ল-স্থানে র), গৃহ-স্থা—গৃহস্থ। তদ্রূপ নৃপ, অম্বদ, বরদ, করদ, জলদ, কণ্ঠস্থ, দ্বিপ (হস্তী), মধ্যস্থ, সুস্থ, দুঃস্থ, সর্বজ্ঞ, আত্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, বিঘ্ন, কৃতঘ্ন, শত্রুঘ্ন। "ভীম রূপ রাক্ষস।" (ট, ড ও ক—এই তিনটি প্রত্যয়কে অ প্রত্যয়ও বলা হয়।)

BANGODARSHAN.COM

॥ অ (অচ্, অণ্, কঞ্, খচ্, খল্, খশ্) ॥

অচ্, অণ্ ইত্যাদি প্রত্যয়গুলির অ ছাড়া বাকী অংশ লোপ পায় বলিয়া বাংলায় ইহাদিগকে শুধু অ প্রত্যয় বলা হয়।

(ক) **অচ্ (কর্তৃবাচ্যে) :** দিব্—দেব, সৃপ্—সর্প, নৃ—নর, ভূ-ধ—ভূধর, চূর্—চূর্ণ (বিশেষ্য, বিশেষণ—দুইটি অর্থেই), দুঃখ-হৃ—দুঃখহর, পূজা-অর্হ্—পূজার্হ, শয্যা-শী—শয্যাশয়। তদ্রূপ নন্দ, চর, নিন্দার্হ, রোগহর, শিলাশয় ইত্যাদি।

(খ) **অণ্ (কর্মবাচক পদের পরবর্তী ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে :** মালা-কৃ—মালাকার, তন্তু-বে (বয়ন করা)—তন্তুবায়, সূত্র-ধৃ—সূত্রধার। তদ্রূপ কুম্ভকার, মণিকার, কর্মকার, চর্মকার, চাটুকার, গ্রন্থকার, শাস্ত্রকার।

(গ) **কঞ্ (সাদৃশ্য বুঝাইতে সর্বনামের পর দৃশ্ ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে :** ইদম্-দৃশ্—ঈদৃশ (সর্বনামের আদি হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হইয়াছে), কিম্-দৃশ্—কীদৃশ, এতদ্-দৃশ্—এতাদৃশ, অস্মদ্-দৃশ্—মাদৃশ, ভবৎ-দৃশ্—ভবাদৃশ। ঈ-যুক্ত করিয়া শব্দগুলির স্ত্রীরূপ পাওয়া যায়।

(ঘ) **খচ্ (কর্তৃবাচ্যে) :** প্রিয়ম্-বদ্—প্রিয়ংবদ (স্ত্রী—প্রিয়ংবদা), স্বয়ম্-বৃ—স্বয়ংবর (স্ত্রী—স্বয়ংবরা), পরম্-তাপি—পরন্তপ, বিশ্বম্-ভৃ—বিশ্বম্ভর [বিষ্ণু, স্ত্রী=বিশ্বম্ভরা (পৃথিবী)], ক্ষেমম্ (কল্যাণ)-কৃ—ক্ষেমঙ্কর, ভুজ-গম্—ভুজঙ্গম, মৃত্যুম্-জি—মৃত্যুঞ্জয়, ত্বরা-গম—তুরঙ্গম। তদ্রূপ ঋতম্ভর, বজ্রংবদ, ধনঞ্জয়, স্বয়ংভর, ভয়ঙ্কর, প্রিয়ঙ্কর, পতঙ্গম, বিহঙ্গম, উরঙ্গম।

(ঙ) **খল্ (কর্মবাচ্যে) :** সু-কৃ—সুকর, দুঃ-লভ্—দুর্লভ, সু-গম্—সুগম, দুঃস্পৃশ্—দুস্পর্শ, দুঃ-তৃ—দুস্তর, দুঃ-প্র-ধৃষ্—দুষ্প্রধর্ষ। তদ্রূপ দুর্গম, দুষ্কর, সুলভ, দুস্ত্যজ, সুস্পর্শ, দুর্বহ, সুবহ, দুষ্প্রাপ্য ইত্যাদি।

(চ) **খশ্ (কর্তৃবাচ্যে) :** অসূর্ষ-দৃশ্—অসূর্যম্পশ্য (দৃশ্-স্থানে পশ্য+স্ত্রী-প্রত্যয় আ) অরুস্ (মর্মস্থল)-তুদ্—অরুন্তুদ (স্-স্থানে ন্ হইয়া সন্ধি হইয়াছে), অভ্রম্-লিহ্—অভ্রংলিহ, পণ্ডিতম্-মন্—পণ্ডিতম্মন্য। সেইরূপ কৃতাত্মন্য, ধন্যাত্মন্য, সুভগম্মন্য।

॥ আ ॥

অ-প্রত্যয়ান্ত বহু শব্দই পুনরায় আ প্রত্যয়যুক্ত হইয়া স্ত্রীলিঙ্গরূপে সর্বদাই প্রযুক্ত হয়। শিক্ষ্+অ+আ=শিক্ষা, ইষ্+অ+আ=ইচ্ছা (ইষ্-স্থানে ইচ্ছ্), ভাষ্+অ+আ=ভাষা, প্র-শন্স্+অ+আ=প্রশংসা, নি-স্থা+অ+আ=নিষ্ঠা, সম্-জ্ঞা+অ+আ=সংজ্ঞা, পরি-ঈক্ষ্+অ+আ=পরীক্ষা, কৃপ্+অ+আ=কৃপা, প্রতি-ভা+অ+আ=প্রতিভা, হিংস্+অ+আ=হিংসা, বি-আ-খ্যা+অ+আ=ব্যাখ্যা, যদ্ ইচ্ছ্+অ+আ=যদিচ্ছা, আ-অশ্+অ+আ=আশা, সম্-ঈহ্+অ+আ=সমীহা, অব-হেড্+অ+আ=অবহেলা (ড্ স্থানে ল্) ; সম্-ধৈ+অ+আ=সন্ধ্যা, সু-ধৈ+অ+আ=সুধা ; আ-কাঙ্ক্ষ্+অ+আ=আকাঙ্ক্ষা। ওইভাবে পূজা, চিন্তা, নিন্দা, সেবা, চর্চা, দোলা, ভিক্ষা, দীক্ষা, রক্ষা, অনুজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা, আজ্ঞা, সমীক্ষা, প্রভা, বিভা, প্রতিমা, আস্থা, অবস্থা, প্রতিষ্ঠা, আখ্যা, সংস্থা ইত্যাদি।

"অ" প্রত্যয়-সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা : ঘঞ্ অল্ ট ড ক অচ্ অণ্ এঙ্ ইত্যাদি প্রত্যয়গুলিকে বাংলায় সরাসরি অ প্রত্যয় বলায় একটু বিপদ্ আছে মনে য়। প্রত্যয়গুলির সাধারণ লক্ষণটুকুই বড়ো কথা নয়; **প্রত্যেক প্রত্যয়ের নিজস্ব** কটি **প্রভাব ধাতুর উপর থাকিয়া যায়।** ইহার ফলে ভূ+অল্=**ভর** (স্বরের গুণ), কন্তু ভূ+ঘঞ্=**ভাব** (স্বরের বৃদ্ধি); দিবা-কৃ+ট=**দিবাকর** (স্বরের গুণ), থচ মালা-কৃ+অণ্=মালাকার (স্বরের বৃদ্ধি); ক্লেশ-সহ+অচ্=**ক্লেশসহ** (স্বরের ণ), কিন্তু আ-হৃ+ঘঞ্=**আহার** (স্বরের বৃদ্ধি); ত্বরা-গম্+ড=**তুরগ,** থচ ত্বরা-গম্+খচ্=**তুরঙ্গ** বা **তুরঙ্গম।** **প্রত্যয়গুলির এই প্রকৃতিবৈচিত্র্যের জন্যই হাদিগকে একটি সাধারণ নামে চিহ্নিত না করিয়া নিজ নিজ নামেই চিনিয়া ধা ভালো।**

॥ কি ॥

উপসর্গ ও অন্তঃ শব্দের পরবর্তী দা, ধা প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে কি প্রত্যয় য়। ক্ ইৎ, ই থাকে, এবং ধাতুর অন্ত্য আ-কারের লোপ হয়। আ-দা—আদি, া-ধা—আধি, বি-ধা—বিধি, সম্-ধা—সন্ধি, সম্-আ-ধা—সমাধি, উপ-আ-ধা—পাধি, বি-আ-ধা—ব্যাধি, অব-ধা—অবধি।

কর্মবাচক পদের পরবর্তী ধা ধাতুর উত্তর অধিকরণবাচ্যে : জল-ধা—জলধি, বারি-—বারিধি। তদ্রূপ উদধি, পয়োধি, পয়োনিধি, বারিনিধি।

॥ ত্র ॥

করণবাচ্যে নী স্তৃ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ত্র প্রত্যয় হয়। নী—নেত্র, স্তৃ—স্তোত্র, াস্—শাস্ত্র, দন্স্—দংষ্ট্র (স্ত্রীলিঙ্গে দংষ্ট্রা), অগ্নি-হু—অগ্নিহোত্র।

॥ ইত্র ॥

পূ, চর্, বহ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে এই প্রত্যয় হয়। পূ—পবিত্র, চর্ —চরিত্র, বহ্—বহিত্র (নৌকা), খন্—খনিত্র।

বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়

বাংলা ভাষার নিজস্ব ধাতুর উত্তর বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়যোগে অসংখ্য খাঁটী বাংলা ব্দের সৃষ্টি হইয়াছে, এখনও হইতেছে। বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি জানিতে হইলে বাংলা ৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয়ের পরিচয় জানা চাই। এখন অতিপরিচিত কয়েকটি বাংলা ৎ-প্রত্যয়ের আলোচনা করা হইতেছে। বাংলা তদ্ধিতের আলোচনা পরে হইবে।—

(১) **অ**—এই প্রত্যয়টির যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠিত হয়। **আধুনিক** াংলায় কিন্তু এই অ-কারের উচ্চারণ লোপ পাইয়াছে। চল্+অ=চল, দুল্+অ =দুল বা দোল, ঝুল্+অ=ঝুল, ঘির্+অ=ঘের (স্বরের পরিবর্তন লক্ষ্য কর), খুঁজ্+অ=খোঁজ। **প্রয়োগ :** শিক্ষিত সমাজে ঘোমটার চল (উচ্চারণ চল্) আর ই। "দে দোল দোল।" হারছড়াটার খোঁজ কিছু পেলে? কোমরের ঘেরটা বড্ড াইট হল নাকি?

BANGODARSHAN.COM

স্থলে শব্দটির দ্বিত্ব প্রয়োগ হয়। মর্+অ=মর—মরমর (অবস্থা), উড়+ও= উড়ো—উড়োউড়ো বা উড়ুউড়ু (মন)। তেমনি ডুবোডুবো (অবস্থা), নিবুনিব (বাতি)। এ বাড়িতে আগুন লাগায় পাশের বাড়িখানারও **ধরধর** অবস্থা হয়েছিল সঙ্গীহারা ময়নাটার মন বেজায় উড়ুউড়ু হয়ে পড়েছে।

(৩) **আ**—**এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য-বিশেষণ দুইই হয়।** চিন্+অ =চেনা, চল্+আ=চলা, তুল্+আ=তোলা, বুন্+আ=বোনা, জান্+আ= জানা, ছাড়্+আ=ছাড়া, চুষ্+আ=চোষা, চষ্+আ=চষা, মিল্+আ=মেল (উচ্চারণ—ম্যালা, অধিকরণবাচ্যে), গা+আ=গাওয়া (স্বরান্ত ধাতু এবং প্রত্যয়ে মাঝে ও আসিয়াছে)। তদ্রূপ খা+আ=খাওয়া, পা+আ=পাওয়া, না+আ= নাওয়া। বেশী জানা (বি) আবার ভালো না হতেও পারে। ওদিক্‌কার পথ আমার জানা (বিণ) নেই। "পথে চলাই (বি) সেই তো তোমায় পাওয়া" (বি)। অনেক কষ্টের তোলা (বিণ) জলটা নষ্ট করলি? ফুলতোলা (বি) থাক্ মা, ঠাকুরঘরটা আগে মুছে দে। "ডাকার মতো ডাক্ দেখি, মন, কেমন শ্যামা মা রইতে পারে।"

এই **আ** প্রত্যয়ান্ত বিশেষণপদ সংস্কৃত ক্ত প্রত্যয়ান্ত বিশেষণের মতো। বাংলায় এই ধরনের পদের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। **দেখা** ইয়ারোর থেকে **না-দেখা** ইয়ারে অনেক ভালো। সেইরূপ **বাঁধা** সুর, **মাজা** বাসন, **ধোয়া** হাত, পাখিডাকা গ্রাম পালতোলা নৌকা, গলাকাটা দোকানী ইত্যাদি।

(৪) **আই, আও, ই**—ক্রিয়ার ভাব বুঝাইতে এইসকল প্রত্যয় হয় এই প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষ্য। (ক) **আই :** বাছ্+আই=বাছাই, বাঁধ্+আই=বাঁধাই যাচ্ (সং ধাতু)+আই=যাচাই। তদ্রূপ লড়াই, মাড়াই, চড়াই, উতরাই, ধোলাই (খ) **আও :** পিট্+আও=পেটাও, ফল্+আও=ফলাও, ঘির্+আও= ঘেরাও। তদ্রূপ পাগড়াও, লাগাও, ঢালাও, বাঁচাও (রক্ষা—বিশেষ্য) (গ) **ই** হাস্+ই=হাসি, হাঁচ্+ই=হাঁচি, ফির্+ই=ফিরি, ফেরি। তদ্রূপ বেড়ি, ডুবি বুলি, কাশি, ঝুঁকি, বিকিকিনি। "যত হাসি তত কান্না।" বইখানার **বাঁধাই-ছাঁদাই** বেশ ভালো। ঝুঁকি নিয়ে তো বসেছি, কিন্তু **বিকিকিনি** বড়ো-একটা নেই। এখনে পর্যন্ত **বউনি** হয়নি। ঢালাও (বিণ) পরিবেশন চলছে। নতুন ধানের **ঝাড়াই-মাড়াই** শেষ। "যাচাই-বাছাই করে দেখ কোন্ সুখটা টেকসই।"

(৫) **ইয়ে, এন, আরী** (**উরী**)—**দক্ষ অর্থে এই প্রত্যয়গুলি হয়।** (ক) **ইয়ে :** নাচ্+ইয়ে=নাচিয়ে, বাজা+ইয়ে=বাজিয়ে। তদ্রূপ বলিয়ে, কইয়ে, গাইয়ে খাইয়ে, লড়িয়ে, লিখিয়ে। (খ) **এন :** গায়েন, বায়েন। (গ) **আরী** (**উরী**) : ডুব্+আরী=ডুবারী (ডুবুরী)। সেইরূপ ধনারী (ধনুরী), পূজারী (পূজুরী)। "এ বই একেবারে ওস্তাদ লিখিয়ের লেখা।"—অতুল গুপ্ত। "এর খাকিয়ে জল, মাটি ফুঁড়ে এদের আবির্ভাব।"

(৬) **ইয়া**—ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অর্থে প্রত্যয়টির প্রয়োগ হয়। খেল্—খেলিয়া বল্—বলিয়া, দেখ্—দেখিয়া, যা—যাইয়া, খা—খাইয়া। দিনরাত তাস **খেলিয়া** (খেলায় অর্থে) সংসার চলিবে? অর্থপুস্তকের মতো বিষবটিকা **খাইয়া** (খাওয়ায় লাভ কিছুই নাই।

মনে রাখিও, ইয়া-যুক্ত পদটি অসমাপিকা ক্রিয়া হইলে ইয়া তখন ধাতুবিভক্তি, কৃৎ-প্রত্যয় নয়। তাঁহাকে বলিয়া বলিয়া বিরক্ত হইয়া গিয়াছি।

(৭) **অন—ভাব ও করণবাচ্যে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়।** বাঁচ্+অন=বাঁচন (সংস্কৃতের অন প্রত্যয়েরই মতো—উচ্চারণ বাঁচোন্)। তেমনি মরণ, গড়ন, পড়ন, খুলন, দেখন, বাঁধন, ঝাড়ন (করণবাচ্যে), জীয়ন (কাঠি), সৃজন (কিন্তু সংস্কৃত-মতে সর্জন হইবে), শিহরন, মিলন, ধরন, নাচন। "কোন্ বাঁধনে বাঁধিব তারে? নাচন-কোঁদনই সার হল। "তোমার কথার ওপর এর মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে।" প্রতিমার গড়নটি বড়োই চমৎকার। "রাঁধনের হাঁড়ি রয়েছে শিকেয় তোলা।"

(৮) **অন্ত—সংস্কৃতের শতৃ-শানচের অর্থে বর্তমান কালে অন্ত প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়।** চল্+অন্ত=চলন্ত (গাড়ি), পড়্+অন্ত=পড়ন্ত (বেলা), ঘুমা+অন্ত=ঘুমন্ত (শিশু), জীব্+অন্ত=জীবন্ত। সেইরূপ ফুটন্ত (ফুল বা জল), ফলন্ত (গাছ), জাগন্ত (ঘুম), জীয়ন্ত (মাছ), উড়ন্ত (পাখি), জ্বলন্ত (বাতি), বাড়ন্ত (গড়ন), ভাসন্ত (নৌকা)। ডুবন্ত লোক খড়কুটো ধরেও বাঁচতে চায়। হেমন্তের পড়ন্ত বেলায় আমাদের বসন্ত সেদিন চলন্ত গাড়ি থেকে পড়ে যায়নি। ঘরে চাল আজ বাড়ন্ত (নেই অর্থে শ্লেষ প্রয়োগ)। তার বাড় বাড়ন্ত হোক (শ্রীবৃদ্ধি)। ঝুলন্ত নোটিসবোর্ডটা ঘুমন্ত লোকটার ঘাড়ে পড়েছে। বর্ষার নদী এখন যৌবন-পুরন্ত। (লক্ষ্য কর চল্, জ্বল্, ভাস্ প্রভৃতি সংস্কৃত ধাতু।)

(৯) **না—ভাব এবং কর্তৃ, কর্ম প্রভৃতি কারকবাচ্যে এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়।** রাঁধ্+না=রান্না, বাড়্+না=বাড়না>বান্না, কাঁদ্+না=কাঁদনা>কান্না, বাট্+না=বাটনা (যাহা বাটা হয়—কর্মবাচ্যে), ফেল্+না=ফেলনা (যাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয় বা যায়); তেমনি কুটনা, খেলনা (যাহার দ্বারা খেলা হয়—করণবাচ্যে), ঢাকনা, ঝরনা (জল ঝরে যেখান হইতে—অপাদানবাচ্যে), ধরনা, দোলনা (দোল খায় সেখানে—অধিকরণবাচ্যে)। গুঁড়ো বাটনার ঢাকনাটা কোথা রাখলি ঝরনা? একহাতে কুটনোকোটা, রান্না-বান্না—পারা যায়? "নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।" দেনা-পাওনা মিটল? "তোমার মা-মন্ত্র তো সংসারীর কান্না দিয়ে লেখা।"

(১০) **আনি, আন (আনো)—মা-কারান্ত ধাতু, নামধাতু ও প্রযোজক ধাতুর উত্তর ক্রিয়ার ভাব বুঝাইতে বিভিন্ন বাচ্যে এইসকল প্রত্যয় হয়।** (ক) **আনি:** শুনা+আনি=শুনানি, পারা+আনি=পারানি, হাঁকা+আনি=হাঁকানি, ধমকা+আনি=ধমকানি। সেইরূপ জ্বালানি, শাসানি, চালানি, ঝলমলানি, ভাঙানি। (খ) **আন (আনো—বিশেষভাবে কর্মবাচ্যে):** জানা+আন=জানান (জানানো); চালা+আন=চালান (চালানো); শোনা+আন=শোনান (শোনানো); হাতা+আন=হাতান (হাতানো); জুতা+আন=জুতান (জুতানো)। মন-ভুলানো কথা, লোকদেখানো ভালোবাসা। তার খাই না পরি, যে শাসানির ধার ধারব? এ বছর শীতটা বেশী হাড়কাঁপানো মনে হচ্ছে? ঝোলের তলানিটা আর খেয়ো না।

আনি-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষ্য, কিন্তু আন-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ দুই-ই হয়। বাক্যের পদবিন্যাসরীতি দেখিয়া পদনির্ণয় করাই বিধেয়। মামলার শুনানি (বি) কবে? কী বললেন? দশটাকার ভাঙানি (বি)? "আমার সাজানো (বিণ—কর্মবাচ্যে) বাগান শুকিয়ে গেল।" জড়ানো (বিণ—কর্তৃবাচ্যে) সুতো ছাড়ানো

BANGODARSHAN.COM

(বি) খুব সোজা কি? খরচ কমানো (বি) এখন বিশেষ দরকার। শুধু বাড়ানো (বিণ—কর্মবাচ্যে) সলতের কাজ হয় কি? তেলও চাই খানিকটা। তদ্রূপ লোক-হাসানো বক্তৃতা (বিণ—কর্তৃবাচ্যে), হাড়কাঁপানো শীত (ঐ), মন-ভুলানো কথা (ঐ), হৃদয়গলানো কান্না (ঐ), বুককাঁপানো হুংকার (ঐ), লোকদেখানো ভালো-বাসা (বিণ—কর্মবাচ্যে), বুক-নিঙড়ানো রক্ত (ঐ), জমানো দুধ (ঐ), শান-বাঁধানো ঘাট (ঐ), শেখানো বুলি (ঐ)।

(১১) **অনি (উনি)—ক্রিয়ার ভাব বুঝাইতে এই প্রত্যয় হয়।** চাহ্+অনি=চাহনি (চাউনি); বিনা+উনি=বিনুনি; মাত্+অনি=মাতনি (মাতুনি); খাট্+অনি=খাটনি (খাটুনি); পুড়্+অনি=পুড়নি, পোড়নি, পুড়ুনি; তেমনি নাচনি (নাচুনি); কাঁদনি (কাঁদুনি); গাঁথনি (গাঁথুনি); ছাঁকনি (ছাঁকুনি); কুরনি (কুরুনি); বুননি (বুনুনি); চালনি (চালুনি); দুলনি (দুলুনি)। "হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি।" রাঁধনি (রাঁধুনি—মসলাবিশেষ); কিন্তু রাঁধ্+অনী (উনী)=রাঁধনী (রাঁধুনী—পাচক বা পাচিকা—কর্তৃবাচ্যে)। "বেণীর দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি।"

(১২) **তা—ভাব, কর্তৃ ও কর্মবাচ্যে তা প্রত্যয় হয়।** ফির্+তা=ফেরতা (গাড়ি); জান্+তা=জান্তা (সবজান্তা লোক); ধর্+তা=ধরতা; বহ্ (সংস্কৃত ধাতু)+তা=বহতা (নদী); পড়্+তা=পড়তা (গড়পড়তা)। গানের ধরতাই ভালো হওয়া চাই। আমার দেখতা তিনি বড়ো লোক হলেন (ক্রি-বিণ)। ও তো আমাদের দেখতা (বিণ) ব্যাপার।

(১৩) **তি—এই প্রত্যয়ান্ত পদ বিশেষ্য ও বিশেষণ দুই-ই হয়।** বাড়্+তি=বাড়তি; বস্ (সং ধাতু)+তি=বসতি; কাট্+তি=কাটতি; তেমনি বনতি, কমতি, চলতি, উঠতি, ভরতি, ঝরতি, গলতি, পড়তি, ঘাটতি। উঠতি (বিণ) বয়স; বাড়তি (বিণ) টাকা; চলতি (বিণ) বছর; মালের কাটতি (বি); হিসাবের ঘাটতি (বি)। তাঁর সঙ্গে ওঁর আদৌ বনতি (বি) নেই। রোজ রোজ দামের চড়তি (বি) সহ্য হয়? এমন ঘাটতি (বিণ) বাজারে বাঁচাই দায়। "কেন? তার ধর্মে কি ঈশ্বর-জ্ঞানের ঘাটতি পড়েছে?"

(১৪) **উয়া (ও)—অবস্থা বা স্বভাব বুঝাইতে এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। এই প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।** পড়্ (পাঠ করা)—পড়ুয়া (চলিত ভাষায় পড়ো—পাঠ করা বা পড়িয়া যাওয়া দুইটি অর্থেই), উড়্—উড়ুয়া (উড়ো)। পাঠশালার পড়োরা সুর করে ধারাপাত পড়ত। আমাদের বাড়ির পিছনে মুখটিদের খানিকটা পড়ো জমি রয়েছে। উড়ো চিঠিতে এত ভয় কিসের?

(১৫) **উক—স্বভাব অর্থে এই প্রত্যয়টির প্রয়োগ হয়।** নিন্দ্—নিন্দুক; মিশ্—মিশুক। বড়ো লোকের ছেলে এমন মিশুক ক্বচিৎ দেখা যায়। নিন্দুকের মুখ আটতে চেয়ো না।

(১৬) **ইত—এই প্রত্যয়ান্ত শব্দটি বিশেষণ। এটি সংস্কৃত ক্ত প্রত্যয়ের বাংলা সংস্করণ।** উচ্চারণের দিক্ দিয়াও ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে যথেষ্ট মিল। জান্+ইত=জানিত (**অন্ত্য অ উচ্চারিত**); ভাব্+ইত=ভাবিত (চিন্তিত অর্থে); সিঞ্—সিঞ্চিত, বিতর্—বিতরিত। **অন্ত্য অ অনুচ্চারিত:** চলিত, করিত (করিতকর্মা)।

তদ্ধিত-প্রত্যয়

সংস্কৃত তদ্ধিত

শব্দের উত্তর এক-একটি বিশেষ অর্থে এক-একটি তদ্ধিত-প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করে। সেই নবগঠিত শব্দের উত্তরও আবার এক বা একাধিক তদ্ধিত-প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে। লোক+**ষ্ণিক**=লৌকিক; আবার লৌকিক+**তা**=লৌকিকতা। অতিথি+**ষ্ণেয়**=আতিথেয়; আতিথেয়+**তা**=আতিথেয়তা। সৎ+**ত্ব**=সত্ত্ব; সত্ত্ব+**ষ্ণিক**=সাত্ত্বিক; সাত্ত্বিক+**তা**=সাত্ত্বিকতা।

তদ্ধিতান্ত পদ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে **তদ্ধিতান্ত বিশেষণ** বলে। ১৬৫ পৃষ্ঠায় সূত্র ৯১ (ঠ) দেখ।

কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয়ের পার্থক্যটি একবার দেখিয়া লও। নূতন নূতন বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দগঠনে কৃৎ ও তদ্ধিত উভয়েরই কৃতিত্ব রহিয়াছে। সাদৃশ্য এই পর্যন্ত। এইবার পার্থক্য—(১) কৃৎ যুক্ত হয় ধাতুতে, তদ্ধিত যুক্ত হয় শব্দে। (২) কৃৎ-প্রত্যয়ে বাচ্য-সম্পর্ক থাকে, কিন্তু ধাতুর উত্তর যুক্ত হয় না বলিয়া তদ্ধিতের সঙ্গে বাচ্যের কোনো সম্পর্কই থাকে না। তদ্ধিত-প্রত্যয়ের প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হইতেছে অর্থ। (৩) ধাতুর উত্তর এককালে একটিমাত্র কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হয় (ধাত্ববয়ব প্রত্যয় বাদে), কিন্তু শব্দের উত্তর তদ্ধিত-প্রত্যয় একের বেশী যুক্ত হইতে পারে। (উদাহরণ যথাযথ সংগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিবে।)

অপত্যার্থক তদ্ধিত

১৭৪। **অপত্যার্থক প্রত্যয়ঃ** যে-সমস্ত তদ্ধিত-প্রত্যয় অপত্য (পুত্র বা বংশধর বা শিষ্য বা উপাসক), তৎসম্বন্ধীয় বা তদ্ভাব বুঝাইবার জন্য শব্দে প্রযুক্ত হইয়া নূতন শব্দ গঠন করে তাহাদিগকে অপত্যার্থক প্রত্যয় বলে। যথা **ষ্ণ** (অ), **ষ্ণি** (ই), **ষ্ণ্য** (য), **ষ্ণেয়** (এয়), **ষ্ণায়ন** (আয়ন)। এই তদ্ধিত-প্রত্যয়গুলির মুখ্য অর্থ অপত্য বলিয়া ইহাদিগকে অপত্যার্থক তদ্ধিত-প্রত্যয় বলা হয়।

(ক) **ষ্ণ** (ষ্, ণ্ ইৎ, অ থাকে): যদু—যাদব (প্রাতিপদিকের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি ও অন্ত্যস্বরের গুণ), অণু—আণব, মনু—মানব, বিষ্ণু—বৈষ্ণব, পুরু—পৌরব, কুরু—কৌরব, পাণ্ডু—পাণ্ডব, শান্তনু—শান্তনব, মৃদু—মার্দব, সিন্ধু—সৈন্ধব, শিশু—শৈশব, কিশোর—কৈশোর, ব্রহ্ম—ব্রাহ্ম, শিব—শৈব, শক্তি—শাক্ত (শব্দের অন্ত্য ই-বর্ণের লোপ), গুরু—গৌরব, ছত্র—ছাত্র, দ্রুপদ—দ্রৌপদ, ভরত—ভারত, মধ্যম—মাধ্যম, শ্রবণা—শ্রাবণ, শশ্বৎ—শাশ্বত, বসুদেব—বাসুদেব, মনঃ—মানস (বিসর্গের স্থানে স্ আসিয়াছে), পয়ঃ—পায়স, সরস্বতী—সারস্বত (আদ্যস্বরের বৃদ্ধি, অন্ত্যস্বর লুপ্ত, নবসৃষ্ট শব্দটির উচ্চারণ হলন্ত), পশুপতি—পাশুপত, ভগবৎ—ভাগবত (অন্ত্য অ অনুচ্চারিত), পুত্র—পৌত্র, গুণ—গৌণ, পুরুষ—পৌরুষ, ভৃগু—ভার্গব, পৃথা—পার্থ (শব্দের অন্ত্য অ-বর্ণের লোপ), বিশাখা—বৈশাখ, বিদ্যুৎ—বৈদ্যুত, পৃথিবী—পার্থিব, সূর্য—সৌর, শুচি—শৌচ, মুনি—মৌন (বিশেষ্য—মুনির ভাব), বিধি—বৈধ, মৃগ—মার্গ, স্মৃতি—স্মার্ত, ঋষি—আর্ষ, ঋজু—আর্জব, একতান—ঐকতান, হেম—হৈম, নেত্র—নৈত্র, কুতূহল—কৌতূহল, দিনদিন—দৈনন্দিন (নুৎ আগম)। তদ্রূপ পার্বত, সৌভদ্র, বৈয়াকরণ, লাঘব, রাঘব, আরণ্য, আত্মজ, কাশ্যপ, ধার্তরাষ্ট্র, বৈদেহ, বৈদর্ভ, বৈবস্বত, দারিদ্র (চলন্তিকা দ্রষ্টব্য)। জহ্নু+ষ্ণ+ঈ=জাহ্নবী; তদ্রূপ জানকী। "সেই সময় শহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।"—রবীন্দ্রনাথ।

(খ) **ষ্ণি** (ষ্ ণ্ ইৎ, ই থাকে; কেবল অ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর এই প্রত্যয় হয়): কৃষ্ণ—কার্ষ্ণি (আদি স্বরের বৃদ্ধি), দশরথ—দাশরথি, অর্জুন—আর্জুনি, রাবণ—রাবণি, সুর—সৌরি, শূর—শৌরি, ব্যাস—বৈয়াসকি (প্রাতিপদিকের উত্তর ক আগম হইয়াছে), সুমিত্রা—সৌমিত্রি (আ-কারান্ত শব্দের উত্তর ষ্ণি প্রত্যয়—ইহা একটি ব্যতিক্রম)।

(গ) **ষ্ণ্য** (ষ্ ণ্ ইৎ, য থাকে): অদিতি—আদিত্য (আদি স্বরের বৃদ্ধি), যজ্ঞবল্ক—যাজ্ঞবল্ক্য, গর্গ—গার্গ্য (স্ত্রী—গার্গী), জমদগ্নি—জামদগ্ন্য, দিতি—দৈত্য, ত্রিলোকী—ত্রৈলোক্য, ঈশ্বর—ঐশ্বর্য, শূর—শৌর্য, চণক—চাণক্য, শীত—শৈত্য, দীন—দৈন্য, একমত—ঐকমত্য, সেনাপতি—সৈনাপত্য, পঞ্চজন—পাঞ্চজন্য, পুরোহিত—পৌরোহিত্য (বানানটি লক্ষ্য কর), উদ্ধত—ঔদ্ধত্য, মধুর—মাধুর্য (স্ত্রী—মাধুরী), উদার—ঔদার্য, সহিত—সাহিত্য, মহাত্মা—মাহাত্ম্য, দুরাত্মা—দৌরাত্ম্য, জড়—জাড্য, অনুকূল—আনুকূল্য, দৃঢ়—দার্ঢ্য, বৃহস্পতি—বার্হস্পত্য, নমঃ—নমস্য, পৃথক্—পার্থক্য, সহায়—সাহায্য, ন্যায়—ন্যায্য, অতিশয়—আতিশয্য, পরবশ—পারবশ্য, যথার্থ—যাথার্থ্য (শেষ য-ফলাটি অত্যাবশ্যক), দীর্ঘ—দৈর্ঘ্য (য-ফলাটি অপরিহার্য), ইতিহ—ঐতিহ্য, বিশিষ্ট—বৈশিষ্ট্য, স্বতন্ত্র—স্বাতন্ত্র্য, কুলীন—কৌলীন্য, যুগপৎ—যৌগপদ্য, বিদগ্ধ—বৈদগ্ধ্য, বিপরীত—বৈপরীত্য, পদ—পদ্য, পাদ—পাদ্য, অর্ঘ—অর্ঘ্য, মনু—মনুষ্য, মানুষ (নিপাতনে); এক—ঐক্য, সোম—সৌম্য, গো—গব্য (ও-কারের গুণ অব্)। তদ্রূপ পাণ্ডিত্য, আরোগ্য, ভাস্কর্য, লালিত্য, সাম্য, বৈষম্য, সৌষম্য, পালিত্য (পক্কতা অর্থে), কাতর্য, কার্কশ্য, দৌর্জন্য, দারিদ্র্য, বৈচিত্র্য, সৌকুমার্য, পারম্পর্য, পারিপাট্য, ঔজ্জ্বল্য।

বিশেষণের উত্তর **ষ্ণ** বা **ষ্ণ্য** প্রত্যয়যোগে **বিশেষ্য** শব্দ গঠিত হয়; তাহাতে আবার অতিরিক্ত **তা** বা **ত্ব** প্রত্যয় যোগ করার প্রয়োজন হয় না। এইজন্যই দারিদ্র্যতা, স্বাতন্ত্র্যতা, সৌজন্যতা, পৌরুষত্ব, বৈশিষ্ট্যতা, সারল্যতা, দৌর্বল্যতা, জাড্যতা, নৈপুণ্যতা, ঔদার্যতা, চাঞ্চল্যতা, পারবশ্যতা, ঔজ্জ্বল্যতা প্রভৃতি শব্দ ব্যাকরণসিদ্ধ নয়। শব্দগুলির যথাক্রমে হওয়া উচিতঃ দরিদ্রতা বা দারিদ্র্য, স্বতন্ত্রতা বা স্বাতন্ত্র্য, সুজনতা বা সৌজন্য, পৌরুষ বা পুরুষত্ব, বিশিষ্টতা বা বৈশিষ্ট্য, সরলতা বা সারল্য, দুর্বলতা বা দৌর্বল্য, জাড্য বা জড়তা, নিপুণতা বা নৈপুণ্য, উদারতা বা ঔদার্য, চঞ্চলতা বা চাঞ্চল্য, পরবশতা বা পারবশ্য, উজ্জ্বলতা বা ঔজ্জ্বল্য।

(ঘ) **ষ্ণেয়** (সাধারণতঃ স্ত্রী প্রাতিপদিকের উত্তর এই প্রত্যয় হয়; ষ্ ণ্ ইৎ, এয় থাকে): গঙ্গা—গাঙ্গেয়, অতিথি—আতিথেয়, ভগিনী—ভাগিনেয়, কৃত্তিকা—কার্তিকেয়, ইতরা—ঐতরেয় (ঋষি মহীদাস), অত্রি—আত্রেয়, বিনতা—বৈনতেয়, কুন্তী—কৌন্তেয়, বিমাতা—বৈমাত্রেয়, রাধা—রাধেয় (কর্ণ), সরমা—সারমেয়, অম্বিকা—আম্বিকেয়। তদ্রূপ দ্রৌপদেয়, গান্ধারেয়, নৈকষেয়, আঞ্জনেয়, শ্রাদ্ধেয়।

পুং প্রাতিপদিকের উত্তরঃ মৃকণ্ডু—মার্কণ্ডেয় (মূল শব্দের অন্ত্যস্বর লুপ্ত) অগ্নি—আগ্নেয়, পাণ্ডু—পাণ্ডবেয়, পথিন্—পাথেয়।

BANGODARSHAN.COM

(ঙ) ষ্ফায়ন (ষ্‌ ফ্‌ ইৎ, আয়ন থাকে): দক্ষ—দাক্ষায়ণ, নর—নারায়ণ, বৎস—বাৎস্যায়ন, দ্বীপ—দ্বৈপায়ন (দ্বীপে জাত অর্থে)।

অপত্যভিন্ন অর্থে তদ্ধিত

॥ ষ্ণিক (ইক) ॥

রচয়িতা, দক্ষতা, পাণ্ডিত্য, জীবিকা, সম্বন্ধ, ব্যাপ্তি, স্বার্থ প্রভৃতি অর্থে এই প্রত্যয় হয়। ষ্‌ ণ্‌ ইৎ, ইক থাকে। ষ্ণিক প্রত্যয়ান্ত শব্দ সাধারণতঃ বিশেষণ। সৃষ্ট শব্দগুলির শেষ স্বর (অ) অনুচ্চারিত। দেহ—দৈহিক, ন্যায়—নৈয়ায়িক, দিন—দৈনিক, বেদ—বৈদিক, রেখা—রৈখিক, শরীর—শারীরিক (বানানটি লক্ষ্য কর), বৎসর—বাৎসরিক, ইহ—ঐহিক, কায়—কায়িক, মায়া—মায়িক (মূল শব্দটির অন্ত্য অ-বর্ণ লুপ্ত), পিত্ত—পৈত্তিক, শ্লেষ্মা—শ্লৈষ্মিক, নৌ—নাবিক, অলংকার—আলংকারিক, সাহিত্য—সাহিত্যিক, পুরাণ—পৌরাণিক, ভূগোল—ভৌগোলিক (বানানটি লক্ষ্য কর), অর্থ—আর্থিক, গিরি—গৈরিক, সত্ত্ব—সাত্ত্বিক, ব্যাস—বৈয়াসিক (ব্যাস-রচিত অর্থে), অণু—আণবিক, অধ্যাত্ম—আধ্যাত্মিক, অভ্যন্তর—আভ্যন্তরিক, নীতি—নৈতিক, অর্থনীতি—আর্থনীতিক, অহ—আহ্নিক, অকস্মাৎ—আকস্মিক, ইন্দ্রিয়—ঐন্দ্রিয়িক, দ্বার—দৌবারিক (প্রাতিপদিকের আদ্য ব-স্থানে উব হয়, আবার উ-র বৃদ্ধি ঔ), সময়—সাময়িক, সমসময়—সামসময়িক (আদি স্বরের বৃদ্ধি), অধুনা—আধুনিক, রজঃ—রাজসিক, অত্যন্ত (বিশেষণের উত্তরও)—আত্যন্তিক, উপন্যাস—ঔপন্যাসিক, ব্যবহার—ব্যবহারিক (ব্যাবহারিক)। তদ্রূপ লৌকিক, মাধ্যমিক, পারমাণবিক, ঐচ্ছিক, মৌখিক, মৌক্তিক, কৌলিক, সামাজিক, বৈদান্তিক, ছান্দসিক, সাংগীতিক, সাংগঠনিক, মানসিক, তামসিক, ঔদরিক, আপরাহ্ণিক, তাত্ত্বিক, রাবীন্দ্রিক, হৈমালয়িক ইত্যাদি।

ইহলোক, পরলোক, পঞ্চভূত প্রভৃতি **প্রাতিপদিকের উভয় স্বরের বৃদ্ধি হয়:** ঐহলৌকিক, পারলৌকিক, পাঞ্চভৌতিক, সার্বলৌকিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক।

আবার দ্বিবর্ষ, ত্রিবর্ষ, চতুর্বর্ষ প্রভৃতি **শব্দের কেবল দ্বিতীয় পদের আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয়:** দ্বিবার্ষিক, ত্রিবার্ষিক, চতুর্বার্ষিক, পঞ্চবার্ষিক ইত্যাদি।

॥ ছীয় (ঈয়) ॥

সম্বন্ধ, জাত বা যোগ্য অর্থে ছীয় প্রত্যয় হয় ছ্‌ ণ্‌ ইৎ, ঈয় থাকে। এই প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি বিশেষণ। দেশ—দেশীয়, জাতি—জাতীয়, মানব—মানবীয়, সম্বন্ধ—সম্বন্ধীয়, বঙ্গ—বঙ্গীয়, ভারত—ভারতীয়, অস্মদ্‌—অস্মদীয়, ভবৎ—ভবদীয়, ত্বদ্‌—ত্বদীয় (তোমার), জিহ্বামূল—জিহ্বামূলীয়, বায়ু—বায়বীয়, ইংলন্ড—ইংলন্ডীয় (বিদেশী শব্দে সংস্কৃত প্রত্যয়), রাষ্ট্র—রাষ্ট্রীয়, স্ব—স্বীয় (**স্বকীয়ও** হয়—ক আগম হইয়াছে), রাজা—রাজকীয়, পর—পরকীয়। তদ্রূপ শাস্ত্রীয়, জলীয়, স্থানীয়, মদীয়, আত্মীয়, তদীয় (তাহার; ত্বদীয় শব্দটির সহিত বানান ও অর্থের পার্থক্য লক্ষ্য কর), নাটকীয়, এশীয়, রবিবাসরীয়।

॥ ইয় ॥ এই প্রত্যয়সিদ্ধ শব্দগুলি বিশেষ্য। প্রত্যয়টি সর্বাংশে অটুট থাকে। ইন্দ্র—ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র—শ্রোত্রিয়।

BANGODARSHAN.COM

॥ ঈন ॥

সম্বন্ধ হিত প্রভৃতি অর্থে এই প্রত্যয় হয়। ঈন প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ। এই প্রত্যয়ের কোনো অংশই লোপ পায় না, সবটুকু বর্তমান থাকে। সর্বাঙ্গ—সর্বাঙ্গীণ (**ণত্ব-বিধি** বিশেষভাবে **লক্ষ্য** কর), তৎকাল—তৎকালীন, সর্বজন—সর্বজনীন (হিতার্থে), ও সার্বজনীন (সম্বন্ধ বুঝাইতে), কুল—কুলীন, প্রাচ্‌—প্রাচীন, সম্মুখ—সম্মুখীন, অর্বাচ্‌—অর্বাচীন, গ্রাম—গ্রামীণ, শালা (লজ্জা, বিনয় ইত্যাদির আশ্রয়)—শালীন, অভ্যন্তর—অভ্যন্তরীণ। সেইরূপ জন্মান্তরীণ।

॥ ইত ॥

জাত বা যুক্ত অর্থে অ বর্ণান্ত বিশেষ্যের উত্তর এই প্রত্যয়যোগে বিশেষণপদ গঠিত হয়। এই প্রত্যয়টিও সর্বাংশে অটুট থাকে। পুষ্প—পুষ্পিত (পুষ্প জন্মিয়াছে যাহাতে), পল্লব—পল্লবিত, কল্লোল—কল্লোলিত, মুকুল—মুকুলিত, পুলক—পুলকিত, ত্বরা—ত্বরিত, পণ্ডা (বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি)—পণ্ডিত (অন্ত্য অ অনুচ্চারিত), তরঙ্গ—তরঙ্গিত, ব্যথা—ব্যথিত, কলঙ্ক—কলঙ্কিত, অঙ্কুর—অঙ্কুরিত, গর্ব—গর্বিত। তদ্রূপ বিঘ্নিত, আতঙ্কিত, কলুষিত, বিতর্কিত, চিহ্নিত, মর্মরিত, মুকুরিত, কণ্টকিত, কল্পিত, স্তবকিত, কদম্বিত, কবলিত। "শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্‌।" "লতাগুলি······শুখাইত পথটি আগুলি পুষ্পিত কুশলবাণী।" "তালগাছের কল্পিত শাখা।" "সুরের আলো ছড়িয়ে দেব মর্মরিত ভবিষ্যতে।" "মূলে জল পাইলেই বৃক্ষ পল্লবিত, কুসুমিত ও ফলান্বিত হয়।"

বিশেষণের উত্তর **ইত** প্রত্যয় যুক্ত হয় না। সেইজন্য প্রফুল্লিত, উৎফুল্লিত, ব্যাকুলিত, আকুলিত, পরিস্ফুটিত প্রভৃতি শব্দ ব্যাকরণসঙ্গত নয়।

॥ মতুপ্‌, ইন্‌, বিন্‌, শালিন্‌, ল, ইল, র, শ ॥

আছে অর্থে বিশেষ্যপদের উত্তর এইসমস্ত প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দগুলি বিশেষণ।

(ক) মতুপ্‌ (উ প্‌ ইৎ, মৎ থাকে): শক্তি—শক্তিমৎ (কর্তৃকারকের একবচনে শক্তিমান্‌), শ্রী—শ্রীমৎ (শ্রীমান্‌)। তদ্রূপ ভক্তিমৎ (ভক্তিমান্‌), মতিমৎ (মতিমান্‌), দ্যুতিমান্‌, বুদ্ধিমান্‌, কৃষ্টিমান্‌, সংস্কৃতিমান্‌, রুচিমান্‌, গতিমান্‌, জ্যোতিষ্মান্‌, বহ্নিমান্‌, প্রতিশ্রুতিমান্‌, মধুমান্‌, অংশুমান্‌, ধীমান্‌, ভানুমান্‌, আয়ুষ্মান্‌।

কিন্তু **অ-কার, আ-কার, স্পর্শবর্ণ**, এবং **উপধা অ ও ম্‌-এর পর মতুপ্‌** প্রত্যয়ের 'ম' 'ব' হয়। ভগ+মতুপ্‌=ভগবৎ (কর্তৃকারকের একবচনে ভগবান্‌), শ্রদ্ধা+মতুপ্‌=শ্রদ্ধাবান্‌, লক্ষ্মী+মতুপ্‌=লক্ষ্মীবান্‌ (প্রাতিপদিকের উপধা হইতেছে ম্‌), আত্মন্‌+মতুপ্‌=আত্মবান্‌ (প্রাতিপদিকের অন্তে স্পর্শবর্ণ ন্‌-এর লোপ), তেজঃ+মতুপ্‌=তেজস্বান্‌ (প্রাতিপদিকের উপধা অ)। তদ্রূপ জ্ঞানবান্‌, পুণ্যবান্‌, বিদ্যাবান্‌, ক্ষমাবান্‌, রশ্মিবান্‌, মরুত্বান্‌, বিদ্যুত্বান্‌, তড়িত্বান্‌।

শ্রীমান্‌, রুচিমান্‌, ভগবান্‌, বিদ্যাবান্‌ প্রভৃতি মতুপ্‌ (বতুপ্‌) প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির হস্‌ চিহ্ন অত্যাবশ্যক। এই মতুপ্‌ (বা বতুপ্‌) প্রত্যয়ের প্রয়োগ ব্যাপারে সামান্যতম শৈথিল্যও ছাত্রগণের পক্ষে মারাত্মক অপরাধ।

মতুপ্‌ ও শানচ্‌ প্রত্যয়ান্ত শব্দ দেখিতে প্রায় একই প্রকার—প্রথমটি হলন্ত, কিন্তু

দ্বিতীয়টি স্বরান্ত ; অথচ উচ্চারণ উভয় ক্ষেত্রেই হলন্ত। শানচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দে আ এবং মতুপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের মূলরূপে ঈ যোগ করিলে স্ত্রী-বাচক শব্দ পাওয়া যায়। শোভমান—শোভমানা, শয়ান—শয়ানা, আসীন—আসীনা, ম্রিয়মাণ—ম্রিয়মাণা। কিন্তু সংস্কৃতিমান্—সংস্কৃতিমতী, ভক্তিমান্—ভক্তিমতী, শ্রীমান্—শ্রীমতী। (শ্রীমতী ও "মনের গতি" অর্থে মতি শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তি, অর্থ ও বানান-পার্থক্য লক্ষ্য কর।)

(খ) ইন্ (কেবল অ-কারান্ত ও আ-কারান্ত শব্দের উত্তর) : মান—মানিন্ (কর্তৃকারকের ১বচনে মানী), মৌন—মৌনিন্ (মৌনী—বিণ), শিখা—শিখিন্ (শিখী), অনুরাগ—অনুরাগী, যোগ—যোগী, জ্ঞান—জ্ঞানী, প্রাণ—প্রাণী। সেইরূপ ধনী, গুণী, ফণী, প্রেমী, সঙ্গী, রোগী, সুখী, গাণ্ডীবী, কিরীটী, শরীরী, প্রণয়ী, দুষ্কৃতী (দুষ্কর্মকারী ; দুষ্কৃতি শব্দটির সহিত ব্যুৎপত্তি, অর্থ ও বানানপার্থক্য লক্ষ্য কর), আকাঙ্ক্ষী ইত্যাদি।

(গ) বিন্ : মেধা + বিন্ = মেধাবিন্ (কর্তৃকারকের ১বচনে মেধাবী), যশঃ + বিন্ = যশস্বিন্ (যশস্বী)। সেইরূপ তপস্বী, তেজস্বী, পয়স্বিনী (নিত্য স্ত্রী)।

ইন্ ও বিন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাসবদ্ধ পদের পূর্বপদ হইলে মূল শব্দটির অন্ত্য ন্ লোপ পায়। গুণিজন, কর্মিবৃন্দ, প্রতিযোগিগণ, ধনিসমাজ, স্বামিপুত্র ইত্যাদি।

(ঘ) শালিন্ : বল—বলশালিন্ (কর্তৃকারকের একবচনে বলশালী)। সেইরূপ বিত্তশালী, চিত্তশালী, ধনশালী, সমৃদ্ধিশালী, সম্ভ্রমশালী।

শালিন্ প্রত্যয়টির ব্যবহার-সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ্য ছাড়া কদাপি বিশেষণের উত্তর প্রত্যয়টি প্রয়োগ করিবে না। এইজন্য সমৃদ্ধশালী, সম্ভ্রান্তশালী প্রভৃতি শব্দ ব্যাকরণদুষ্ট ; হওয়া উচিত : সমৃদ্ধিশালী, সম্ভ্রমশালী ইত্যাদি।

ইন্, শালিন্ ও বিন্ প্রত্যয়ান্ত মূল শব্দে ঈ-যোগে স্ত্রী-বাচক শব্দ পাওয়া যায়। যথা—সুখিন্ + ঈ = সুখিনী ; অধিকারিন্ + ঈ = অধিকারিণী (ণত্ব-বিধি লক্ষ্য কর) ; সেইরূপ সম্পৎশালিনী, তপস্বিনী, আকাঙ্ক্ষিণী, মেধাবিনী ইত্যাদি।

(ঙ) ল : মাংস—মাংসল, শ্যাম—শ্যামল ; সেইরূপ শীতল, শ্লীল, বৎসল, কুশল, গীতল (lyrical), চিত্রল, মৃদুল, শ্মশ্রুল, মঞ্জুল, পাংশুল, পেশল (কোমল), ধূমল। রামচন্দ্র দূর্বাদলের মতোই শ্যামল। স্নেহল বিদ্যাসাগরের বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষুর্দ্বয় বাষ্পল হইয়া উঠিল।

(চ) ইল : ফেন—ফেনিল, পঙ্ক—পঙ্কিল, সর্প—সর্পিল, জট—জটিল, শঙ্কা—শঙ্কিল। "চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।"—গোবিন্দদাস।

(ছ) র : মুখ—মুখর, ঊষ (লোনা মাটি)—ঊষর, পাণ্ডু—পাণ্ডুর, মধু—মধুর, নখ—নখর। "এ নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত।"—রবীন্দ্রনাথ।

(জ) শ : লোম—লোমশ, কর্ক (কঠোরতা)—কর্কশ।

॥ ময় (ময়ট্) ॥

বিকার, ব্যাপ্তি ও স্বরূপার্থে এই প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ। (ক) বিকারার্থে : মৃৎ—মৃন্ময় (মৃত্তিকার দ্বারা নির্মিত)। সেইরূপ স্বর্ণময়, হিরণ্ময়, শিলাময়। (খ) ব্যাপ্তি অর্থে : পৃথিবী—পৃথিবীময়, মধু—মধুময়। সেইরূপ ঘৃতময়, জলময়। (গ) স্বরূপার্থে : ব্রহ্ম—ব্রহ্মময়। সেইরূপ চিন্ময়,

BANGODARSHAN.COM

মনোময়, প্রেমময়, করুণাময়, স্নেহময়, আনন্দময়, মহিমময়, গরিমময়, মধুরিমময়, কৃষ্ণময়, বাঙ্ময়। ময় প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ঈ যোগ করিয়া স্ত্রী-বাচক শব্দ পাওয়া যায়।

॥ ত্ব, তা, ইমন্ ॥

ভাব বুঝাইতে বিশেষণের উত্তর এই প্রত্যয়গুলি প্রযুক্ত হয়। প্রত্যয়গুলির কোনো অংশই লোপ পায় না।

(ক) ত্ব : প্রভু—প্রভুত্ব, দায়ী—দায়িত্ব (দায়িন্ শব্দের ন্ লোপ), মহৎ—মহত্ত্ব (ৎ + ত্ব = ত্ত্ব), রাজন্—রাজত্ব, সৎ—সত্ত্ব, স্ব—স্বত্ব (অধিকার ; সত্ত্ব শব্দটির সহিত বানান ও অর্থপার্থক্য লক্ষ্য কর) ; অর্হৎ (দীক্ষাদানের অধিকারপ্রাপ্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুণী) + ত্ব = অর্হত্ত্ব ; সেইরূপ স্থায়িত্ব, দেবত্ব, গুরুত্ব, মিথ্যাত্ব, তত্ত্ব, বৃহত্ত্ব। গদ্য রচনায় ভাষার ভার বাড়ানোর চেয়ে ধার বাড়ানোর কৃতিত্ব বেশী। ছেলেদের প্রথম থেকেই দায়িত্বে দীক্ষা দেওয়া দরকার।

(খ) তা : বন্ধু—বন্ধুতা, সাধু—সাধুতা, উপকারী—উপকারিতা (উপকারিন্ শব্দের ন্ লোপ) ; সৎ + তা = সত্তা। সেইরূপ প্রতিযোগিতা, উপযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পবিত্রতা, খলতা, মুখরতা, মৃদুতা, চতুরতা, ক্রূরতা, গুণবত্তা, শক্তিমত্তা, ভগবত্তা। বিশেষণপদে এই ত্ব অথবা তা প্রত্যয় যোগ করিয়া বিশেষ্য পাওয়া যায়। সেইজন্য সৎ + ত্ব = সত্ত্ব অথবা সৎ + তা = সত্তা। কিন্তু বিশেষ্যপদে এই প্রত্যয় যুক্ত হয় না বলিয়া উৎকর্ষতা, কলুষতা প্রভৃতি শব্দ ব্যাকরণসিদ্ধ নয়। উৎকৃষ্ট ভাবটি বুঝাইতে উৎকর্ষ (উদ্-কৃষ্ + অল্) নিজেই বিশেষ্য। তদ্রূপ নিশ্চয় (নিঃ-চি + অল্) শব্দটি সংস্কৃতমতে যেখানে শুধু বিশেষ্য, সেখানে অতিরিক্ত তা প্রত্যয় যোগ করার কোনো প্রয়োজন নাই। নিশ্চয় শব্দটি বাংলায় "নিশ্চিত" বা "নিঃসন্দেহ" অর্থে যেখানে বিশেষণ, সেখানে তা প্রত্যয় যোগ করা অবিধেয় নহে। "(নৌকা) এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছু নিশ্চয়তা ছিল না।"—বঙ্কিমচন্দ্র। "যেখানে যত বেশী শক্তি সেখানে তত বেশী ভগবত্তা।"

(গ) ইমন্ (এই প্রত্যয়জাত শব্দ পুংলিঙ্গ) : কাল—কালিমন্ (কর্তৃকারকের একবচনে কালিমা) ; লঘু—লঘিমন্ (কর্তৃকারকের একবচনে লঘিমা) ; নীল—নীলিমা ; মলিন—মলিনিমা ; গুরু—গরিমা ; মহৎ—মহিমা ; দীর্ঘ—দ্রাঘিমা ; বহু—ভূমন্ (নিপাতনে কর্তৃকারকের ১বচন ভূমা) ; রক্ত—রক্তিমা ; মধুর—মধুরিমা (মাধুরিমা নয়) ; সিত—সিতিমা (শুক্লতা, কৃষ্ণতা ও নীলিমা—তিনটি অর্থেই)।

ইমন্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দের উত্তর ময় প্রত্যয় যুক্ত হইলে, অথবা শব্দটির সহিত দেবী অন্বিত প্রভৃতি শব্দ সমাসবদ্ধ হইলে ইমন্ প্রত্যয়ের অন্ত্য ন্ লোপ পায় ; তখন শব্দটিতে আর কর্তৃকারকের একবচনের রূপ দরকার হয় না। কালিমময়, মহিমময়ী, মহিমরঞ্জন, গরিমমণ্ডিত, নীলিমদেবী ইত্যাদি।

॥ ত্যক্ ॥

দক্ষিণা, পশ্চাৎ ও পুরঃ শব্দের পরে ত্যক্ প্রত্যয় হয়। ক্ ইৎ, ত্য থাকে। দক্ষিণা—দাক্ষিণাত্য, পশ্চাৎ—পাশ্চাত্ত্য (দক্ষিণা-পশ্চাৎ-পুরসস্ত্যক্ সূত্রানুযায়ী।)

॥ তন ॥

উৎপন্ন, জাত বা ভাব বুঝাইতে প্রত্যয়টি যুক্ত হয়। এই প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ। প্রাক্—প্রাতন, সনা (সদা)—সনাতন, ইদানীং—ইদানীন্তন। সেইরূপ পূর্বতন, অধুনাতন, পুরাতন, অদ্যতন, চিরন্তন, তদানীন্তন, নক্তন্তন, অধস্তন, ঊর্ধ্বতন।

॥ সাৎ ॥

সেই বস্তুতে পরিণত বা কোনোকিছুতে অর্পিত অর্থে এই প্রত্যয় হয়। ধূলি + সাৎ = ধূলিসাৎ (ধূলিতে পরিণত); সেইরূপ ভস্মসাৎ, ভূমিসাৎ, আত্মসাৎ, অগ্নিসাৎ, উদরসাৎ (উদরে অর্পিত) ইত্যাদি।

॥ চ্বি ॥

কোনো বস্তু যে রূপে ছিল না, তাহাকে সেই রূপে রূপায়িত করা বা বস্তুটির সেই রূপ প্রাপ্ত হওয়ার নাম অভূততদ্ভাব (যাহা ছিল না তাহার অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়াই নাম অভূততদ্ভাব)। অভূততদ্ভাবে চ্বি প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয়ের সবটুকুই লোপ পায়। চ্বি প্রত্যয়ের সঙ্গে কৃ বা ভূ ধাতু বসে। চ্বি প্রত্যয়ের পূর্ববর্তী শব্দটি অ-বর্ণান্ত হইলে অ-বর্ণ-স্থানে ঈ হয়, ঋ স্থানে রী হয় এবং অন্য হ্রস্বস্বর থাকিলে দীর্ঘ হয়। ভস্ম ছিল না, ভস্মে পরিণত হইয়াছে—এই অর্থে ভস্ম + চ্বি + ভূ + ক্ত = ভস্মীভূত; তদ্রূপ শিলা + চ্বি + ভূ + ক্ত = শিলীভূত। রাশি + চ্বি + কৃ + ক্ত = রাশীকৃত; শ্রোত্ + চ্বি + ভূ + অনট্ = শ্রোত্রীভবন। বশ + চ্বি + কৃ + অনট্ = বশীকরণ; দ্রব + চ্বি + ভূ + অনট্ = দ্রবীভবন; নীরোগ + চ্বি + কৃ + অনট্ = নীরোগীকরণ; লঘু + চ্বি + কৃ + অনট্ = লঘুকরণ। সেইরূপ দূরীকরণ, লঘুভবন, শুক্লীভূত, স্থিরীকরণ, আদ্রীকরণ, তীর্থীকৃত, উর্বরীকৃত, নির্মলীভূত, স্তূপীকৃত, ঘনীভূত, কেন্দ্রীভূত, মন্দীভূত, অস্মীভূত, প্রস্তরীভূত, জাতীয়ীকরণ, স্তরীভবন, বশীভূত, সমষ্টীভূত, সমীকরণ, বিশেষীকরণ, একত্রীভবন, নিরস্ত্রীকরণ, স্বাভাবিকীকরণ, সক্রিয়ীকরণ, নিষ্ক্রিয়ীকরণ, সাধারণীকৃত, সরলীভবন, স্পষ্টীকৃত, কৃশীকরণ, নবীভবন, নীরোগীভবন (কাজটি, কিন্তু নীরোগ-দের ভবন ঃ অধিকরণবাচ্যে নীরোগভবন)।

॥ কল্প ॥

"কিছু কম" অথবা 'প্রায়' অর্থে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। পিতৃ—পিতৃকল্প (প্রায় পিতার মতো); মৃত—মৃতকল্প (প্রায় মৃত); বিদ্বৎ—বিদ্বৎকল্প।

॥ শঃ ॥

বীপ্সার্থে শঃ প্রত্যয় হয়। ক্রম—ক্রমশঃ, প্রায়—প্রায়শঃ।

॥ ধা ॥

ধা হইল প্রকারবাচক প্রত্যয়। বহু—বহুধা; দ্বি—দ্বিধা। সেইরূপ ত্রিধা, নবধা, শতধা, সহস্রধা।

॥ তর, তম, ঈয়স্, ইষ্ঠ ॥

দুইটি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইলে বিশেষণের উত্তর তর বা ঈয়স্ প্রত্যয় এবং দুই-এর অতিরিক্ত ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইলে বিশেষণের উত্তর তম বা ইষ্ঠ প্রত্যয় যুক্ত হয়।

BANGODARSHAN.COM

সকল শ্রেণীর বিশেষণের উত্তর তর ও তম প্রত্যয় হয়। এই দুইটি প্রত্যয়ের যোগে মূল বিশেষণের কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু কেবল গুণবাচক বিশেষণের উত্তর ঈয়স্ ও ইষ্ঠ প্রত্যয় যোগ হয়। এই দুইটি প্রত্যয়ের যোগে মূল শব্দের অনেক পরিবর্তন হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে একই বিশেষণে তর ও ঈয়স্ এবং তম ও ইষ্ঠ দুইটি করিয়া প্রত্যয়ের যোগে দুইটি পৃথক্ শব্দ পাওয়া যায়। বৃহৎ—বৃহত্তর, বৃহত্তম; শ্লাঘ্য—শ্লাঘ্যতর, শ্লাঘ্যতম; অল্প—কনীয়ান্ (অল্পীয়ান্), কনিষ্ঠ (অল্পিষ্ঠ); উরু (মহৎ)—বরীয়ান্, বরিষ্ঠ; গুরু—গুরুতর বা গরীয়ান্, গুরুতম বা গরিষ্ঠ; পটু—পটীয়ান্, পটিষ্ঠ; প্রশস্য—শ্রেয়ান্, শ্রেষ্ঠ; প্রিয়—প্রিয়তর বা প্রেয়ান্, প্রিয়তম বা প্রেষ্ঠ; বলবান্—বলবত্তর, বলবত্তম; বহু—ভূয়ান্, ভূয়িষ্ঠ; বৃদ্ধ—বর্ষীয়ান্ (জ্যায়ান্), বর্ষিষ্ঠ (জ্যেষ্ঠ); মহৎ—মহত্তর বা মহীয়ান্, মহত্তম বা মহিষ্ঠ; যুবা—যবীয়ান্ (কনীয়ান্), যবিষ্ঠ (কনিষ্ঠ); লঘু—লঘুতর বা লঘীয়ান্, লঘুতম বা লঘিষ্ঠ (১৭১-১৭৪ পৃষ্ঠায় বিশেষণের তারতম্য দ্রষ্টব্য)।

॥ ঈ ॥

পুংলিঙ্গ-বাচক শব্দের উত্তর এই স্ত্রী-প্রত্যয়টি যুক্ত হইয়া স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক শব্দের সৃষ্টি করে। মানব—মানবী, ঋষি—ঋষী, সাধু—সাধ্বী, গুরু—গুর্বী, উরু—উর্বী (পৃথিবী)। (এ বিষয়ে লিঙ্গ শীর্ষক পরিচ্ছেদটি বিশেষ দ্রষ্টব্য)।

॥ ক ॥

সম্বন্ধার্থে এই প্রত্যয়টির প্রয়োগ হয়। পিতৃ—পৈতৃক, গতি—গতিক, পর—পরক, পথিন্—পাথিক, ভূমি + ক + আ = ভূমিকা।

বাংলা তদ্ধিত

(১) আ—অস্তি স্বার্থে অনাদর সাদৃশ্য উৎপন্ন প্রভৃতি অর্থে ঃ (ক) আছে অর্থে—তেল—তেলা, নুন—নোনা, লোনা; চাল—চালা, রোগ—রোগা, গোদ—গোদা, জল—জলা। "গোদা পায়ের ধুলো একটু দিন দা-ঠাউর। "তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ।" এমন জলা-জঙ্গলা জায়গায় বাড়িঘর করে? (খ) স্বার্থে—গোয়াল—গোয়ালা, চাঁদ—চাঁদা, চোর—চোরা, জন—জনা, শিরোনাম—শিরোনামা। "হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা।" "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।" "পিয়া বিহু বুক যদি কি আর জীবনে।" (গ) অনাদরে—কেষ্ট—কেষ্টা। সেইরূপ গোপলা, মাখনা, নেপলা। (ঘ) সাদৃশ্যে—হাত—হাতা (হাতের মতো দেখিতে), বাঘ—বাঘা, কদম—কদমা। (ঙ) উৎপন্ন বা আগত অর্থে—দখিন—দখিনা, পশ্চিম—পশ্চিমা। দখিনা বাতাস। পশ্চিমা গোয়ালা।

(২) আই—ভাব, আদর ও সম্বন্ধ বুঝাইতে ঃ (ক) ভাবার্থে—বড়—বড়াই (বড়োর ভাব), চিকন—চিকনাই, পুষ্টি—পোষ্টাই, সাফ—সাফাই (নির্দোষিতা)। (খ) আদরে—কানাই, বলাই, জগাই, মাধাই। "জটিলে কুটিলে না থাকলে ভগবানের লীলা পোষ্টাই হয় না।" ছোটো আমিটাই সবকিছুর বড়াই করে। (গ) সম্বন্ধার্থে—ভোর—ভোরাই (ভোরের ভাব), চোর—চোরাই, মোগল—মোগলাই।

(৩) আল, আলো আলি, আলী—আছে অর্থে বা দেশ, পেশা, ব্যবসায়, ভাব

ইত্যাদি বুঝাইতে : (ক) পাক—পাকাল, মাথা—মাথাল, দাঁত—দাঁতাল, দয়া—দয়াল, লাঠি—লাঠিয়াল > লেঠেল (অভিশ্রুতি), রস—রসাল (আম) [আল প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্য অ অনুচ্চারিত], কিন্তু রসাল (রসযুক্ত), খারাল, আঠাল প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য অ উচ্চারিত । শাঁস—শাঁসালো, ঝাঁজ—ঝাঁজালো, দুধ—দুধালো (দুধলো), পেঁচ —পেঁচালো, জমক (আড়ম্বর)—জমকালো, আঠা—আঠালো, তেজ—তেজালো, মাথা—মাথালো (বুদ্ধিমান্) । (খ) ঘটক—ঘটকালি ; মাইয়া + আলি = মেয়েলি ; সেইরূপ ঠাকুরালি, চতুরালি, মিতালি—**শব্দগুলি বিশেষ্য ।** সোনা—সোনালী ; রূপা—রূপালী ; সেইরূপ পুরুষালী । **আলী প্রত্যয়যুক্ত শব্দ বিশেষণ ।**

(৪) **আরী—বৃত্তি বুঝাইতে :** পূজা—পূজারী (পূজাই যাহার বৃত্তি), ভিখ —ভিখারী, শাঁখা—শাঁখারী, কাঁসা—কাঁসারী । সেইরূপ চুনারী ।

(৫) **ই—বিভিন্ন অর্থে ই প্রত্যয় হয় ।** (ক) **বৃত্তি :** মাস্টার—মাস্টারি, ব্যারিস্টার—ব্যারিস্টারি ; সেইরূপ ড্রাইভারি, ডাক্তারি, রাখালি, কবিরাজি, লেঠেলি, দালালি ইত্যাদি । এইসমস্ত শব্দ ঈ-কারান্ত হইলে বিশেষণ ।—মাস্টারী চাল, জমিদারী কায়দা, পণ্ডিতী বিধান, ডাক্তারী বুদ্ধি, কবিরাজী দাওয়াই ইত্যাদি । (খ) **ভাব বা আচরণ বুঝাইতে :** চালাক—চালাকি, শয়তান—শয়তানি (শয়তানী—বিণ) । (গ) **স্বার্থে :** দিব্য—দিব্যি, আজ—আজি, চার—চারি, নিশা—নিশি, ছাতা—ছাতি, ফাঁস—ফাঁসি । (ঘ) **কোনো স্থানে জাত বা সম্বন্ধ বুঝাইতে :** গদা—গদাই, সাফা—সাফাই, ফাঁপা—ফাঁপাই, পাটনা—পাটনাই, হাওয়া—হাওয়াই, খাগড়া—খাগড়াই, ঢাকা—ঢাকাই, দালদা—দালদাই । (ঙ) **উপাদানে প্রস্তুত বুঝাইতে :** বাঁশ—বাঁশি, কাঁসা—কাঁসি । (চ) **ক্ষুদ্রার্থে :** ছোরা—ছুরি, কোশা—কুশি, ঝোলা—ঝুলি, কলস—কলসি, দড়া—দড়ি, রশা—রশি । (ছ) **ধ্বন্যাত্মক শব্দে ই যোগে ভাববাচক বিশেষ্য :** কাঁচি, টিকিটিকি, চকমকি, ডুগডুগি । (জ) **আদরার্থে :** বাছুর—বাছুরি । "শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব ।"

(৬) **ঈ—বিবিধ অর্থে প্রত্যয়টির প্রয়োগ হয় ।** (ক) **অস্ত্যর্থে :** ভার—ভারী, দাম—দামী, দাগ (দুর্নাম)—দাগী (চোর) । (খ) **পেশা অর্থে :** তেল —তেলী, ঢাক—ঢাকী, ঢোল—ঢুলী (স্বর-পরিবর্তন লক্ষ্য কর), করাত—করাতী । (গ) **দক্ষ অর্থে :** সেতার—সেতারী, ধ্রুপদ—ধ্রুপদী, হিসাব—হিসাবী, মজলিস —মজলিসী, শিকার—শিকারী । (ঘ) **সংজ্ঞাবাচক বিশেষণ বুঝাইতে :** বিলাত—বিলাতী, কাশ্মীর—কাশ্মীরী ; সেইরূপ গুজরাটী, বৃন্দাবনী, কটকী, জাপানী, শান্তিপুরী, বাগেরহাটী, মুর্শিদাবাদী, রাজবলহাটী । (ঙ) **উপাদানে প্রস্তুত অর্থে :** রেশম—রেশমী । (চ) **বর্ণবাচক বিশেষণ বুঝাইতে :** আসমান—আসমানী, বাদাম —বাদামী, বসন্ত—বাসন্তী, জাফরান—জাফরানী । (ছ) **আশীর্বাদ প্রণাম ইত্যাদি উপলক্ষে দত্ত অর্থ বস্তু ইত্যাদি বুঝাইতে :** প্রণামী, আশীর্বাদী, দর্শনী, নমস্কারী, সেলামী । (জ) **সম্বন্ধ বুঝাইতে :** জবাবী ।

(৭) **ইয়া** (চলিতে এ)—**বিবিধ অর্থে ইয়া** (এ) **প্রত্যয় হয় । চলিত রূপটিই বেশী প্রচলিত ।** (ক) **আছে অর্থে :** কাঁকর—কাঁকরিয়া > কাঁকুরে, পাথর —পাথরিয়া > পাথুরে, দাপট—দাপটিয়া > দাপুটে, মাটি—মাটিয়া > মেটে, বালি—বালিয়া > বেলে । এমন পাথুরে প্রমাণ উড়িয়ে দেওয়া যায় কি ? (খ) **বৃত্তিজীবী**

অর্থে : কীর্তন—কীর্তনিয়া > কীর্তুনে, কম্বল—কম্বলিয়া > কম্বুলে, যোগাড়—যোগাড়িয়া > যোগাড়ে, মোট—মুটিয়া > মুটে, জাল—জালিয়া > জেলে । (গ) **তুচ্ছার্থে :** মানকে, ফটকে । (ঘ) **সম্বন্ধ, জাত, সাদৃশ্য প্রভৃতি অর্থে :** পাহাড় —পাহাড়িয়া > পাহাড়ে ; সেইরূপ একচেটিয়া > একচেটে, আষাঢ়িয়া > আষাঢ়ে, শহর —শহরিয়া > শহুরে, কাগজ—কাগজিয়া > কাগুজে, বাদল—বাদুলে, উত্তর—উত্তুরে, বেগুন—বেগুনিয়া > বেগুনে । (ঙ) **স্বভাব অর্থে :** কাঁদন—কাঁদনিয়া > কাঁদুনে (ছেলে বা মেয়ে), কাঁদান—কাঁদানিয়া > কাঁদানে (গ্যাস), ফলার—ফলারে, আমোদ—আমোদিয়া > আমুদে, বানর—বানরিয়া > বানুরে, রগড়—রগড়িয়া > রগুড়ে, আদর—আদরিয়া > আদুরে । (চ) **অনুকার শব্দে এ যোগে বিশেষণ :** ধরধর—ধরধরে, দগদগ —দগদগে । সেইরূপ ফুটফুটে, কনকনে ।

(৮) **উয়া** (চলিতে ও)—**বিবিধ অর্থে উয়া প্রত্যয় হয় ।** (ক) **জীবিকা অর্থে :** মাছ—মাছুয়া > মেছো, পান—পানুয়া > পেনো । (খ) **অবজ্ঞায় :** যদু—যেদো, হারু—হেরো । (গ) **আছে অর্থে :** টাক—টেকো, কুঁজ—কুঁজো, দুধনাক —দুধনাকুয়া > দুধনেকো, বাত—বাতুয়া > বেতো । (ঘ) **উৎপন্ন, সংশ্লিষ্ট, আসক্ত, সম্বন্ধীয় অর্থে :** ভাত—ভেতো (বাঙালী), গাছ—গেছো, বন—বুনো, দাঁত—দেঁতো, মাঠ—মেঠো (সুর), ধান—ধেনো, বান—বেনো, মাসী—মেসো, কোণ—কুনো, ঘাস—ঘেসো । এমন ধেনো বুদ্ধি না হলে কি চাষে বছর-বছর মার খাও ? বাঁধানো দাঁতে দেঁতো হাসিটাই হাসা যায়, দাঁতের আসল কাজ হয় কি ?

(৯) **আমি, আম (আমো)—ভাব বা অনুকরণ অর্থে (নিন্দায়) । (ক) আমি :** দুষ্ট—দুষ্টামি ; সেইরূপ ছেলেমি, খোকামি, পাগলামি, বাঁদরামি, গুণ্ডামি, খ্যাপামি । (খ) **আম (আমো) :** জ্যাঠা—জ্যাঠামো, পাকা—পাকামো, পাগল —পাগলামো ।

(১০) **ওয়ান, ওয়াল, ওয়ালা—অধিকার, সম্বন্ধ, অস্তি বা বৃত্তি অর্থে :** গাড়ি—গাড়োয়ান ; সেইরূপ দারোয়ান । বাড়ি—বাড়িওয়ালা, রিক্‌শা—রিক্‌শা-ওয়ালা, ছানা—ছানাওয়ালা, কাবুল—কাবুলওয়ালা । সেইরূপ বাসওয়ালা, দুধওয়ালা, পাগড়িওয়ালা, দাড়িওয়ালা । ঘাট—ঘাটোয়াল ।

(১১) **উ—স্বার্থে ও আদরে :** দাদা—দাদু, খুকি—খুকু, কালী—কালু, চাঁদ—চাঁদু, নরেন—নরু ।

(১২) **উক—স্বভাব অর্থে :** নিন্দা (তৎসম শব্দ)—নিন্দুক, হিংসা—হিংসুক, লাজ—লাজুক ; সেইরূপ মিথ্যুক, পেটুক ।

(১৩) **লা—সাদৃশ্যে :** মেঘ—মেঘলা ; সেইরূপ আধলা, একলা, পাতলা ।

(১৪) **আইত—সেবা করে যে এই অর্থে :** সেবা—সেবাইত ।

(১৫) **ড়িয়া** (ড়ে)—**ব্যবসায় বা স্বভাব অর্থে :** বাসা—বাসাড়িয়া > বাসাড়ে, দাবা—দাবাড়িয়া > দাবাড়ে ।

(১৬) **আরু—নিপুণ অর্থে :** বোমা—বোমারু, দিশ—দিশারু ।

(১৭) **মন্ত, বন্ত—আছে অর্থে :** পয়—পয়মন্ত । সেইরূপ গুণবন্ত, বুদ্ধিমন্ত, ভাগ্যমন্ত বা ভাগ্যবন্ত, প্রাণবন্ত ।

(১৮) **টিয়া** (চলিতে টে)—**স্বভাব বা আছে অর্থে বিশেষ্য বা বিশেষণের**

BANGODARSHAN.COM

উত্তর : ঝগড়া—ঝগড়াটিয়া (ঝগড়াটে), পাগলা—পাগলাটিয়া (পাগলাটে), হিংসা—হিংসুটিয়া (হিংসুটে), তামা—তামাটিয়া (তামাটে), সাদা—সাদাটিয়া (সাদাটে) ; ওইভাবে ঘোলাটিয়া (ঘোলাটে), রোগাটিয়া (রোগাটে), লম্বাটিয়া (লম্বাটে), ভাড়াটিয়া (ভাড়াটে), পাংশুটিয়া (পাংশুটে)। **টিয়া অপেক্ষা টে প্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহারই বেশী।**

(১৯) **পনা—আচরণ বা ভাব বুঝাইতে :** গিন্নীপনা, নেকাপনা, বেহায়াপনা, সতীপনা, ইংরেজীপনা, দুরন্তপনা, বীরপনা (তৎসম শব্দে বাংলা প্রত্যয়)।

(২০) **পানা, পারা—সাদৃশ্য বুঝাইলে :** চাঁদপানা (চাঁদের মতো দেখিতে), কুলোপানা, রোগাপানা, পাগলপারা, যোগিনীপারা, সূচপারা।

(২১) **ট—স্বার্থে বা স্বভাব অর্থে :** দাপ (<দর্প)—দাপট, সাপ—সাপট, ঝাপ—ঝাপট, ভরা—ভরাট, জমা—জমাট, গুম—গুমট।

(২২) **উড়িয়া (উড়ে)—ব্যবসায়, সম্বন্ধ, স্বভাব অর্থে :** ভূত—ভূতুড়িয়া > ভুতুড়ে, ফাঁস—ফাঁসুড়িয়া > ফাঁসুড়ে, সাপ—সাপুড়িয়া > সাপুড়ে, খেলা—খেলুড়িয়া > খেলুড়ে (স্ত্রী খেলুড়ী), ঘাস—ঘাসুড়িয়া > ঘাসুড়ে।

(২৩) **উরিয়া (উরে)—বৃত্তি অর্থে :** কাঠ—কাঠুরিয়া > কাঠুরে।

(২৪) **চী—'ধরে যে' এই অর্থে :** মশাল—মশালচী, তবলা—তবলচী।

বিদেশী তদ্ধিত

(১) **আনা, আনি, গিরি, নবিস—আচরণ, বৃত্তি বা ভাব অর্থে :** বাবুয়ানা (বাবুয়ানি), মুনশীয়ানা, হিন্দুয়ানা (হিন্দুয়ানি), গরিবানা, সাহেবিয়ানা, ঘরানা, বাবুগিরি, কেরানীগিরি, দারোগাগিরি, গোয়েন্দাগিরি, নকলনবিস, শিক্ষানবিস, হিসাব-নবিস। (বাবাগিরি, গুরুগিরি—একটু বিদ্রূপার্থে)।

(২) **খানা—স্থান অর্থে :** ডাক্তারখানা, ছাপাখানা, চিড়িয়াখানা, বৈঠকখানা, কারখানা, মুদিখানা, খাজাঞ্চীখানা, কসাইখানা, পিলখানা (হাতিশালা)।

(৩) **গর—যে করে এই অর্থে :** বাজিগর, সওদাগর, কারিগর।

(৪) **খোর—খায় যে বা আসক্ত অর্থে :** গাঁজাখোর, আফিমখোর, ঘুষখোর, চশমখোর, নেশাখোর, মুনাফাখোর, ছুটিখোর।

(৫) **দান (দানি)—আধার অর্থে :** বাতিদান, ধূপদানি, কলমদানি, ফুলদানি, পিকদান, পিকদানি, আতরদানি।

(৬) **দার—যুক্ত, পাত্র বা বৃত্তিধারী অর্থে :** চড়কদার, কলকাদার, দোকানদার, বাজনদার, ঠিকাদার, অংশীদার, ভাগীদার, জমিদার, জমাদার, হাবিলদার, চৌকিদার, আড়তদার, পত্তনিদার, সমঝদার, বুদ্ধদার, পেশাদার, মজাদার, মজুতদার, ওজনদার, দেনাদার (দেনদার), জোতদার, জোরদার, চটকদার, যোগানদার, জরিদার, উপায়দার।

(৭) **বাজ—দক্ষ বা আসক্ত অর্থে :** মামলাবাজ, ফন্দিবাজ, ফাঁকিবাজ, দাগাবাজ, দাঙ্গাবাজ, গল্পবাজ, মতলববাজ, দাঁওবাজ, যুদ্ধবাজ, এলেমবাজ।

খোর, দার, বাজ প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ভাবার্থে ই প্রত্যয়যোগে জমিদারি, গাঁজাখুরি, চৌকিদারি, ফন্দিবাজি, দোকানদারি, দুনিয়াদারি, ভাঁওতাবাজি, ফাঁকিবাজি, দাগাবাজি, দলবাজি, ঘুড়িবাজি প্রভৃতি বিশেষ্যপদ পাওয়া যায়।

BANGODARSHAN.COM

(৮) **সহি (সই)—উপযুক্ত অর্থে :** মানানসই, চলনসই, পছন্দসই, খাপসই, যুতসই, দশাসই (চেহারা), টেকসই।

লক্ষ্য কর—একই ধাতুতে সংস্কৃত ও বাংলা কৃৎ-যোগে যেমন একাধিক শব্দ পাওয়া যায়, একই শব্দে তেমনি সংস্কৃত বাংলা বা বিদেশী তদ্ধিত-যোগে একাধিক শব্দ পাওয়া যায়। √চল্ হইতে চলৎ চলিষ্ণু চালক চালন চল চলন চলন্ত চাল চালনি (চালুনি) ; তৎসম শব্দ তেজঃ হইতে তেজস্বী তেজস্বান্ তেজীয়ান্ ; বাংলা তেজ হইতে তেজি (বি), তেজী (বিণ), তেজালো (বিণ)।

স্বার্থিক প্রত্যয়

১৭৫। **স্বার্থিক প্রত্যয় : যে প্রত্যয় যোগ করিলে মূল শব্দটির অর্থ এবং প্রত্যয়ান্ত নবগঠিত শব্দটির অর্থ একই থাকে, সেই প্রত্যয়কে স্বার্থিক প্রত্যয় বলে।** মূল শব্দটির স্বার্থ অর্থাৎ নিজস্ব অর্থ অটুট রাখার জন্যই এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ বলিয়া নামটি স্বার্থিক প্রত্যয়। যেমন (১) সংস্কৃত : **ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্ণিক।** (২) বাংলা : **আ, ই, ঈ, উ।**

ষ্ণ প্রত্যয়ান্ত : চোর—চৌর ; বন্ধু—বান্ধব ; বিভব—বৈভব ; মরুৎ—মারুত ; কুতূহল—কৌতূহল ; দেবতা—দৈবত। **ষ্ণ্য** প্রত্যয়ান্ত : সহায়—সাহায্য ; সমীপ—সামীপ্য ; চেতনা—চৈতন্য ; করুণা—কারুণ্য। **ষ্ণিক** প্রত্যয়ান্ত : মুক্তা—মৌক্তিক ; অত্যন্ত—আত্যন্তিক।

আ প্রত্যয়ান্ত : চোর—চোরা, ঠাস—ঠাসা, ডগ—ডগা। **ই** প্রত্যয়ান্ত : ফাঁস—ফাঁসি, জমাট—জমাটি। **ঈ** প্রত্যয়ান্ত : মণ্ডল—মণ্ডলী। **উ** প্রত্যয়ান্ত : দাদা—দাদু, দুষ্ট—দুষ্টু।

কয়েকটি বিশেষ শব্দের ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য কর : √অস্ + শতৃ = সৎ ; সৎ-এর ভাব = সৎ + ত্ব = সত্ত্ব। স্ব-র অধিকার বুঝাইতে স্ব + ত্ব = স্বত্ব। বিদ্যমানতা (অবস্থিতি) বুঝাইতে সৎ + তা = সত্তা। মহৎ-এর ভাব বুঝাইতে মহৎ + ত্ব = মহত্ত্ব। মহাত্মার ভাব বুঝাইতে মহাত্মা + ষ্ণ্য = মাহাত্ম্য। যঙ্‌লুগন্ত √গম্ + অন্ (কর্তৃবা) = জঙ্গম ; যঙ্‌লুগন্ত √লস্ + অ (ভাবে) + আ (স্ত্রীলিঙ্গ) = লালসা ; যঙ্‌লুগন্ত √সৃপ্ (পুনঃপুনঃ গমন করা) + অন্ (কর্তৃবা) = সরীসৃপ ; যঙ্‌লুগন্ত √জৄ + ক্ত = জর্জরিত ; যঙ্‌লুগন্ত √লিহ্ + শানচ্ = লেলিহান ; যঙ্‌লুগন্ত √লুভ্ + অচ্ = লোলুপ ; √যা + যঙ্ + বর = যাযাবর ; প্রতি- √অন্‌চ্ + ক্বিপ্ + ঈ = প্রতীচী ; প্র- √অন্‌চ্ + ক্বিপ্ = প্রাক্ ; √চিৎ + কণ = চিক্কণ ; √দ্যুৎ + ইস্ = জ্যোতিঃ ; √মূর্ছ্ + ক্তি = মূর্তি ; গায়ৎ- √ত্রৈ + ড + ঈ = গায়ত্রী ; √স্থা + ইরচ্ = স্থির ; √বচ্ + কিত (কর্মবা) = উচিত ; √প্রচ্ছ্ + ন = প্রশ্ন ; √ঋ + অন্য = অরণ্য ; √ঋ + অনি = অরণি ; √ঋ + উন = অরুণ ; √দৄ + ণিচ্ + উন = দারুণ ; অপি- √ধা + অনট্ = পিধান ; অপি- √নহ্ + ক্ত = পিনদ্ধ ; সম্- √তন্ + ক্ত = সতত ; √পীয় + উষ = পীযূষ ; √সৃজ্ + উ = রজ্জু (নিপাতনে) ; √ঘস্ + ঈর = ক্ষীর ; অৎ- √ভূ + ডুতচ্ = অদ্ভুত ; √মূর্ছ্ + ক্ত = মূর্ছিত (কর্তৃবা), মূর্ত (কর্তৃবা), মুহূর্ত (কর্তৃবা—নিপাতনে) ; উদ্ (উপরি) - √হা (ত্যাগ করা বা গমন করা) + ব = ঊর্ধ্ব (উদ্-স্থানে উর্) ; √স্থা + অবক =

স্তবক (নিপাতনে) ; √স্বপ্+ন=স্বপ্ন ; √ভূ+স্যতু=ভবিষ্যৎ (বিশেষ্য ও বিশেষণ) ; কন্যা+অণ্ (অ)=কানীন ; √প্রথ্+ইব+ঈ=পৃথিবী ; √বৃ+এন্য=বরেণ্য (কর্মবাচ্যে) ; √বচ্+স্যমান=বক্ষ্যমাণ (কর্মবাচ্যে) ; √জন্+ণিচ্+অন+ঈ=জননী।

পরীক্ষায় উত্তর লিখিবার রীতি

প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিচ্ছিন্ন করিবার প্রশ্নে **উত্তর করিবার রীতিটি লক্ষ্য কর :**

আগত=আ-√গম্+ক্ত (ত)—কৃৎ-প্রত্যয় ; কহতব্য=√কহ্+তব্য (বাংলা ধাতুতে সংস্কৃত কৃৎ) ; বিরতি=বি-√রম্+ক্তি (তি)—কৃৎ-প্রত্যয় ; জ্বলন্ত=√জ্বল্+অন্ত (সংস্কৃত ধাতুতে বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়) ; গৌরব=গুরু+ষ্ণ (অ)—তদ্ধিত-প্রত্যয় ; দাশরথি=দশরথ+ঞি (ই)—তদ্ধিত-প্রত্যয় ; বৈশিষ্ট্য=বিশিষ্ট+ষ্ণ্য (য)—তদ্ধিত-প্রত্যয় ; আগ্নেয়ী=অগ্নি+ঢক্ (এয়)—তদ্ধিত-প্রত্যয়+স্ত্রীলিঙ্গে ঈ ; দাক্ষায়ণী=দক্ষ+ফায়ন (আয়ন)—তদ্ধিত-প্রত্যয়+স্ত্রীলিঙ্গে ঈ (গত্ব-বিধি লক্ষণীয়) ; বৈদেশিক=বিদেশ+ষ্ণিক (ইক)—তদ্ধিত-প্রত্যয় ; জাতীয়=জাতি+ষ্ণীয় (ঈয়)—তদ্ধিত-প্রত্যয় ; রন্ধন=√রধ্+অনট্—সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়, ধাতুর উপধারূপে ন্ আগম ; আবদ্ধ=আ-√বন্ধ্+ক্ত (ত)—সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়, ধাতুর উপধা ন্ লুপ্ত ; অকাট্য : কাট্য=√কাট্+ণ্যৎ (বাংলা ধাতুতে সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়), কাট্য নয়=অকাট্য (নঞ্-তৎপুরুষ) ; উপায়দার=উপায়+দার (তৎসম শব্দে বিদেশী তদ্ধিত) ; প্রণামী=প্রণাম+ঈ (তৎসম শব্দে সম্বন্ধার্থে বাংলা তদ্ধিত) ; আরব্ধ=আ-√রভ্+ঘঞ্ (ধাতুর উপধারূপে ন্ আগম) ; আলিম্পন=আ-√লিপ্+অন (ধাতুর অন্ত্যবর্ণের পূর্বে ম্ আগম) ; পাবনী=√পূ+ণিচ্+অন+স্ত্রীলিঙ্গে ঈ ; পলায়ন=পরা-√অয্ (অথবা √ই)+অনট্ (র্-স্থানে ল্ হইয়াছে) ; ভগবান্=ভগ+বতুপ্ (মতুপ্ প্রত্যয়টির ম ব হইয়াছে) —কর্তৃকারকের একবচন।

পদান্তর-সাধন

কৃৎ ও তদ্ধিত উভয় শ্রেণীর প্রত্যয়-দ্বারাই বিশেষ্য ও বিশেষণপদ গঠন করা হয়। কিন্তু বিশেষ্য ও বিশেষণপদের মধ্যে পদান্তর-সাধন করিবার জন্য তদ্ধিত-প্রত্যয়ের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। পদান্তর-সাধনের কিছু নিদর্শন দিতেছি। কোন্ ধাতু বা শব্দের উত্তর কোন্ প্রত্যয়যোগে প্রত্যেকটি শব্দ সাধিত হইয়াছে, লক্ষ্য কর।

বিশেষ্য হইতে বিশেষণ (সংস্কৃত কৃৎ ও তদ্ধিত-যোগে)

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অংশ	আংশিক	অক্ষর	আক্ষরিক	অতিবাহন	অতিবাহিত
অকস্মাৎ	আকস্মিক	অন্তর্গতি	অন্তর্গত	অপাবরণ	অপাবৃত
অধ্যয়ন	অধীত	অনুবাদ	অনূদিত	অনুমান	আনুমানিক
অনুষঙ্গ	আনুষঙ্গিক	অনুষ্ঠান	অনুষ্ঠিত	অন্ত	অন্ত্য
অন্তর	আন্তর	অপসরণ	অপসৃত	অপসারণ	অপসারিত
অবধান	অবহিত	অবসর	অবসৃত	অবসাদ	অবসন্ন

BANGODARSHAN.COM

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অবসান	অবসিত	অভিপ্রায়	অভিপ্রেত	অভিলাষ	অভিলাষিত
অভিষেক	অভিষিক্ত	অভ্যাস	অভ্যস্ত	অশন	অশিত
আক্রমণ	আক্রান্ত	আঘাত	আহত	আঘ্রাণ	আঘ্রাত
আদেশ	আদিষ্ট	আদর	আদরণীয়	আরম্ভ	আরব্ধ
আরোহণ	আরূঢ়	আলোচনা	আলোচিত	আশ্রয়	আশ্রিত
আসন	আসীন	আহরণ	আহৃত	আহ্বান	আহূত
ইচ্ছা	ঐচ্ছিক	ইহ	ঐহিক	ইন্দ্রিয়	ঐন্দ্রিয়িক
ইষ্ট	ইষ্ট	ইতিহাস	ঐতিহাসিক	ইক্ষু	ঐক্ষব
ঈশ	ঐশ	ঈক্ষণ	ঈক্ষিত	ঈশ্বর	ঐশ্বরিক
উদয়	উদিত	উদ্ধার	উদ্ধৃত	উপকার	উপকৃত
উদর	ঔদরিক	উপদ্রব	উপদ্রুত	উদ্গিরণ	উদ্গীর্ণ
উদীচী	উদীচ্য	উদীরণ	উদীরিত	উদ্দেশ	উদ্দিষ্ট
উত্তরণ	উত্তীর্ণ	উচ্চারণ	উচ্চার্য	উজ্জীবন	উজ্জীবিত
উত্থাপন	উত্থাপিত	উৎসর্গ	উৎসর্গিত	উৎকরণ	উৎকীর্ণ
উন্নয়ন	উন্নীত	উপমা	উপমিত	উপার্জন	উপার্জিত
উল্লেখ	উল্লেখ্য	উদ্ভব	উদ্ভূত	উৎক্ষেপণ	উৎক্ষিপ্ত
উদ্যম	উদ্যমী	উদ্ভাস	উদ্ভাসিত	উদ্ভাবন	উদ্ভাবিত
উপচার	উপচারিত	উৎসাহ	উৎসাহী	উপলব্ধি	উপলব্ধ
উপহাস	উপহাস্য	উপবেশন	উপবিষ্ট	উৎসর্জন	উৎসৃষ্ট
ঋতু	আর্তব	ঋষি	আর্ষ	এষণা	এষিত
কণ্টক	কণ্টকিত	কল্পনা	কাল্পনিক	কায়	কায়িক
কূজন	কূজিত	ক্রোধ	ক্রুদ্ধ	ক্ষয়	ক্ষীণ
কোণ	কৌণিক	গবেষণা	গবেষিত	গৌরব	গৌরবিত
গ্রহণ	গৃহীত	গ্রাস	গ্রস্ত	গ্রাম	গ্রাম্য, গ্রামীণ
ঘাত	ঘাতক	চন্দ্র	চান্দ্র	চীন	চৈনিক
চিত্ত	চৈত্ত	চুম্বন	চুম্বিত	চূর্ণ	চূর্ণিত
চিত্র	চিত্রিত	ছন্দ	ছন্দিত	ছলনা	ছলনীয়
জন্ম	জাত	জাতি	জাতীয়	জল	জলীয়, জলজ
জরা	জীর্ণ	জীবন	জীবিত	ঝঙ্কার	ঝঙ্কৃত
তাপ	তপ্ত	তিরোধান	তিরোহিত	তুলনা	তুলনীয়, তুল্য
তেজ	তেজস্বী	ত্যাগ	ত্যক্ত, ত্যাজ্য	ত্বরা	ত্বরিত
দান	দত্ত	দহন	দাহ্য	দিন	দৈনিক
দীপ	দীপ্ত	দুঃখ	দুঃখিত	দেব	দৈব
দেহ	দৈহিক,	দোষ	দূষ্য	দ্যোতনা	দ্যোতিত
দৃষ্টি	দৃষ্ট	দর্শন	দার্শনিক	দংশন	দষ্ট
ধর্ম	ধার্মিক	ধারণ	ধৃত	ধ্বংস	ধ্বংসিত
নগর	নাগরিক	নিশা	নৈশ	ন্যায়	ন্যায্য

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
নির্বাচন	নির্বাচিত	নীতি	নৈতিক	নিমিত্ত	নৈমিত্তিক
পরিধান	পরিহিত	পরীক্ষা	পরীক্ষিত	পল্লব	পল্লবিত
পশ্চাৎ	পাশ্চাত্য	পাক	পক্ক	পান	পীত, পানীয়
পাঠ	পাঠ্য	পাবন	পাবিত	পিতা	পৈতৃক
পিতামহ	পৈতামহ	পুষ্প	পুষ্পিত	পূর্তি	পূর্ণ
পৃথিবী	পার্থিব	প্রকাশ	প্রকাশিত	প্রকৃতি	প্রাকৃতিক
প্রণয়ন	প্রণীত	প্রণাম	প্রণত	প্রতিকার	প্রতিকার্য
প্রবাস	প্রোষিত	প্রশ্রয়	প্রশ্রিত	প্রত্যয়	প্রত্যয়িত
প্রত্যুদ্‌গমন	প্রত্যুদ্‌গত	প্রবসন	প্রবসিত	প্রবেশ	প্রবিষ্ট
প্রয়াণ	প্রয়াত	প্রশ্ন	পৃষ্ট	প্রাদুর্ভাব	প্রাদুর্ভূত
প্রীতি	প্রীত	প্রেরণ	প্রেরিত	প্লাবন	প্লাবিত
প্রস্থান	প্রস্থিত	প্রাচী	প্রাচ্য	প্রতিঘাত	প্রতিহত
প্রতীক্ষা	প্রতীক্ষিত	প্রতীচী	প্রতীচ্য	ফেন	ফেনিল
বন্দনা	বন্দিত	বপন	উপ্ত	বধ	বধ্য, হত
বহন	বাহিত	বহিঃ	বাহ্য	বায়ু	বায়বীয়
বাহন	বাহক	বিদ্যা	বিদ্বান্	বিড়ম্বনা	বিড়ম্বিত
বিধি	বৈধ	বিধান	বিহিত, বিধেয়	বিদ্যুৎ	বৈদ্যুত
বিশেষণ	বিশেষিত	বিশ্বজন	বিশ্বজনীন	বিশ্বাস	বিশ্বস্ত
বিষ্ণু	বৈষ্ণব	ব্যথা	ব্যথিত, ব্যথী	ব্যবহার	ব্যবহার্য
বিকিরণ	বিকীর্ণ	ব্যাপ্তি	ব্যাপ্ত	বিপর্যয়	বিপর্যস্ত
বাধা	বাধিত	বিদীর্ণতা	বিদীর্ণ	বিদারণ	বিদারিত
বিঘ্ন	বিঘ্নিত	ব্যাঘাত	ব্যাহত	ভগবৎ	ভাগবত
ভঙ্গ	ভগ্ন	ভ্রম	ভ্রান্ত	ভূগোল	ভৌগোলিক
ভূষণ	ভূষিত	ভোজন	ভুক্ত	ভোগ	ভোজ্য, ভোগ্য
মন	মানস	মনীষা	মনীষী	মনোনয়ন	মনোনীত
মরণ	মৃত	মায়া	মায়াবী	মার্জন	মার্জিত
মিথিলা	মৈথিল	মীমাংসা	মীমাংসিত	মুখ	মৌখিক, মুখর
মুদ্রণ	মুদ্রিত	মুমুক্ষা	মুমুক্ষু	মুমূর্ষা	মুমূর্ষু
মূর্ধা	মূর্ধন্য	মূল	মৌল	মৌন	মৌনী
যুক্তি	যৌক্তিক	যোগ	যৌগিক, যুক্ত	যোজনা	যোজিত
রচনা	রচিত	রন্ধন	রন্ধিত	রোষ	রুষ্ট
লাভ	লব্ধ	লালন	লালিত	লোভ	লুব্ধ
লোক	লৌকিক	লোপ	লুপ্ত	লেহন	লেহ্য, লীঢ়
শঙ্কা	শঙ্কিত	শব্দ	শাব্দিক	শয়ন	শয়ান, শায়িত
শরৎ	শারদ	শরীর	শারীরিক	শাসন	শাসিত
শিক্ষা	শিক্ষিত	শিব	শৈব	শীলন	শীলিত
শ্রুতি	শ্রুত	শ্রদ্ধা	শ্রদ্ধেয়	শ্রবণ	শ্রব্য, শ্রুত

BANGODARSHAN.COM

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
শুশ্রূষা	শুশ্রূষু	শুশ্রূষা	শুশ্রূষু	শ্লেষ্মা	শ্লৈষ্মিক
সংগ্রহ	সংগৃহীত	সত্ত্ব	সাত্ত্বিক	সন্দেহ	সন্দিগ্ধ
সন্ধ্যা	সান্ধ্য	সমাবর্তন	সমাবর্তিত	সমীরণ	সমীরিত
সমীহা	সমীহিত	সংঘাত	সংহত	সমুচ্ছ্রয়	সমুচ্ছ্রিত
সমুদ্র	সামুদ্রিক	সিঞ্চন	সিঞ্চিত	সেচন	সিক্ত
সূর্য	সৌর	সান্ত্বনা	সান্ত্বনিত	স্থাপন	স্থাপিত
স্নায়ু	স্নায়বিক	স্পন্দন	স্পন্দিত	হরণ	হৃত
স্ত্রী	স্ত্রৈণ	স্তেদ	স্বিন্ন	স্পর্শ	স্পৃশ্য, স্পৃষ্ট
হর্ষ	হৃষ্ট	হিংসা	হিংসিত	হুংকার	হুংকৃত
হৃদয়	হৃদ্য	হেম	হৈম	হেমন্ত	হৈমন্তিক

বাংলা তদ্ধিত-যোগে

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
আকাশ	আকাশী	আদর	আদুরে	আষাঢ়	আষাঢ়ে
কোণ	কুনো	গাছ	গেছো	ঘা	ঘেয়ো
চোর	চোরাই	জুঁইফুল	জুঁইফুলী	তেঁতুল	তেঁতুলে
দুধ	দুধে, দুধলো	পাটোয়ার	পাটোয়ারী	পাহাড়	পাহাড়ে
পেট	পেটুক	ফলার	ফলারে	ফুল	ফুলেল
বেনারস	বেনারসী	বনিয়াদ	বনিয়াদী	মাটি	মেটে
মাঠ	মেঠো	মাথা	মাথালো	মোগল	মোগলাই
মেয়াদ	মেয়াদী	যশোর	যশুরে	রেশম	রেশমী
শহর	শহুরে	সর্বনাশ	সর্বনেশে	হাট	হেটো

বিশেষণ হইতে বিশেষ্য (সংস্কৃত কৃৎ ও তদ্ধিত-যোগে)

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
অক্ষম	অক্ষমতা	অপ্রতিভ	অপ্রতিভতা	অভিজাত	আভিজাত্য
অরুণ	অরুণিমা	অলস	আলস্য	আগ্নেয়	আগ্নেয়তা
আসক্ত	আসক্তি	আসন্ন	আসন্নতা	উৎকৃষ্ট	উৎকর্ষ
উচিত	ঔচিত্য	উজ্জ্বল	ঔজ্জ্বল্য	উদার	ঔদার্য
উদাসীন	ঔদাসীন্য	উদ্যত	উদ্যতি	উন্নত	ঔন্নত্য
ঋজু	আর্জব	এক	ঐক্য	ঐহিক	ঐহিকতা
ওজস্বী	ওজস্বিতা	ঔষ্ঠ্য	ওষ্ঠ	ঔদারিক	ঔদারিকতা
কঠিন	কাঠিন্য	কিশোর	কৈশোর	কুটিল	কৌটিল্য
কুমার	কৌমার্য	কুলীন	কৌলীন্য	কুশ্রী	কুশ্রীতা
কৃষ	কৃশতা	ক্ষীণ	ক্ষীণতা	ক্রূর	ক্রূরতা
গুরু	গুরুত্ব	গম্ভীর	গাম্ভীর্য	গভীর	গভীরতা
চতুর	চাতুর্য	চপল	চাপল্য	চ্যুত	চ্যুতি

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
জঙ্গম	জঙ্গমতা	জীর্ণ	জীর্ণতা	জীবী	জীবিকা
তরল	তারল্য	তরুণ	তারুণ্য	তেজস্বী	তেজস্বিতা
দরিদ্র	দারিদ্র্য	দীর্ঘ	দৈর্ঘ্য	দীন	দৈন্য
দৃঢ়	দৃঢ়তা	দূর	দূরত্ব	দুর্বল	দৌর্বল্য
নির্দিষ্ট	নির্দিষ্টতা	নির্মল	নির্মলতা	নির্দোষ	নির্দোষতা
নির্লোভ	নির্লোভতা	নিষ্ক্রিয়	নিষ্ক্রিয়তা	নিষ্কর্মা	নৈষ্কর্ম্য
নাব্য	নাব্যতা	নিশ্চেষ্ট	নিশ্চেষ্টতা	ন্যূন	ন্যূনতা
পণ্ডিত	পাণ্ডিত্য	পরম্পর	পারম্পর্য	পরিণত	পরিণতি
পৃথক্	পার্থক্য	প্রগল্‌ভ	প্রগল্‌ভতা	প্রণত	প্রণতি
প্রতিযোগী	প্রতিযোগিতা	প্রত্যুপকারী	প্রত্যুপকারিতা	প্রবীণ	প্রাবীণ্য
প্রশমিত	প্রশমন	প্রস্ফুট	প্রস্ফুটতা	ফলবান্	ফলবত্তা
বন্ধুর	বন্ধুরতা	বলবান্	বলবত্তা	বুদ্ধিমান্	বুদ্ধিমত্তা
বিকল	বৈকল্য	বিকৃত	বৈকৃত্য	ব্যুৎপন্ন	ব্যুৎপত্তি
বিষম	বৈষম্য	বিপরীত	বৈপরীত্য	বিধর্মা	বৈধর্ম্য
বিদ্যমান	বিদ্যমানতা	ভক্তিমান্	ভক্তিমত্তা	ভ্রান্ত	ভ্রান্তি
ভ্রাম্যমাণ	ভ্রাম্যমাণতা	ভয়াবহ	ভয়াবহতা	ভৌতিক	ভৌতিকতা
মহান্	মহত্ত্ব	মহাত্মা	মাহাত্ম্য	মলিন	মালিন্য
মন্দ	মান্দ্য	মধুর	মাধুর্য	মুখর	মুখরতা
ম্লান	ম্লানিমা	মনস্বী	মনস্বিতা	মৃদু	মৃদুতা
রম্য	রম্যতা	ললিত	লালিত্য	লাল	লালিমা
শিষ্ট	শিষ্টতা	শীত	শৈত্য	শুক্ল	শুক্লতা
শূর	শৌর্য	শুষ্ক	শুষ্কি	শিথিল	শৈথিল্য
শোভন	শোভনতা	শোভমান	শোভমানতা	শ্বেত	শ্বৈত্য
সহজ	সহজতা	সৎ	সত্তা	সদৃশ	সাদৃশ্য
সংস্কৃত	সংস্কৃতি	সিক্ত	সিক্ততা	সুজন	সৌজন্য
সুভগ	সৌভাগ্য	সুহৃৎ	সৌহার্দ	সুরভি	সৌরভ
সুষম	সৌষম্য	সুষুপ্ত	সুষুপ্তি	সুষ্ঠু	সৌষ্ঠব
সাত্ত্বিক	সাত্ত্বিকতা	সূক্ষ্ম	সূক্ষ্মতা	সাক্ষর	সাক্ষরতা
স্তম্ভিত	স্তম্ভন	স্যূত	সীবন	স্ত্রী	স্ত্রীত্ব
হিংস্র	হিংস্রতা	হিতৈষী	হিতৈষিতা	হ্রস্ব	হ্রস্বতা

বাংলা তদ্ধিতান্ত-যোগে

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
আলসে	আলসেমি	কুঁড়ে	কুঁড়েমি	গরিব	গরিবানা
গিন্নী	গিন্নীপনা	চালবাজ	চালবাজি	চিকন	চিকনাই
চতুর	চতুরালি	পাগল	পাগলামি	বড়	বড়াই
বাবু	বাবুয়ানা	ভণ্ড	ভণ্ডামি	মাতাল	মাতলামি
শয়তান	শয়তানী	সাহেব	সাহেবিয়ানা	হ্যাংলা	হ্যাংলাপনা

BANGODARSHAN.COM

পদান্তরের প্রশ্নে প্রদত্ত পদটি কোন্ পদ উল্লেখ করিয়া, উত্তরটি কোন্ পদ তাহাও যথাযথ উল্লেখ করিবে।

পদান্তরের প্রশ্নে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি করিয়া উত্তর দিলাম। কিন্তু বেশকিছু শব্দের একাধিক উত্তরও হয়। যেমন,—অনুষ্ঠান (বি)—অনুষ্ঠিত, অনুষ্ঠেয়, অনুষ্ঠাতব্য, আনুষ্ঠানিক (বিণ)। মধুর (বিণ)—মধুরতা, মাধুর্য, মধুরিমা, মাধুরী (বি)। এই অতিরিক্ত উত্তরগুলি অভিধান হইতে সংগ্রহ করিয়া লইবে।

অনুশীলনী

১। প্রত্যয় কাহাকে বলে? প্রত্যয় কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের দুইটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। কৃৎ-প্রত্যয় কাহাকে বলে? তদ্ধিত-প্রত্যয় কাহাকে বলে? প্রত্যেকের একটি করিয়া বাংলা ও একটি করিয়া সংস্কৃত উদাহরণ দিয়া সেই উদাহরণ চারিটি দিয়া চারিটি শব্দ গঠন কর এবং সেই শব্দ চারিটিকে নিজস্ব বাক্যে প্রয়োগ কর।

৩। সংস্কৃত কৃৎ, বাংলা কৃৎ, সংস্কৃত তদ্ধিত, বাংলা তদ্ধিত ও বিদেশী তদ্ধিতের একটি করিয়া উদাহরণ উল্লেখ করিয়া প্রত্যেকটি প্রত্যয়যোগে এক-একটি শব্দগঠন কর এবং প্রতিটি শব্দ নিজস্ব বাক্যে প্রয়োগ কর।

৪। উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও: কৃৎ-প্রত্যয়, বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়, সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়, সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়, বাংলা কৃদন্ত শব্দ, সংস্কৃত তদ্ধিতান্ত শব্দ, বিদেশী তদ্ধিতান্ত শব্দ, অপত্যার্থক প্রত্যয়, অস্ত্যর্থক প্রত্যয়, সনন্ত পদ, স্বার্থিক প্রত্যয়, ধাত্ববয়ব প্রত্যয়, সনন্ত ও যঙন্ত ধাতুনিষ্পন্ন শব্দ, ধাতুবিভক্তি, শব্দবিভক্তি, সংস্কৃত ধাতু ও শব্দে বাংলা প্রত্যয়, বাংলা ধাতু ও শব্দে সংস্কৃত প্রত্যয়, কর্মবাচ্যে শানচ্, অপত্যবাচক তদ্ধিতান্ত পদ, একবর্ণের বাংলা কৃৎ ও বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়, উপধা, কাণ্ডন্ত পদ।

৫। (ক) বাংলায় শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয়ান্ত পদ কীভাবে ব্যবহৃত হয় উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও। (খ) শানচ্ প্রত্যয়যুক্ত পাঁচটি কৃদন্ত শব্দ রচনা করিয়া সেগুলিকে এক-একটি বাক্যে প্রয়োগ কর।

৬। পার্থক্য দেখাও: কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত-প্রত্যয়; কৃৎ-প্রত্যয় ও ধাত্ববয়ব প্রত্যয়; প্রত্যয় ও বিভক্তি; শানচ্ প্রত্যয় ও মতুপ্ প্রত্যয়।

৭। পাঁচটি বিদেশী প্রত্যয়ের উল্লেখ কর; এই প্রত্যয়গুলি কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হয়, উল্লেখ করিয়া প্রত্যেকটি প্রত্যয়যোগে একটি করিয়া মোট পাঁচটি শব্দগঠন কর এবং প্রতিটি শব্দকে এক-একটি বাক্যে প্রয়োগ কর।

৮। ই, আরী, উক, উয়া (ও), আ, উ, তা, ক, আনি—প্রত্যয়গুলি যে কৃৎ ও তদ্ধিত দুইই তাহা শব্দগঠন করিয়া শব্দগুলিকে বাক্যে প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়া দাও।

৯। (ক) প্রকৃতি-প্রত্যয় এবং প্রত্যয়জাত শব্দটি পৃথক্ অনুচ্ছেদে ছড়ানো রহিয়াছে; প্রকৃতি-প্রত্যয়টির পাশে সমানচিহ্ন দিয়া প্রত্যয়জাত শব্দটি যথাযথ বসাও:

√শী+ক্ত, √ইষ্+ক্তি, √রন্‌জ্+ক্ত, √রন্‌জ্+ণিচ্+ক্ত, √বিদ্+ক্যপ্+আ, রণ- √জ্ঞ+ক্রিপ্, √বিদ্+শতৃ+ঈ, √শী+ণিচ্+ক্ত+আ, আ-√ঋ+ক্তি, √শাস্+ক্যপ্+আ, নিঃ- √বা+ক্ত, √ক্ষপ্+ক্তি, উদ্- √যা+

অনট্, √হা + ক্ত, √ক্ষি + অল্, √যজ্ + ক্ত, √মুহ্ + ক্ত, বি-√বহ্ + ক্ত, √বহ্ + ক্ত + আ, √রধ্ + অনট্।

বিদ্যা, শায়িতা, রঞ্জিত, শয়িত, ইষ্ট, হীন, ইষ্টি, রণজিৎ, নির্বাণ, শিষ্যা, ক্ষয়, ঊঢ়া, মূঢ়, রক্ত, রন্ধন, আর্তি, উদ্যান, ক্ষতি, ব্যূঢ়, বিদুষী।

(খ) বন্ধনীমধ্য হইতে উপযুক্ত শব্দটি বাছিয়া শূন্যস্থান পূর্ণ কর : (i) √লক্ষ্ + অনীয় = ····· (লক্ষানীয় / লক্ষণীয় / লক্ষ্যণীয় / লক্ষনীয়); (ii) √মৃ + শানচ্ = ······(মৃয়মান / মৃয়মাণ / ম্রিয়মান / ম্রিয়মাণ); (iii) আ- √সদ্ + ক্তি = ······(আসত্তি / আসক্তি / আশক্তি); (iv) √বৃধ্ + ণিচ্ + ক্ত = ····· (বৃদ্ধ / বৃদ্ধিত / বর্ধিত); (v) √জাগৃ + শতৃ = ······ (জাগ্রৎ / জাগ্রত / জাগরিত); (vi) পরা- √অয়্ + অনট্ = ······ (পরায়ন / পরায়ণ / পলায়ন); (vii) লক্ষ্মী + মতুপ্ = ······(লক্ষ্মীমান / লক্ষ্মীবান্ / লক্ষ্মীমান্); (viii) পরি-√ত্যজ্ + ণ্যৎ = ····· (পরিত্যজ্য / পরিত্যাজ্য); (ix) আ- √যৎ + ক্ত = ····· (আয়ত্ত / আয়ত); (x) বহু + ঈয়স্ + ঈ = ····· (বহুয়সী / ভূয়সী / ভুয়সী)।

১০। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেখাইয়া ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর : কুম্ভকার, দীপ্যমান, সহিষ্ণু, গাইয়ে, মিশুক, ঐহিক, হস্তী, বাঙ্ময়, বারমেসে, ঘরামি, ঘরোয়া, ঘেরাও, ভুক্ত, সেলামি, নৈয়ায়িক, তন্দ্রালু, বর্ধিষ্ণু, যুধ্যমান, পাকাল, ঠাকুরালি, শয়ান, বেতো, শ্রবণ, রাঁধুনি বাড়ন্ত, শ্রীমতী, শ্রেষ্ঠ, মেধাবী, ধারালো, হুজুগে, সরসিজ, মুক্তি, বিক্রীত, শ্রবণীয়, কম্পমান, জননী, সৌমিত্রি, দাশরথি, গাঙ্গেয়, দস্যিপনা, শ্রোতব্য, শয়ন, বর্তমান, বর্ধমান, দর্শনীয়, ক্ষয়িষ্ণু, সেবাইত, কৌন্তেয়, স্মার্ত, সৌর, নাচন, জ্বালানি, জলদ, দাপট, দয়ালু, পঙ্কিল, ভাসমান, ভবিতব্য, সিদ্ধি, সর্বাঙ্গীণ, বেনারসী, নেকাপনা, বুটিদার, সত্তা, স্বত্ব, সত্ত্ব, জিজ্ঞাসা, অনুক্ত, মেছো, নিরীক্ষণ, ক্ষেপাটে, পরিধেয়, শুষ্ক, হানি, ত্যাগ, পরিত্যাজ্য, ত্যক্ত, খেলনা, পড়ুয়া, জ্যেষ্ঠ, পায়স, ভস্মীভূত, দ্রাঘিমা, হলদে, হ্যাংলাপনা, বক্ষ্যমাণ, রোরুদ্যমান, মায়াবী, শাঁসাল, বলিয়ে, আদুরে, ঢাকনি, উৎকর্ষ, ব্যবহার, খুনে, অভাগী, প্রতীয়মান, মৃন্ময়, কর্তব্য, অন্তঃশীলা, রবিবাসরীয়, ছেলেমি, চলন্ত, খেয়ালী, শাঁখারী, নীলিমা, ভ্রাম্যমাণ, পাচক, সন্নিহিত, পরাজয়, আত্মজ, প্রদীপ্ত, অভিষেক, মহিমা, আহূত, বাবুগিরি, ভয়ঙ্কর, বৈবস্বত, দোকানদার, সৃষ্টি, বিধান, রথী, অবনত, স্পর্শ, প্রামাণ্য, শুশ্রূষা, মুমূর্ষু, আন্তর্জাতিক, প্রাগৈতিহাসিক, কৈকেয়ী, লেঠেল, মন্তর-তন্তর, মাসতুত, বুড়ো, বুদ্ধিমান্, শারীরিক, লোভনীয়, শোভমান, নন্দিনী, ধনী, শারদীয়া, শতবার্ষিকী, অন্তর্দেশীয়, ধ্যান্ত, যশস্বী, গৌরব, উপহার, জ্ঞান, বিদীর্ণ, কেশরী বিজ্ঞ, পৈতৃক, প্রভাব, যশী, অভ্রান্ত, অজ্ঞেয়, প্রকাশিত, নিস্তব্ধ, পরিত্যাগ, বিবক্ষা, ছাত্র, সন্তান, ভাগবত, আস্তিক, প্রবাস, অগ্রসর, ছিন্ন, আরোহণ, বিস্মৃত, স্রোতস্বতী, দুর্গম, সংগ্রহ, আবিষ্কার, চঞ্চল, পুত্র, ভৃত্য, সাহিত্য, সার্বভৌম, বন্দী, সৌগত, আর্জব, ভার্যা, কৃত, মাতৃকা, কাটারি, বড়াই, লোনা, মেটে, দাঁতাল, লজ্জায়মান, দিশারু, পড়ন্ত, লাজুক, বরণীয়, কার্য, নম্র, ভস্মসাৎ, মিথ্যুক, নিন্দুক, পূজারী, ডাক্তারখানা, আয়ত্ত বিরক্ত, রণজিৎ, রঞ্জিত, হিংসুটে, সংগত, উদয়, পঙ্কজ, হাতুড়ে, উত্তরাধিকারী, বৈষ্ণব, ঢাকাই, বুনো, জটিল, অবজ্ঞ, লজ্জা, ভোগ, আরোগ্য, কানাই, আগামী, মহীয়ান্, দৈত্য, স্মরণীয়, ধূপদানি, মাজন, ধামাচি, বিদ্যা, ফেরিওয়ালা, আসীন, অন্ন, পাঠক,

BANGODARSHAN.COM

শোক, কান্না, দ্রষ্টব্য, মথিত, গোলাপী, নেতা, শৌর্য, শৌরি, সৌরি, ক্রেতা, দীপ্ত, আর্ষ, আর্য, ভারত, সৎ, সত্যবাদী, ধূলিসাৎ, নবীভবন, বনীকরণ, মিতালী, জৈন, মূর্ধন্য, আতিথ্য, মেঠো, ন্যায়, অনাবৃত, মনসিজ, ভবন, ঘাস, আহূত, আস্থত, উদাহরণ, বিড়ম্বিত, গরীয়সী, প্রার্থনা, উত্থাপন, নিবারণ, বীপ্সা, সমভিব্যাহার, মাহাত্ম্য, ইন্দ্রিয়, অতীত, অনূদিত, অনুদিত, শীতালু, ভক্ত, অপাম্রিয়মাণ, চঞ্চল, উচিত, পারিষদ, পূর্ণ, পূরণ, সালোক্য, নির্বাণ, অরণ্য, ব্যক্তিত্ব, বন্ধ, ভুবন, মার্গ, দ্বৈপ্য, রসম, দ্যুতিমান্, স্তিমিত, প্রকৃতি, প্রত্যয়, অপসৃয়মান, দোলনা, ভবিষ্যৎ, জয়ন্তী।

১১। কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হয় নির্দেশ করিয়া প্রত্যেকটি প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখাও : তব্য, আ, আনো, ইয়া, মতুপ্, তম, অনট্, পনা, আলি, দার, অন্ত, আরি (উরি), আলো, উক, উয়া, তা, বন্ত, ক্ত, ইমন্, আলু, ইষ্ঠ, আনি, ইল, ঈয়সু, তন, গিরি, খোর, বাজ, খানা, বিন্, ক্তি, তৃচ্, ইত, ইন্, ত্ব, মৎ, ওয়ালা, আমি, ইয়ে।

১২। চূড়ান্ত রূপ দেখাও : এক + ষ্য ; √চর্ + অনট্ ; √পচ্ + ক্ত ; প্র- √নম্ + ঘঞ্ ; একমত + ষ্য ; গঙ্গা + এয় ; √ক্ষি + ক্ত ; √বৃৎ + শানচ্ ; √গ্রহ্ + তৃচ্ ; √বৃধ্ + শানচ্ ; √শাস্ + ক্যপ্ ; লাঠি + আল ; পাড়াগাঁ + ইয়া ; √অদ্ + ক্ত ; সম্- √পূর্ + ক্ত ; অভি-বি- √অনজ্ + ক্তি ; প্র- √যা + অন ; বিশদ + ষ্য।

১৩। প্রতিটি শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় বিচ্ছিন্ন কর এবং সেই প্রত্যয়টির স্থানে বন্ধনী-মধ্যস্থ প্রত্যয়টি বসাইয়া নূতন শব্দরচনা কর : গ্রহীতব্য (ক্ত), দর্শনীয় (তব্য), গৃহীতা (অনীয়), যোজনীয় (ঘঞ্), বধ্য (ণক), কীর্তনীয় (ক্ত), কার্য (অনীয়), ত্যক্ত (ণ্যৎ), ভার্যা (ক্যপ্), বন্দনীয় (ণ্যৎ), শ্রাব্য (যৎ), বিদ্যমান (শতৃ), মৌনী (ক্ত), অনুদিত (ঘঞ্), পাঠক (তব্য), পরভৃত (কিপ্), বান্ধব (তা), অন্তর্ধান (ক্ত), পীত (অনট্), শয্যা (ক্ত), ত্যাগী (ণ্যৎ), ভঙ্গ (ক্ত), শারীরিক (ইন্), হীন (ক্তি), বন্ধ (অল্), অন্ন (ঘঞ্), সম্পত্তি (ক্ত), গান (যৎ), ভুজগ (খচ্), অনুভব (ঘঞ্), প্রণত (ঘঞ্), মন্থন (ক্ত), রঞ্জিত (ণক), পঠন (ণ্যৎ), পালিত (অনীয়), রক্ত (ঘঞ্) ব্যঞ্জন (ক্তি), ধ্যেয় (অনট্), রোগী (ক্ত), পাক (ক্ত), ভূয়ান্ (ত্ব), কনীয়ান্ (ইষ্ঠ), কৃপ্ত (ক্ত)।

১৪। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ হইতে উত্তরটি নির্বাচন করিয়া প্রতিটি বাক্যাংশের ডান দিকে সমানচিহ্ন দিয়া যথাযথ বসাও : সখার ভাব, সখীর ভাব, মুনির ভাব, মুনির ভাবে স্থিত, ব্যাসের রচিত, ব্যাসের পুত্র, জয়ের অভিলাষ, ভোজনে ইচ্ছুক, মাটিতে তৈয়ারী, মৃত্তিকাদ্বারা নির্মিত, যে নারী গান গাহিতে পারেন, সংগীতের বিশিষ্ট রীতি, নেতার দায়িত্ব, নেত্রীর কাজ, যিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন (নারী), কুমারী কন্যার পুত্র, যে নারীর জন্য প্রতীক্ষা করা হইতেছে, মৃগ সম্পর্কীয়, নির্দোষের ভাব, বিবস্বানের পুত্র, দ্বীপের সহিত সম্পর্কিত, বৃহস্পতির সম্পর্কীয়, যাহা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, বিশ্বকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, সেবা করিতে ইচ্ছুক, শুনিতে ইচ্ছুক।

মেটে, বৈয়াসকি, দ্বৈপ, প্রতীক্ষ্যমাণা, মৌন, বুভুক্ষু, নির্দোষতা, বার্হস্পত্য, মার্গ, বিশ্বনিয়ন্তা, জিগীষা, সখ্য, নেত্রীত্ব, প্রতীক্ষমাণা, বৈয়াসিক, সখীত্ব, শুশ্রূষু, গায়িকা, মৃন্ময়, নেতৃত্ব, গায়কী, অনুষ্ঠাতব্য, বৈবস্বত, সিষেবিষু, কানীন, মৌনী।

১৫। শুদ্ধ কর : চর্বচোষ্য, অচিন্ত্যনীয়, নীরোগী, প্রফুল্লিত, সাম্যতা,

সন্দ্রান্তশালী, আকাঙ্খা, শ্রদ্ধাভাজনীয়, দারিদ্র্যতা, ত্যজ্য, সখ্যতা, আয়ত্ত্ব, সত্ত্বা, রুচিবান্, লক্ষ্যণীয়, পৌরহিত্য, সংস্কৃতিবান্, অন্তর্ভুক্ত, মুখস্ত, প্রজ্বলিত, ভাসমান, জাতীয়করণ, লক্ষ্মীমান, শুশ্রুষা, প্রতিদ্বন্দ্বীতা, মহত্ব, মাহাত্ম, মাধুরিমা, জাগ্রত, উৎকর্ষতা, সৃজন, স্তুপিকৃত, দৌরাত্মপনা, সমৃদ্ধশীল, লঘুকরণ, মহিমামণ্ডিত, নীলিমাদেবী, দৈন্যতা, ভগমান, বাহুল্যতা, মুহ্যানীয়, ভাগবৎ, ঐক্যতান, মন্থিত, নির্দোষী, গৃহীতব্য, রোগগ্রস্থ, পরিশোধ্যনিয়, স্বাতন্ত্রতা, উত্যক্ত, পাশ্চাত্য, রাশিকৃত, গ্রাহ্যনীয়, পুঞ্জভূত, অনুষ্ঠিতব্য।

১৬। ব্যুৎপত্তিগত টীকা লিখ: যাচাই, পণ্ডিত, দীপালী, বীরপনা, সৃজন, সর্জন, চলতি, বসতি, কহতব্য, ভাবুক, ইংলনডীয়, স্বকীয়, বেরসিক, বদগন্ধ, গরমিল, সবুজায়মান, ভূমা, জগৎ, নীরোগীকরণ, নীরোগীভবন।

১৭। (ক) বিশেষ্যকে বিশেষণে ও বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিণত করিয়া প্রত্যেকটি নবলব্ধ শব্দদ্বারা বাক্যরচনা কর: ভেদ, অতিশয়, দক্ষিণ, বাবু, দীন, সাম্য, সুষ্ঠু, মন্দ, পরিমেয়, ভীত, বড়, জাড্য, কুলীন, ঋষি, গুণ, মানসিক, জাতি, দ্রষ্টব্য, বিষাদ, আসীন, অরণ্য, আর্ষ, গ্রাম, ঘরোয়া, মোহ, জোর, নিষিদ্ধ, বন, পরস্পর, পরিধান, ভগবৎ, আরম্ভ, সন্দিগ্ধ, ভগ্ন, মাংস, অপহরণ, নম্র, স্পর্শ, উদার, আরোহণ, প্রবসন, স্থির, অভ্যাস, অধ্যয়ন, ইতিহাস, ক্ষয়, লাজুক, বীর, নিরাপদ্, প্রশ্রয়, সংঘৃষ্ট, বিস্তর, প্রকর্ষ, উৎকৃষ্ট, বর্ষ, পশু, কাঠ, নিপুণ, বিশ্বস্ত, আহত, গোঁয়ার, সম্পন্ন, বিশ্রাম, বসন্ত, আসন, গেঁয়ো, বুড়ো, প্রীতি, প্রশ্ন, বাদাম, সান্ত্বনিত, গাছ, সৌষম্য, অবসান, পরিত্যাগ, প্রত্যর্পিত, বিবেচনা, মোচন, বিশাল, সম্মত, স্মরণ, মত্ত, উল্লাস, সৃষ্ট, মহৎ, মাঠ, পাগল, ভ্রম, মুখ্য, চক্ষু, জীব, বৈক্লব্য, আশঙ্কা, উন্মোচন, পৃথিবী, জগৎ, সুস্থ, বিশুদ্ধ, বিশেষ, ব্যাপক, শরৎ, দত্ত, স্নেহ, আরোহী, সংক্ষুব্ধ, মাটি, কল্পনা, বায়ু, মাধুর্য, মন, বস্তু, দেহ, মূল, অভ্যস্ত, তালু, হেমন্ত, ত্বরা, ফেনা, শ্রদ্ধা, সিন্ধু, রস, অন্ত্য, সমাজ, বিধি, নিরস্ত, ক্ষীণ, উদ্বেগ, ভাত, স্তব্ধ, বিচিত্র, আদেশ, কায়িক, উপন্যাস, তরঙ্গিত, ধ্যেয়, চিহ্ন, জয়ী, মাস, বঞ্চিত, হৃষ্ট, খ্যাত, শয়তানি, সারল্য, পরীক্ষিত, মার্জিত, দরিদ্র, শূর, গৌরব, অনুকূল, বেনারসী, মোগল, ভুক্ত, পাক, আগ্নেয়, আশ্বাস, প্রসিদ্ধি, দুধ, সৌরভ, আনুষ্ঠানিক, জড়তা, অধিক, প্রত্যায়িত, সূর্য, বিবৃত, লেখ্য, আচরিত, ত্রিকালিক, হানি, আর্তি, বিদ্বিষ্ট, বীক্ষণ, আঘ্রাণ, প্রশান্ত, দ্রুত, প্রশমিত, সর্প, প্রলুব্ধ, কলুষ, গুণবান্, সমুত্তীর্ণ, বণিক্, লাজ, লজ্জা, প্রত্যহ, হ্রাস, বচন, রক্ষিত, প্রত্যাশা, আহূত, আহ্বান্, বীর্যবান্, দক্ষতা, ঈশ্বর।

(খ) পরস্পর-সম্পর্কিত বিক্ষিপ্ত বিশেষ্য-বিশেষণগুলি যথাযথ চিহ্নিত করিয়া পাশাপাশি বসাও: অবসান, মৌন, অবসন্ন, অপসৃত, বিক্ষিপ্ত, উচ্ছ্রয়, রক্তিমা, প্রলপিত, মানস, পূর্ণ, উৎকৃষ্ট, রপ্তানি, রক্তিম, মৌনী, সৌর, শৌর্য, পরিহিত, অপসারণ, মন, উৎকর্ষ, সূর্য, প্রলপন, অবসিত, বৈশদ্য, অপসারিত, অবসাদ, বিক্ষেপণ, রপ্তানী, শূর, উচ্ছ্রিত, অবসর, অপসরণ, বিশদ, পরিধান, প্রয়াত, অবসৃত, প্রয়াণ, পূর্তি।

১৮। অর্থপার্থক্য দেখাও: শ্রব্য শ্রাব্য, বৈয়াসিক বৈয়াসিক, প্রাপ্ত প্রাপ্য, রজক রঞ্জক, সখিত্ব সখীত্ব, আসক্তি আসত্তি, নিয়োজ্য নিয়োগ্য, আয়তি আয়ত্তি, বিরাট বিরাট, স্বত্ব সত্ত্ব।

BANGODARSHAN.COM